Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

হিংসা-বিদ্বেষ পতনের মূল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদৌস জিনিয়া

রোলঃ 23100121736

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

হিংসা-বিদ্বেষ পতনের মূল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদৌস জিনিয়া

রোলঃ 23100121736

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " হিংসা-বিদ্বেষ পতনের মূল " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জান্নাতুল ফেরদৌস জিনিয়া, আইডিঃ 23100121736 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " হিংসা-বিদ্বেষ পতনের মূল " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

জান্নাতুল ফেরদৌস জিনিয়া

আইডিঃ 23100121736

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা: 5

হিংসা-বিদ্বেষ পরিচিতি: 6

হিংসার কারণসমূহ: 7

হিংসার প্রকার: 10

হিংসা বনাম ঈর্ষা: 12

হিংসার স্তর: 13

হিংসুকের স্বরূপ 14

হিংসুকের কিছু নিদর্শন 28

হিংসুকের প্রাপ্তি/অর্জন: 29

কুরআনের আলোকে হিংসা-বিদ্বেষ 40

মুফাসসিগণের বক্তব্যে হিংসা-বিদ্বেষ: 45

সালাফদের বক্তব্যে হিংসা-বিদ্বেষ 47

সমাজে হিংসা-বিদ্বেষের প্রভাব: 50

হিংসা-বিদ্বেষের স্বীকার হওয়া ব্যক্তির অবস্থান: 51

হিংসা-বিদ্বেষের চিকিৎসা 58

হিংসুকের অনিষ্ট দূর করার দশটি পদ্ধতি: 63

হিংসা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ ও পরিহারের উপায় (হিংসামুক্ত আত্মা গঠন): 65

হিংসার শিকার হওয়া থেকে বেঁচে থাকার উপায়: 79

উপসংহার: 88

ভূমিকা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَب»َ

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বলেছেন: "তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা হিংসা মানুষের পুণ্যসমূহ (নেক আমল) এভাবে খেয়ে ফেলে (ধ্বংস করে), যেভাবে আগুন লাকড়িকে (খড়কুটোকে) খেয়ে ফেলে।"
[আবু দাউদ, হাদিস নং-৪৯০৩]

আল্লাহ তায়ালা বাহ্যিক আমলসমূহের মাঝে আমাদের উপর কিছু আমল ফরজ করে দিয়েছেন, কিছু ওয়াজিব করে দিয়েছেন। কিছু কাজকে অন্যায়-অপরাধ বলে হুঁশিয়ার করেছেন। তেমনিভাবে আত্মিক আমলসমূহের মাঝেও অনেক ফরজ-ওয়াজিব রয়েছে এবং অনেক কাজ এমন রয়েছে যেগুলো নিষিদ্ধ ও হারাম।

বাহ্যিক কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা যেমন আবশ্যক, আত্মিক গুনাহ ও হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকাও তেমনি আবশ্যক। দুনিয়ার পথে চলতে চলতে হয়তো আমরা এমন অনেক চিন্তা ভাবনা পোষণ করছি, যা আমাদের আত্মাকে কলুষিত করে তুলছে।

যে কয়টি আত্মিক রোগ মানবজীবনে অকল্যাণ ও বিপর্যয় ডেকে আনে বিশেষ করে মানুষের আমল-আখলাক ও পরকালীন জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তন্মধ্যে একটি রোগ হচ্ছে হিংসা-বিদ্বেষ।

হিংসা-বিদ্বেষ মূলত আগুন সদৃশ। আগুন যেমন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়, হিংসাও তেমনি হিংসুকের নেক আমল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। হিংসুক সারাক্ষণ হিংসার আগুনে জ্বলে। প্রজ্বলিত বস্তুটি যেমন আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, বরং জ্বলে পুড়ে ছাই হওয়াই তার পরিণতি হয়। তেমনি হিংসা করা দ্বারা হিংসুকও নিজের নেক আমল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়। পরিণতিতে নিজেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং আমল-বিনাশী এই রোগ থেকে বাঁচা আমাদের প্রত্যেকের অবশ্যকর্তব্য।

হিংসা-বিদ্বেষ পরিচিতি:

হিংসা শব্দটি বাংলা। এর অন্যান্য প্রতিশব্দ হচ্ছে ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা। হিংসার আরবি প্রতিশব্দ الحسد, যার অর্থ-

"অন্যের নিয়ামত নিজে পেতে আকাঙ্খা করা অথবা তা বিলুপ্ত হোক কামনা করা" (মাকতাবা আল ইসলামিয়া, পৃষ্ঠা-১৭৭)

হিংসার হাকিকত হচ্ছে- কোনো ব্যক্তি কাউকে দেখতে পেল, সে কোনো একটি বস্তুর অধিকারী হয়েছে, বস্তুটি পার্থিব হোক কিংবা অপার্থিব তা দ্বিতীয় ব্যক্তির মনে জ্বালা এবং পীড়া সৃষ্টি করল যে, কেন সে এর অধিকারী হলো? আর তার মনে এই আকাঙ্খা জন্মাল যে, বস্তুটি ধ্বংস হয়ে গেলে বা তার থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হলে খুব ভালো হতো, এর নাম হিংসা।

যেমন: আল্লাহ তায়ালা কাউকে ধনসম্পদ দান করেছেন কিংবা কাউকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করেছেন, কাউকে যশ-খ্যাতি ও মান-সম্মানের অধিকারী বানিয়েছেন, কাউকে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী করেছেন। এখন যদি অন্য কারও মনে এই খেয়াল জাগ্রত হয় যে, এই নেয়ামত সে কেন প্রাপ্ত হলো? তার এই নেয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া হলে খুব ভালো হতো। এমনিভাবে সে কোনো বিপদে পড়লে দ্বিতীয় ব্যক্তি খুব আনন্দ অনুভব করে। তার কোনো উন্নতি দেখলে মনঃকষ্টে ভোগে, আফসোস করে যে, কেন সে এগিয়ে গেল? কেন সে উন্নতি করলো?

এরই নাম হিংসা।

হিংসার এই হাকিকত সামনে রেখে চিন্তা করলে দেখা যাবে হিংসাকারী মূলত আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত তাকদীরের উপর অভিযোগ করছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে এই নেয়ামত কেন প্রদান করলেন? আমাকে কেন প্রদান করলেন না? সে আল্লাহ তায়ালার ফয়সালার উপর প্রশ্ন উত্থাপন করে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার উপর অভিযোগ আনছে, তার উপর আপত্তি তুলেছে। এই আকাঙ্খাও করছে, যেন এই নেয়ামত তার থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। অতএব, হিংসার ক্ষতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

হিংসার কারণসমূহ:

১. আল্লাহর বণ্টনে অসন্তুষ্টি:

হিংসুক ব্যক্তি তাকদিরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে না বরং ক্রুদ্ধ থাকে। ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমরা আল্লাহর নেয়ামতের সাথে শত্রুতা রেখো না। বলা হলো, আল্লাহর নেয়ামতের সাথে কে শত্রুতা রাখে? তিনি বলেন, যারা আল্লাহর অনুগ্রহের ব্যাপারে মানুষকে হিংসা করে।(তাফসিরুল কুরতুবি: ১/১৪০৯)

২. একই কাজের প্রতিযোগিতা:

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটাই হিংসা-বিদ্বেষের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন: ব্যবসায়ী ব্যবসায়ীকে হিংসা করবে, কৃষক কৃষককে, আলেম আলেমকে, বক্তা বক্তাকে। খুব কমই দেখা যায় যে, আলেম ডাক্তারকে হিংসা করছে। প্রকৌশলী কৃষককে হিংসা করছে। হ্যাঁ! উদ্দেশ্য ভিন্ন হলে সেটা ভিন্ন কথা।

ইবনু সিরিন রহিমাহুল্লাহ বলেন, দুনিয়ার কোনো বিষয়ে আমি কাউকে হিংসা করিনি কখনো। কেননা যখন কাউকে দুনিয়ার ধনদৌলত দেওয়া হয়, আর তার প্রকৃত গন্তব্য হয় জান্নাত, তাহলে আমি কীভাবে তাকে হিংসা করতে পারি! কারণ এই দুনিয়া জান্নাতের তুলনায় খুবই তুচ্ছ। আর যদি তার গন্তব্য হয় জাহান্নাম, তাহলেও আমি কীভাবে তাকে হিংসা করি, দুনিয়া তো তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করছে।

৩. অহংকার ও আত্ম-অহমিকা:

কোনো ব্যক্তি যদি আত্ম-অহমিকায় লিপ্ত হয়, তবে সে অন্যের চেয়ে নিজেকে নেয়ামতের অধিক উপযুক্ত মনে করে। অন্যকে অনুপযুক্তভাবে বিচার করে। কারণ তার চোখে সে-ই অধিক জ্ঞানী। সে ভুলে যায় যে, রিজিক আল্লাহর পক্ষ থেকে বণ্টিত। রিজিকের ব্যাপারে জ্ঞানের কোনো প্রাধান্য নেই।

৪. কারও সমমর্যাদায় পৌঁছাতে অক্ষমতা:

ইলম, ধনসম্পদ, সভ্যতা, শিষ্টাচার, সম্মান ও মর্যাদা—যদি কোনো হিংসুক এগুলোতে কারও সমমর্যাদায় পৌঁছাতে অক্ষম থাকে, তবে তার প্রতি তার অন্তরে হিংসা জন্ম নেয়।

৫. নেতৃত্বের লোভ:

যদি কোনো ব্যক্তি নেতৃত্বের প্রতি আসক্ত হয়ে ওঠে, নেতৃত্ব লাভের অসুস্থ মানসিকতা লালন করে, তবে সে প্রতিপক্ষকে হিংসার দৃষ্টিতে দেখে। যাদেরকে নেতৃত্বের পথে প্রতিবন্ধক মনে করে, তাদের প্রতি সর্বদা হিংসা পোষণ করে। এজন্য সে একক নেতৃত্ব ভোগের জন্য অপর পক্ষকে ছাঁটাই করার হীন প্রচেষ্টা চালায়।

এই পদ-পদবির লোভই মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালুলকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে শত্রুতা পোষণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল। সে প্রস্তুত ছিল মদিনার নেতা হওয়ার জন্য। পরবর্তী সময়ে যখন মিনা বা মদিনাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন ঘটে, লোকেরা তাকে পরিত্যাগ করল, আর রাসুলের প্রতি ধাবিত হয়ে ভালোবাসায় সিক্ত হলো, তখন আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালুল চরম বিদ্বেষী হয়ে ওঠে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে নানান ষড়যন্ত্রে জড়িত হয়। ইতিহাসের পাতায় তার কলুষকর্ম আজও খুঁজে পাওয়া যায়। যেমনটি পবিত্র কুরআনে ফিরআউনের সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বলা হয়েছে,

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ. فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُون.َ

অর্থ: অতঃপর আমি মূসা ও হারুনকে প্রেরণ করেছিলাম আমার নিদর্শনাবলি ও সুস্পষ্ট সনদসহ। ফেরাউন ও তার অমাত্যদের কাছে। অতঃপর তারা অহংকার করল এবং তারা উদ্ধত সম্প্রদায় ছিল। তারা বলল, আমরা কি আমাদের মতোই এ দুই ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করব; অথচ তাদের সম্প্রদায় আমাদের দাস? (সূরা মুমিনুন:৪৫-৪৭)

এমনিভাবে মক্কার কাফেরগণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি হিংসার কারণ ছিল তাদের অহংকারবোধ। তারা তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে বেড়াত, আবু তালিবের কাছে লালিত-পালিত এই এতিম বাচ্চা না-কি নিজেকে নবী ভাবছে।

কুরআন তাদের সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলে,

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

তারা বলে, কুরআন কেন দুই জনপদের কোনো প্রধান ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হলো না?(সূরা যুখরুফ: ৩১)

৬. হৃদয়ের মন্দত্ব:

কিছু অন্তর এমন রয়েছে, যা কখনোই অন্যের কল্যাণ চায় না। উলটো তার প্রতি অনুগ্রহকারীর অমঙ্গল চেয়ে বেড়ায়; হৃদয়ের কর্দমাক্ততার কারণে। নবিজি বলেন: সর্বোত্তম মানব সে, যার হৃদয় স্বচ্ছ, আত্মা পবিত্র, কারও প্রতি হিংসা বা বিদ্বেষ লালন করে না।

আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো, কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম?

তিনি বলেন, প্রত্যেক বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী সত্যভাষী ব্যক্তি। তারা বলেন, সত্যভাষীকে তো আমরা চিনি, কিন্তু বিশুদ্ধ অন্তরের ব্যক্তি কে? তিনি বলেন: সে হলো পূত-পবিত্র, নিষ্কলুষ চরিত্রের মানুষ, যার কোনো গুনাহ নেই, নেই কোনো দুশমনি, হিংসা-বিদ্বেষ, আত্ম-অহমিকা বা কপটতা।

৭. খ্যাতি হারানোর ভয়:

হিসুংক ব্যক্তি যদি কোনো কিছুর জন্য এতটাই বিখ্যাত হয় যে, লোকেরা তার কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সবার মুখে মুখে তার নাম উচ্চারিত হয়। চতুর্দিকে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর তার সমকক্ষ বা তার চেয়ে বড় কেউ যদি আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে অবশ্যই সে তাকে হিংসা করবে। মনে মনে চাইবে, সে যেন অন্যত্রে চলে যায়। মানুষ যেন তার থেকে দূরে সরে যায়। কারণ হতে পারে তার কারণে তার সম্মান, মর্যাদা, অর্থকড়ি, গুণগান কমে যাবে। যেমনটি ঘটেছে ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ভাইদের বেলায়। তাদের উপর পিতার ভালোবাসা ইউসুফের কারণে কমে যায় কি-না! এই ভয়ে তারা ইউসুফকে হিংসা করত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ

যখন তারা বলল, অবশ্যই ইউসুফ ও তাঁর ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চাইতে অধিক প্রিয়; অথচ আমরা একটা সংহত শক্তি বিশেষ। (সূরা ইউসুফ:০৮)

৮. নিজেই নিজের প্রতি লোকদের হিংসার কারণ:

নিজের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের প্রকাশ করতে গিয়ে অতিরঞ্জন করা। যেমন, অর্থকড়ি, সুস্থতা, মেধা, সৌন্দর্য ইত্যাদি।

হিংসার প্রকার:

হিংসা দুই প্রকার: নিন্দনীয় এবং প্রশংসনীয়।

১. নিন্দনীয় হিংসা (প্রকৃত হিংসা)

নিন্দনীয় হিংসা হলো, অন্যের সুখ, শান্তি ও ধনসম্পদ বিনষ্ট বা ধ্বংস করে নিজে এর মালিক হওয়ার বাসনা করা। এটিকে আরবিতে হাসাদ বা হিংসা বলা হয়। আল্লাহ তাআলা এই হিংসাকে নিন্দা করেছেন। কুরআনে তা হারাম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে উম্মাহকে সতর্ক করেছেন।
আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ

অর্থ: কিতাবিদের অনেকে তাদের প্রতি সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর তারা তাদের অন্তর্হিত বিদ্বেষবশত তোমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপনের পরে অবিশ্বাসী করতে ইচ্ছা করে। (সূরা বাকারা:১০৯)

ইবনু আব্বাস, মুজাহিদ ও অন্য মুফাসসিরগণ বলেন, ইহুদিরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিংসা করার কারণ, তিনি হলেন নবুয়তপ্রাপ্ত। তাই সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও তারা ইমান আনেনি।

২. প্রশংসিত হিংসা (রূপকার্থে)

অপরদিকে প্রশংসিত হিংসা হলো অন্যের নেয়ামত দেখে নিজের জন্য তা আশা করা। তবে তার থেকে ওই নেয়ামত দূর হয়ে যাওয়ার কামনা না করা এবং তা অপছন্দ না করা।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ

“শুধু দুই প্রকারের লোকই হিংসাযোগ্য। (এক) যে লোককে আল্লাহ তাআলা ধনসম্পদ দান করেছেন এবং সে তা হতে দিন-রাত আল্লাহ তাআলার পথে ব্যয় করে। (দুই) যাকে আল্লাহ তাআলা কুরআনের জ্ঞান দিয়েছেন এবং সে দিন-রাত এর বাস্তবায়নে নিযুক্ত থাকে।”

এই প্রশংসিত হিংসাকে বলা হয় ঈর্ষা, প্রতিযোগিতা। কল্যাণকর কাজে এবং পরকাল তালাশে প্রতিযোগিতাকে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে উৎসাহ দিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সুন্নাহে উদ্দীপনা দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

তোমরা অগ্রে ধাবিত হও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যা আকাশ ও পৃথিবীর মতো প্রশস্ত। এটা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারীদের জন্য। এটা আল্লাহর কৃপা, তিনি যাকে ইচ্ছা, এটা দান করেন। আল্লাহ মহান কৃপার অধিকারী। (সূরা হাদিদ:২১)

তিনি আরও বলেন,

وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। (সূরা মুতাফফিফিন:২৬)

হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাবুকের যুদ্ধের প্রাক্কালে) আমাদেরকে দান-খয়রাত করার হুকুম করেন। সৌভাগ্যক্রমে ওই সময় আমার সম্পদও ছিল। আমি (মনে মনে) বললাম, যদি আমি কোনো দিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডিঙাতে পারি, তাহলে আজই সেই সুযোগ। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আমার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে এলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার পরিবার-পরিজনদের জন্য তুমি কী বাকি রেখে এসেছ? আমি বললাম, এর সমপরিমাণ। আর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সমস্ত মাল নিয়ে এলেন। তিনি বললেন, হে আবু বকর! তোমার পরিবার-পরিজনদের জন্য তুমি কী বাকি রেখে এসেছ? তিনি বললেন, তাদের জন্য আল্লাহ ও তার রাসুলকেই রেখে এসেছি। আমি (মনে মনে) বললাম, কখনো আমি কোনো প্রসঙ্গে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডিঙাতে পারব না।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হজরত আবু বকরকে এ কথা বলায় স্পষ্ট হয়েছে যে, তার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ হিংসা ছিল না। কারণ প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি কখনো কাউকে আল্লাহর অনুগ্রহের ব্যাপারে হিংসা করতে পারে না। মুমিন কেবল ঈর্ষা করতে পারে। যার ঈমানে কমতি আছে, সে-ই হিংসার তির নিক্ষেপ করতে জানে।

হিংসা বনাম ঈর্ষা:

কখনও আমাদের এমন হয় যে, অন্য কারও কোনো বস্তু অর্জিত হতে দেখে আমরা মনে মনে আকাঙ্খা করি, যূি এই বস্তুটি আমারও অর্জিত হতো, তা হলে কত ভালো হতো! এটা হাসাদ বা হিংসা নয়, বরং এটা ঈর্ষা। যেমন: কারও একটি ভালো বাড়ি দেখে আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হলো, তার বাড়িটির ন্যায় একটি বাড়ি যদি আমারও হতো, তবে খুব ভালো হতো! কিংবা এরূপ আকাঙ্ক্ষা হলো, তার ন্যায় আমারও যদি চাকরির ব্যবস্থা হয়ে যেত, তবে খুব ভালো হতো। কিংবা এরূপ আকাঙ্ক্ষা হলো, আল্লাহ তায়ালা তাকে যেরূপ জ্ঞান-গরিমার অধিকারী বানিয়েছেন, যদি আমাকেও সেরূপ বানাতেন। এগুলোর হিংসার পর্যায়ে পড়ে না। এগুলো হলো ঈর্ষা। এরূপ আকাঙ্ক্ষা করতে কোনো ক্ষতি বা গুনাহ নেই। কিন্তু যখনই অন্যের অর্জিত বস্তু নষ্ট হওয়ার বা ধ্বংস হওয়ার আকাঙ্ক্ষা মনে জাগ্রত হবে, তখনই সেটা হাসাদ বা হিংসার পর্যায়ে চলে যাবে।

তবে অধিক ঈর্ষা করাও ভালো নয়। কেননা এই ধরনের কল্পনা বেশি বেশি করার দ্বারা শেষ পর্যন্ত হিংসার পর্যায়ে চলে যায়।

সুতরাং যদি দুনিয়ার ধন-সম্পদের কারণে কারও উপর ঈর্ষা হয়, তাহলে সেটাও ভালো নয়। কারণ এই ঈর্ষা কখনও কখনও মনে সম্পদের লোভ সৃষ্টি করে এবং এক পর্যায়ে তা হিংসায় পরিণত হয়।

অন্যদিকে, দ্বীন-ধর্মের ব্যাপারে ঈর্ষা প্রশংসনীয়। ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে মারফূ হিসেবে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘‘কেবল দু’জন ব্যক্তি ঈর্ষার পাত্র। সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তাকে তা সৎপথে ব্যয় করার শক্তিও দিয়েছেন। আর সেই লোক যাকে আল্লাহ জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন, যার বদৌলতে সে বিচার-ফায়সালা করে থাকে ও তা অপরকে শিক্ষা দেয়।’’

সুতরাং দ্বীনের ব্যাপারে কারও উপর ঈর্ষা করা যে, অমুক ব্যক্তি আমার তুলনায় দ্বীনদারীতে অগ্রগামী হয়ে গেলো, এ ধরণের ঈর্ষা ভালো এবং প্রশংসনীয়।

হিংসার স্তর:

হিংসার তিন স্তর:

১. প্রথম স্তর: এই খেয়াল জাগ্রত হওয়া যে, অমুক নেয়ামত আমারও অর্জিত হোক। যদি তা অপরজনের নিকট থাকাবস্থায় অর্জিত হওয়ার কল্পনা হয়, তা হলে তা ভালো এবং এটা ঈর্ষা।

তারটা ধ্বংস হোক এবং আমার অর্জিত হোক, এরূপ কল্পনা মনে আসলে তা হবে হিংসার প্রথম স্তর।

২. দ্বিতীয় স্তর: যে নেয়ামত তার অর্জিত হয়েছে সেটা ধ্বংস হোক তারপর আমার অর্জিত হোক। অর্থাৎ প্রথমে অন্যের নেয়ামতের ধ্বংস কামনা করা এবং পরে তা নিজের অর্জিত হওয়ার কামনা করা, এটা হিংসার দ্বিতীয় স্তর।

৩. তৃতীয় স্তর: মনে এই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়া যে, কীভাবে তার এই সকল নেয়ামত ধ্বংস করা যায় এবং এই নেয়ামতের কারণে সে যে অবস্থানে পৌঁছেছে, তা কীভাবে নষ্ট করা যায় তার পরিকল্পনা করা। পরবর্তী সময়ে সেই নেয়ামত হিংসাকারীর অর্জিত হোক বা না হোক। এটা হলো হিংসার সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং সর্বনিম্ন স্তর। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে এর থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

হিংসুকের স্বরূপ

১. অন্যের নেয়ামতের ধ্বংস কামনা:

হিংসুক চায় অন্যের নেয়ামতটা চলে যাক। অন্য কেউ তার সমান কিংবা তার চেয়ে উন্নত বা তার চেয়ে বেশি সম্মানিত ও মর্যাদার অধিকারী হতে পারবে না। সে চায় না কেউ তার সমান হোক বা তার চেয়ে বড় হোক। অন্য কাউকে ভালো অবস্থানে থাকতে দেখলে বা ভালো অবস্থানে যেতে দেখলে হিংসুকের মনে জ্বালা শুরু হয়। কেউ তার সমান হয়ে যাচ্ছে বা আলাদা মর্যাদা পাচ্ছে—এটা তার সহ্য হয় না। সে রাগে ফুঁসতে থাকে এবং কামনা করতে থাকে তার নেয়ামতটা যাতে চলে যায়। এ জন্য সে বিভিন্ন ধরনের তৎপরতাও চালায় এবং অন্যের উন্নতি বাধাগ্রস্ত করতে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চেষ্টা চালায়। এদের অপতৎপরতা ও হীন চরিত্রের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۖ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَّهُمْ فَرِحُونَ

অর্থ : যদি আপনার কোনো মঙ্গল হয় তাহলে তারা দুঃখিত হয়। আর যদি আপনার কোনো বিপদ হয় তাহলে তারা খুশি হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয় আর বলতে থাকে- ভালো হয়েছে, আমরা আগেই আমাদের ব্যাপার ঠিক করে নিয়েছিলাম। (আত্-তাওবা- ৫০)

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন-

إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

অর্থ : তোমাদের কিছু মঙ্গল হলে তাদের কাছে খারাপ লাগে। আর তোমাদের উপর কোনো বিপদ এলে তারা খুশি হয়। যদি তোমরা সবর কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তাহলে তাদের কোনো ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এরা যা কিছু করছে আল্লাহ তা ঘিরে রেখেছেন। (আল- ইমরান- ১২০)

২. আত্মকেন্দ্রিক ভাবনা

হিংসুক সব সময় আত্ম কেন্দ্রিক হয়। নিজের বাইরে অন্য কেউ নেয়ামত পাক তা সে কামনা করে না। অন্যের নেয়ামত তার চক্ষুশূল। এ কারণে হিংসুক থাকে সর্বদা অতৃপ্ত। অথচ আল্লাহর নেয়ামত বণ্টনে বাধা দিবার কোনো কুদরত হিংসুকের হাতে নেই। তাই

ছটফট করে অতৃপ্ত মনে অন্তর্জ্বালা নিয়ে জীবন-যাপন করা ছাড়া তার অন্য কোন উপায় থাকে না।

৩. নির্দয়, নিষ্ঠুর ও হিংস্র আচরণ

হিংসুক হিংসা-বিদ্বেষের কারণে নির্দয়, নিষ্ঠুর ও হিংস্র হয়ে উঠে। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে নেয়ামত প্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রতিপক্ষ ভেবে তার থেকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগে। ইউসুফ (আ.) এর ভাইয়েরা নিজেদের হিংসা চরিতার্থ করতেই ইউসুফ (আ.) এর সাথে নির্দয়, নিষ্ঠুর, হিংস্র ও প্রতিশোধমূলক আচরণ করেছিল। আল কুরআনের সূরা ইউসুফের ৮-১০ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আ.) এর ভাইদের শলা-পরামর্শ উল্লেখ করে বলেন-

إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ
قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ

অর্থ : "যখন তারা (ভাইয়েরা) বলল, ইউসুফ এবং তার (ছোট) ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চেয়ে অধিকতর প্রিয় অথচ আমরা একটা সংহত শক্তি বিশেষ। নিশ্চয়ই আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছেন। ইউসুফকে হত্যা কর কিংবা অন্য কোন স্থানে তাকে ফেলে আস। এতে করে তোমাদের প্রতিই তোমাদের পিতার মনোযোগ আকৃষ্ট হবে এবং এরপর তোমরা যোগ্য বিবেচিত হবে। এ কথার পর তাদের একজন বলল, ইউসুফকে মেরে ফেল না। যদি কিছু করতে চাও তা হলে তাকে কোনো গভীর কুয়ায় ফেলে দাও, কোনো কাফেলা হয়তো তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে।" (সূরা ইউসুফ- ৮-১০)
হিংসুক ভাইয়েরা ইউসুফ (আ.) কে তাদের পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে চোখের আড়াল করতে চেয়েছিল যাতে পিতার পূর্ণ মনোযোগ তারা পায় কিন্তু তাদের কূটকৌশল ইউসুফ (আ.) থেকে পিতার মনোযোগ বিন্দুমাত্র সরাতে ও কমাতে পারেনি।

আদম (আ.) এর প্রথম দুই পুত্র সন্তানের একজন হিংসার কারণে আপন ভাইকে হত্যা করল অথচ হত্যার শিকার ভাইটি ছিল নির্দোষ ও মুত্তাকী। আদম (আ.) এর শরীয়ত অনুযায়ী সুন্দরী বোনের অধিকারী হওয়াই ছিল তার অপরাধ। তার থেকে এ নিয়ামত অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেয়াই ছিল অপরাধী হিংসুক ভাইয়ের উদ্দেশ্য। যখন তাতে সফল হলো না তখন তার চোখের সামনে থেকে ভাইকে সরিয়ে দিতেই তাকে নির্দয়-নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল।

এ ঘটনা আল্লাহ তা'আলা সূরা মায়েদার ২৭-৩০ নং আয়াতসমূহে বর্ণনা করেন এভাবে-

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴿٢٧﴾
لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾
إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴿٢٩﴾
فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴿٣٠﴾

অর্থ : তাদেরকেই আদমের দুই ছেলের কাহিনীটি সঠিকভাবে শুনিয়ে দিন। যখন দুজনে কুরবানী করল, তখন একজনের কুরবানী কবুল হলো, অপর জনেরটি কবুল হলো না। সে বলল, আমি তোমাকে মেরে ফেলব। সে বলল, আল্লাহ তো মুত্তাকীদেরই কুরবানী কবুল করেন।

যদি তুমি আমাকে মারার জন্য আমার উপর হাত তোল, (তবুও) আমি তোমাকে মারার জন্য হাত তুলব না। আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করি। আমি চাই, আমার ও তোমার গুনাহ তুমিই নিয়ে নাও এবং দোযখবাসী হয়েই থাক। জালিমদের জুলুমের এটাই উপযুক্ত বদলা।

অবশেষে, তার নফ্স তার ভাইয়ের হত্যার দিকেই ধাবিত করল এবং সে তাকে হত্যা করল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল।" (আল মায়েদা- ২৭-৩০)

৪. অপরের অর্জন বিনষ্টে অপতৎপরতায় লিপ্ত:

হিংসুক যেহেতু নিজেকে ছাড়া অন্য কারো নেয়ামত, সম্মান-মর্যাদা, ভালো গুণ ও কল্যাণ সহ্য করতে পারে না। তাই সে সর্বদা এমন অপ-তৎপরতায় লিপ্ত হয় যাতে অপরের অর্জন বিনষ্ট হয়ে যায়।

এ উদ্দেশ্যে সে অপরের সম্মান-মর্যাদা পদ দলিত করা, পরনিন্দা করা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও কটাক্ষ করা, সামনে পিছনে মুখে কুৎসা রটানো, অঙ্গভঙ্গি দ্বারা উপহাস করা, কথায় ও ইঙ্গিতে ব্যঙ্গ করা অথবা উপাধি ও প্রতীকগুলোকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা' ইত্যাদি তার নিত্য অভ্যাসে পরিণত হয়।

এ ধরনের লোকদের বৈশিষ্ট্য ও পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿٢﴾ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿٣﴾ كَلَّا ۖ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ﴿٤﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ﴿٥﴾ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ﴿٦﴾ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ﴿٧﴾ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ﴿٨﴾ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ﴿٩﴾

অর্থ :

১. দুর্ভোগ রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে (সামনে পেছনে মানুষদের) নিন্দা করে।

২. যে সম্পদ জমা করে ও তা গুণে গুণে রাখে।

৩. সে মনে করে তার এ সম্পদ তাকে (এ দুনিয়ায়) স্থায়ী করে রাখবে।

৪. কখনো নয়! অবশ্যই এমন জায়গায় তাকে ফেলে দেয়া হবে যা ভেঙে টুকরো টুকরো করে।

৫. সে টুকরো টুকরো করার জায়গাটি সম্পর্কে তুমি কী জান?

৬-৭. (সেটা) আল্লাহর আগুন (যাকে) বেশি করে জ্বালানো হয়েছে; যা অন্তর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছাবে।

৮. নিশ্চয়ই (এ আগুনকে) তাদের উপর ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হবে।

৯. (এ অবস্থায়) তারা উঁচু উঁচু খামে (ঘেরাও হয়ে থাকবে)।

(হুমাযাহ- ১-৯)

৫. অস্থির চিত্ত

হিংসুক হয় অস্থির চিত্তের অধিকারী। মানসিক প্রশান্তি ও স্থিতিশীলতা তার থাকে না। সে হয় অনেকটা মানসিক ভারসাম্যহীন, সংকীর্ণমনা, হীন ও নীচ মানসিকতার এবং কৃপণ। ভালো অবস্থায় অতি আনন্দে বেসামাল হয়ে পড়ে এবং মন্দ অবস্থায় অতি দুঃখে হতাশায় আক্রান্ত হয়। তার হৃদয়ের সংকীর্ণতার কারণে নিজেকে হিরো মনে করে এবং খামখেয়ালি কাজ করে বসে। কিন্তু সত্যিকার ধৈর্যশীল, নেক আমলকারী, স্থায়ীভাবে সালাত আদায়কারী, উদার হৃদয়ের অধিকারী মু'মিন ব্যক্তিগণ উপর্যুক্ত দোষে দুষ্ট নন। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ থেকে এর যথার্থতা পাওয়া যাবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ ﴿٩﴾ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۚ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿١٠﴾ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١﴾

অর্থ : “যদি কোনো সময় আমি মানুষকে রহমতের মজা ভোগ করার পর তা থেকে বঞ্চিত করে দেই, তখন সে হতাশ হয় এবং না শুকরি করতে থাকে। আর তার উপরে আসা বিপদের পর যদি আমি তাকে নেয়ামত ভোগ করাই তা হলে সে বলে যে,

আমারতো সব বিপদ চলে গেছে। তখন সে খুশিতে ফুলে যায় এবং গর্বে ফেটে পড়ে। এ দোষ থেকে শুধু তারাই বেঁচে আছে, যারা সবর করে এবং নেক আমল করে। তারা এমন, যাদের জন্য ক্ষমা ও বড় পুরস্কার রয়েছে। (হুদ- ৯-১১)
সূরা হা-মীম আস সাজদাহ্ এর ৪৯-৫০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন-

لَّا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ۝
وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝

অর্থ : মানুষ কখনো কল্যাণ কামনায় ক্লান্ত হয় না। আর যখন কোনো অমঙ্গল তার উপর এসে যায়, তখন হতাশ ও নিরাশ হয়ে যায়। বিপদাপদ স্পর্শ করার পর আমি যদি তাকে আমার অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, তখন সে বলতে থাকে এটাতো আমারই প্রাপ্য। আমি মনে করি না যে, কেয়ামত কখনো আসবে। তবে যদি সত্যিই আমাকে আমার রবের কাছে ফিরিয়ে নেয়া হয়, তখন অবশ্যই তার কাছেও আমার জন্য কল্যাণই থাকবে। অথচ যারা কাফির তাদেরকে আমি নিশ্চয়ই জানিয়ে দেবো। তারা কি কাজ করে এসেছে। আর তাদেরকে অবশ্যই আমি আস্বাদন করাবো কঠিন শাস্তি।
(হা-মীম আস্ সাজদাহ্: ৪৯-৫০)

কোনো কিছু হারিয়ে বেদনা কাতর ও কোনো কিছু লাভে অতি উৎসাহী না হয়ে স্থিতিশীল থাকাই আল্লাহর বান্দাদের বৈশিষ্ট্য। না পেয়ে হতাশায় অস্থির হওয়া, পেয়ে অতি উৎসাহী হয়ে খাম-খেয়ালী কাজ করা ও গর্বে ফেটে পড়া ভারসাম্যপূর্ণ মানুষের কাজ নয়।
যারা হীন ও নিচু মানসিকতা পোষণ করে এবং অন্তরের সংকীর্ণতায় ভোগে তারা তাকওয়া অবলম্বনে, আল্লাহর কথা শ্রবণে ও আনুগত্যে শিথিলতা প্রদর্শন করে এবং নেকের কাজে খরচ করতে চায় না। ছোট মনের এ মানুষগুলো আল্লাহর ভাষা অনুযায়ী ব্যর্থ।
পক্ষান্তরে, যারা অন্তরের সংকীর্ণতা থেকে বেঁচে আছে তারাই সফলকাম। আল্লাহ বলেন,
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

অর্থ : তাই তোমাদের সাধ্যানুযায়ী তাকওয়া অবলম্বন কর, শোনো ও আনুগত্য কর এবং সম্পদ (আল্লাহর পথে) খরচ কর। এটা তোমাদের জন্যই ভালো। যারা অন্তরের সংকীর্ণতা থেকে বেঁচে আছে তারাই সফলকাম।
(সূরা তাগাবুন: ১৬)

৬. বৈধ উপায়ে নেয়ামত অর্জনের চেষ্টা না করা:

হিংসুক নেয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে হিংসা করে কিন্তু নেয়ামত অর্জনের জন্য বৈধভাবে নেক উপায়ে চেষ্টা করে না। মানুষ শুধু দুনিয়াবি সম্পদ, সম্মান, যশ-খ্যাতি, পদ-পদবির ক্ষেত্রেই একে অপরকে হিংসা করে; নেকের কাজ এবং পরকালীন কল্যাণ হয় এমন কাজে হিংসা করে তা অর্জন করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না। যেমন- সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে, সিয়াম পালনের ক্ষেত্রে, ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে, দান-সাদাকাহ করার ক্ষেত্রে, সৎ গুণাবলি অর্জনের ক্ষেত্রে। আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ আল্লাহর নেয়ামত প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নেক আমলের সম-মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন এবং তা অর্জনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতেন। উমার ইবনু মাইমুন (রা.) বলেছেন,

"মুসা (আ.) এক ব্যক্তিকে আল্লাহর আরশের কাছে দেখে ঈর্ষা করলেন। ঐ ব্যক্তির এরূপ মর্যাদার কারণ জিজ্ঞেস করলে তাকে জানানো হলো, আল্লাহ অন্যান্য মানুষকে যে নেয়ামত দিয়েছেন তা নিয়ে সে হিংসা করে না। দুর্বিষহ গুজব রটিয়ে বেড়ায় না, বাবা-মাকে অমান্য করে না।"

হিংসুক আল্লাহর ফয়সালার উপর অসন্তুষ্ট থাকে। আল্লাহ বান্দার জন্য যে নেয়ামত বণ্টন করেছেন, তা অপছন্দ করে ও ধ্বংস কামনা করে।

৭.অপরকে স্বীকৃতি দানে কৃপণতা:

হিংসুক অপরের ভালো কাজের স্বীকৃতি দিতে কৃপণতা করে। সে মনে করে অপরকে স্বীকৃতি দিলে নিজের মর্যাদা কমে যায়। অপরের কাজে ভুল খোঁজা তার আরেকটি স্বভাব। অপরের খুঁত ধরতে পারলে আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। খুঁত খুঁতে স্বভাবটা তাকে কোনো বিষয়ে পরিপূর্ণ আস্থা আনতে দেয় না। হিংসা তাকে অপরের প্রতি সম্মানবোধ, আস্থাবোধ থেকে দূরে রাখে। তাই সে কাউকে প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হয়, মানসিক বাধাগ্রস্থ হয় এবং আস্থাহীনতায় ভোগে।

এমনকি অনেক সময় হিংসার আগুনে পুড়ে কারো প্রাণ, সম্পদ ও সম্মান মর্যাদার উপর আঘাত করে বসে। অথচ ইসলাম এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের প্রাণ, সম্পদ ও সম্মান মর্যাদার উপর আঘাত করাকে হারাম ঘোষণা করেছে।

রাসূল ﷺ বলেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَاهُنَا. وَيُشِيرُ إلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ. بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ" (الصحيح البخاري والصحيح المسلم(

অর্থ : "তোমরা পরস্পরে হিংসা করবে না, দালালি করে দাম বৃদ্ধি করবে না, পরস্পরে বিদ্বেষ পোষণ করবে না। পরস্পর শত্রুতা ও বিচ্ছিন্নতায় লিপ্ত হয়ো না, এক জনের ক্রয়-বিক্রয় প্রক্রিয়া চলাকালে অন্য জন দামাদামি বা ক্রয়-বিক্রয় করবে না। আল্লাহর বান্দারা, তোমরা সবাই পরস্পর ভাই হয়ে যাও।"

"একজন মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই। সে তাকে অত্যাচার করে না, তাকে বিপদে একা ছেড়ে দেয় না, তাকে মিথ্যাচারোপ করে না, তাকে অবজ্ঞা করে না। তাকওয়া হচ্ছে এখানে। এ কথা বলে তিনি নিজের বুকের দিকে তিন বার ইঙ্গিত করেন। এক জন মানুষের জন্য কঠিনতম অন্যায় হচ্ছে তার অপর মুসলিম ভাইকে অবজ্ঞা করা। এক জন মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের প্রাণ, সম্পদ ও সম্মান সবই হারাম।" (বুখারী ৫/২২৫৩ ও ২৩৫৬, মুসলিম ৪/১৯৮৩ ও ১৯৮৬)

৮. নিচু ও হীন মানসিকতার পরিচয়

হিংসুক অতি নীচ ও হীন মানসিকতার হয়। তার মন হয় খুবই সংকীর্ণ। অন্য কারো ভালো বা কৃতিত্ব সহ্য করার ঔদার্য তার মধ্যে থাকে অনুপস্থিত। তার সামনে অন্য কারো প্রশংসা করা হলে সে বিধিয়ে ওঠে এবং প্রশংসিত ব্যক্তির ব্যাপারে কটূক্তিপরায়ণ হয়ে ওঠে। মানসিক স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্যের দৈন্যতার দরুণ অনেকটা বেসামাল হয়ে পড়ে।

৯. আত্ম-সমালোচনা বিমুখ ও পর-সমালোচনা মুখর

একজন হিংসুক আত্মকেন্দ্রিক হওয়ার কারণে বা নিজেকে নিয়ে তুষ্ট ও ব্যস্ত থাকার কারণে কখনো আত্ম-সমালোচনা করেন না। নিজের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেন না। আত্ম-সমালোচনা বিমুখতাই তাকে পর সমালোচনায় উদ্বুদ্ধ করে। পর সমালোচনায় তিনি সর্বদা মুখর থাকেন।

অথচ আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসের শেষাংশে রাসূল ﷺ বলেছেন, "তুমি নিজের সম্পর্কে যা জান, তাই অপরের সমালোচনা থেকে তোমাকে বিরত রাখবে।" অর্থাৎ আত্ম-সমালোচনাই অপরের সমালোচনা মুখর হওয়ার ক্ষেত্রে বাঁধা প্রদান করবে।

পূর্ণাঙ্গ হাদিসটি নিম্নরূপ:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُوْلِهِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوْصِنِيْ قَالَ أُوصِيْكَ بِتَقْوَى اللهِ فَإِنَّهُ يُزَيِّنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ قُلْتُ زِدْنِيْ قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُوْرٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ قُلْتُ زِدْنِيْ قَالَ عَلَيْكَ بِطُوْلِ الصَّمْتِ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنٌ لَكَ عَلَى أَمْرِ دِيْنِكَ قُلْتُ زِدْنِيْ قَالَ إِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضَّحِكِ فَإِنَّهُ يُمِيْتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُوْرِ الْوَجْهِ قُلْتُ زِدْنِيْ قَالَ قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا قُلْتُ زِدْنِيْ قَالَ لَا تَخَفْ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ قُلْتُ زِدْنِيْ قَالَ لِيَحْجُزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِك.

)بيهقى شعب الايمان(

অর্থ : হযরত আবু যর গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি একদিন রাসূল ﷺ এর খেদমতে হাজির হয়েছিলাম। অতঃপর একটি দীর্ঘ হাদিস বর্ণনা করা হয় (দীর্ঘ হাদিসটি এখানে বর্ণিত হয়নি) এ প্রসঙ্গে হযরত আবু যর (রা.) বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে উপদেশ দিন। রাসূল ﷺ বলেন, আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি; তুমি আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। কেননা, তা তোমার সব কাজকে সুন্দর, সুষ্ঠু ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করবে। আবু যর বলেন, আমি আরো উপদেশ দিতে বললাম, তখন রাসূল ﷺ বললেন, তুমি কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করবে এবং আল্লাহকে সব সময় স্মরণ রাখবে। কেননা, এ তিলাওয়াত ও আল্লাহর স্মরণের ফলেই আকাশরাজ্যে তোমার উল্লেখ করা হবে এবং এ জমিনেও তা তোমার জন্য আলোক বর্তিকা হবে।

আবু যর আবার বললেন, আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি বললেন, বেশির ভাগ চুপচাপ থাকা ও যথাসম্ভব কম কথা বলার অভ্যাস কর। কেননা, এ অভ্যাস শয়তান বিতাড়নের কারণ হবে ও দ্বীনের ব্যাপারে তোমার সহায় হবে। আবু যর বলেন, আমি বললাম আমাকে আরো উপদেশ দিন। রাসূল ﷺ বলেন, বেশি হেসো না, কেননা বেশি

হাসি অন্তরকে হত্যা করে। মুখমণ্ডলের জ্যোতি বিলীন হয়ে যায়। আমি বললাম আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি বললেন, সব সময় হক কথা বলবে- লোকদের পক্ষে তা যতই দুঃসহ ও তিক্ত হোক না কেন। আমি বললাম আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আল্লাহর ব্যাপারে কোনো উৎপীড়কের উৎপীড়নকে আদৌ ভয় করবে না। আমি বললাম আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি বললেন, তোমার নিজের সম্পর্কে তুমি যা জান, তা যেন তোমাকে অপর লোকদের দোষ-ত্রুটি সন্ধানের কাজ হতে (অপরের সমালোচনা হতে) বিরত রাখে। (বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান)

১০. বেপরোয়া ও ষড়যন্ত্রলিপ্সু:

হিংসুক যাকে হিংসা করেন তিনি যদি হিংসুককে এড়িয়ে চলেন বা উপেক্ষা করে চলেন তাহলে হিংসুক আরো ক্ষিপ্ত ও ক্রুদ্ধ হন। তিনি মনে করেন তাকে অবজ্ঞা বা অপমানিত করা হচ্ছে। ফলে হিংসুক আরো বেপরোয়া হয়ে নতুন নতুন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হিংসা ছড়ানোর কাজে লিপ্ত থাকেন। হিংসার বলয় থেকে বের হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় না। অবশেষে, হিংসার আগুনে জ্বলে-পুড়েই নিজেকে শেষ করেন। হিংসার শিকার ব্যক্তিটি কিন্তু হিংসুককে অবজ্ঞা বা অপমানিত করার জন্য উপেক্ষানীতি বা এড়িয়ে চলানীতি অবলম্বন করেননি বরং তার হিংসা থেকে বেঁচে থাকার জন্যই তাকে উপেক্ষা করেন বা এড়িয়ে চলেন।

১১. অপরকে দায়ী করার মানসিকতা

হিংসুক কোনো সংকটে পড়লে, বা কোনো সমস্যায় পড়লে কিংবা নিজের সীমাবদ্ধতা ও অযোগ্যতার কারণে অগ্রসর হতে না পারলে, নিজের উন্নতি বিধান করতে সক্ষম না হলে সে জন্য নিজেকে দায়ী মনে না করে অন্যকে দায়ী করে থাকে। সে মনে করে তার অনগ্রসরতা ও অনুন্নতির জন্য কেউ ষড়যন্ত্র করছে। যাদের সাথে তার হিংসা আছে; যুক্তিহীন, ভিত্তিহীন ও অমূলকভাবে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে থাকে। ষড়যন্ত্রের পেছনে তার হিংসাত্মক মনোভাবই প্রধানতম ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য ও প্রমাণের তোয়াক্কা সে করে না। মানসিক দৈন্যতা ও সন্দেহ প্রবণতাই তার অনুপ্রেরণা। নিজের অন্যায়ের দোষ চাপায় সে যাকে হিংসা করছে তার উপর।

১২. অতি স্বার্থপরতা:

একজন হিংসুক অতি স্বার্থপর হয়ে থাকেন। নিজের স্বার্থ সংরক্ষণকারীকে কখনো কখনো স্বার্থপর বলা হয় না। নিজের পাওনা ও অধিকার পেতে চাওয়া বা কামনা করা স্বার্থপরতা নয়। স্বার্থপরতা হচ্ছে— অপরকে অধিকার বঞ্চিত করে নিজে পেতে চাওয়া, কিংবা অন্য কেউ না পাক আমি পাই এ ধরণের মনোভাব পোষণ করা। অথবা অন্যের অধিকারকে পশ্চাতে ঠেলে দিয়ে নিজের অধিকারকে অগ্রাধিকার দেয়া।

হিংসুক ব্যক্তি নিজের চেয়ে অন্য কেউ উন্নত বা ভালো অবস্থায় থাকুক তা কল্পনাই করতে পারে না। তাই সে নিজের স্বার্থ ছাড়া অন্যের স্বার্থের বিরোধী হয়ে ওঠে। বাঁধা দান করে ও বঞ্চিত করে অপরের স্বার্থকে। সকলকে বঞ্চিত করে হলেও নিজেই পেতে চায়। তখনই সে হয়ে ওঠে স্বার্থপর-অতি স্বার্থপর। স্বার্থপরতা শব্দটির মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা'র অর্থ নিহিত রয়েছে। যে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে বোঝে না।

নিজের জয়গান পেতে, ধন-সম্পদ ও সুযোগ সুবিধা পেতে এবং আত্ম-প্রাসাদে তুষ্ট হওয়া কেন্দ্রিক তার জীবন আবর্তিত হয়। আর এ সব লাভ করার জন্য সে এতটাই বেসামাল ও উন্মত্ত হয়ে ওঠে যে, শত্রুর সাথে আঁতাত করে আপনজনকে বিসর্জন দিতে একটুও কুণ্ঠিত হয় না।

১৩. কৃত্রিমতা দিয়ে প্রকৃতরূপ লুকানোর চেষ্টা:

হিংসুক নিজের হিংসাকে ঢাকার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, কিন্তু মানসিক সংকীর্ণতা, ভাষাগত দৈন্যতা, উদারতার অভাব, কটূক্তি পরায়ণতা, তিরিক্ষে মেজাজ, চেহারার অসংলগ্নতা ও বেসামাল ব্যবহারের কারণে শত লুকানোর চেষ্টা করলেও হিংসা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। শাক দিয়ে যেমন মাছ ঢাকা যায় না তেমনি কৃত্রিমতা দিয়ে আসল রূপ ঢাকা সম্ভব হয় না। সত্যকে মিথ্যা দিয়ে কখনোই ঢাকা যায় না।

যদিও মিথ্যার ধ্বজাধারীরা একটি সত্যকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য হাজারো মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন; কূট কৌশলের আশ্রয় নেন। এক পর্যায়ে মিথ্যা ও কূট কৌশল স্বতঃই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সময়ের ব্যবধানে আপন সঙ্গী-সাথী ও অনুসারীদের কাছে লাঞ্ছিত হন। জীবনের তরে আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে ইতর জীবন যাপন করেন।

১৪. অন্যের ক্ষতিতে আনন্দ প্রকাশ:

হিংসুক অন্যের ক্ষতি দেখলে খুশি হয়। নিজে ভালো কিছু করতে না পারার গ্লানি হিংসা দিয়ে ঘোচাতে চায়। অন্যের কৃত ভালো কাজের মোকাবেলা করার যোগ্যতা ও সৎ সাহস না থাকার কারণে হিংসাই হয় নিজেকে ও সাঙ্গ-পাঙ্গকে প্রবোধ দেয়ার একমাত্র অবলম্বন। হিংসাই যেন তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, সোজা হয়ে দাঁড়াবার মেরুদণ্ড।

১৫. সব কিছুকে নিজের অধিকার মনে করা:

হিংসুক মনে করে যা নিয়ে সে হিংসা করছে তা পাওয়া তারই অধিকার। তাকে বঞ্চিত করে অন্যকে তা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সে মনে করে অন্যের কারণে তার অধিকার নষ্ট হয়েছে বা তাকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সেটা দায়-দায়িত্ব, পদ-পদবী, সম্মান-মর্যাদা, আদর-আপ্যায়ন কিংবা অন্য যেকোনো ক্ষেত্রে হোক না কেন।
যেমন মক্কার কাফের গোষ্ঠী মনে করত আল কুরআন মুহাম্মদ ﷺ এর উপর অবতীর্ণ করে মক্কার ও তায়েফের সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত ব্যক্তিদের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। আল কুরআন পাওয়ার অধিকার তাদেরই সম্ভ্রান্ত কারো ছিল। এ কারণে তারা মহানবি মুহাম্মদ ﷺ কে সহ্য করতে পারত না। নিতান্ত হিংসার বশবর্তী হয়েই তারা মুহাম্মদ ﷺ এর বিরোধিতা করত।
তারা বলত-

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

অর্থ : তারা বলে দুটি শহরের (মক্কা ও তায়েফের) বড় লোকদের কারো উপর এ কুরআন নাজিল হলো না কেন? (সূরা যুখরুফ- ৩১)
আবু জাহল, আবু লাহাবরা রাসূলের কারণে নেতৃত্ব ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, এ বদ্ধমূল ধারণা থেকেই রাসূলকে সর্বান্তকরণে হিংসা করত। শয়তান মনে করত সম্মান পাওয়া তারই অধিকার ছিল। আদম (আ.) কে সম্মানিত করে তাকে অধিকার বঞ্চিত করা হয়েছে। সে আদম (আ.) থেকে উত্তম। তাই শয়তান আদম (আ.) কে সহ্য করতে পারেনি। হিংসায়, রাগে-ক্ষোভে আদম (আ.) ও তার বংশধরদের চিরস্থায়ী শত্রু হয়ে গেল।
ইবলিস নিজেকে যোগ্য দাবি করে আদম (আ.) এর প্রতি শ্লেষাত্মক ভাষা ব্যবহার করে নিজের হিংসার জ্বালা যেভাবে প্রকাশ করেছে আল্লাহ তা চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا

قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا

অর্থ : (ঐ ঘটনা স্মরণ কর) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সিজদাহ্ কর, তখন ইবলিস ছাড়া সবাই সিজদাহ্ করল। সে বলল, যাকে তুমি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছ আমি কী তাকে সিজদাহ্ করব? সে আরো বলল, তুমি ভেবে দেখেছ কী? সেকি এমন যোগ্য ছিল যে, আমার উপর তুমি তাকে সম্মান দিয়েছ? যদি তুমি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত আমাকে সময় দাও তা হলে অল্প কিছু লোক ছাড়া আদমের গোটা বংশকে মূল থেকে উপড়িয়ে ফেলব। (সূরা বনী ইসরাইল: ৬১-৬২)

ইবলিসের দাম্ভিকতাপূর্ণ বক্তব্য, আদম (আ.) ও তার বংশধরদের সাথে তার হিংসা ও শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ।

আবার, মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মনে করত মদীনার নেতৃত্ব দেয়ার জন্য সেই যোগ্য ছিল আর এটা তার অধিকারও বটে। কিন্তু রাসূল ﷺ এর আগমনের কারণে তার এ অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে। তার নেতৃত্ব রাসূলের কাছে চলে গিয়েছে। এ জন্য সে উপরে উপরে রাসূলের নেতৃত্ব মেনে নেয়ার ভান করলেও গোপনে রাসূলকে হিংসা করত এবং তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত। মদীনার ইহুদী ও মক্কার কুরাইশদের সাথে গোপন আঁতাত করে রাসূলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিত এবং তার হিংসার ঝাল মেটাত। তার হিংসার বিষয়টি নানা অজুহাতে চাপা দেয়ার চেষ্টা করলেও তা চাপা থাকত না। তার ভাষা ও কাজে কোনো না কোনোভাবে প্রকাশ পেয়ে যেত। রাসূল ﷺ ও সাহাবাদের বুঝতে মোটেও অসুবিধা হতো না।

বনু আল-মুস্তালিক মতান্তরে তাবুক যুদ্ধের এক পর্যায়ে উট-ঘোড়ার পানি পান করানোকে কেন্দ্র করে একজন আনসার ও একজন মুহাজির ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া হয়। এ ঝগড়ার এক পর্যায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই রাসূল ﷺ ও মুহাজিরদের প্রতি ইঙ্গিত করে মন্তব্য করে- "মদীনায় পৌঁছাতে পারলে আমরা অভিজাতরা এই ইতরদেরকে বের করে দেব।"

তার এ কথার মাধ্যমে রাসূল ﷺ ও মুহাজিরদের প্রতি তার অন্তরের হিংসার জ্বালা কত তীব্র তা অনুমান করা যায়। তার এ ধরণের ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্য ও তার জবাব স্বয়ং আল্লাহ আল কুরআনে তুলে ধরেছেন। মহান আল্লাহ বলেন-

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থ : আর মুনাফিকরা বলে, আমরা মদীনায় পৌঁছার পর সম্মানিতরা অবশ্যই নীচ-ইতরদেরকে বের করে দেবে। অথচ সম্মানতো শুধু আল্লাহ, রাসূল ও মু'মিনদের জন্যই। কিন্তু এ মুনাফিকরা তা জানে না। (সূরা আল-মুনাফিকুন: ৮)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিলেন, সম্মানিত লোকদেরকে অপমান করে, হিংসা করে, উদ্ধত মন্তব্য করে এবং ষড়যন্ত্র করে সম্মানিত হওয়ার অপচেষ্টা মূলত লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ারই নিজস্ব উদ্যোগ। সম্মানিত ব্যক্তিকে অপমান করতে গিয়ে হিংসুক মূলত নিজেকেই অপমানিত হওয়ার জায়গায় অধিষ্ঠিত করে। অপরের সম্মান হরণ করে নিজে সে সম্মান ভোগ করার চিন্তা সুস্থতার পরিচয় বহন করে না।

১৬. জব্দ করা ও বাহাদুরি প্রকাশ করা:

হিংসুক কাউকে জব্দ করার মাধ্যমে নিজের বাহাদুরি প্রকাশ করে। কারো প্রতি হিংসার আক্রোশ ও বিদ্বেষ চরিতার্থ করার জন্য কিংবা তাকে জব্দ করার জন্য ভাষাগত শঠতা ও চাতুর্যের আশ্রয় নিয়ে জিহ্বাকে ওলট-পালট করে, বিকৃত করে চিবিয়ে চিবিয়ে মানহানিকর শব্দ ব্যবহার করে কথা বলে, যাতে যাকে হিংসা করা হচ্ছে তিনি সরাসরি এবং সহজে বুঝতে না পারেন। হিংসুটে এ চরিত্র ইহুদিদের ছিল। তারা রাসূল ﷺ এর সাথে হিংসা ও বিদ্বেষ বশত এ ধরণের কথা বলত।

এ ধরনের উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও তাচ্ছিল্য শব্দ প্রয়োগে চিবানোভঙ্গিতে কথা বলে মনের হিংসার ঝাল মেটানো লা'নতযোগ্য ও শাস্তিযোগ্য কঠিন অপরাধ। এ ধরনের আচরণ না করার জন্য আল্লাহ কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। ইহুদী হিংসুকদের আচরণ যাতে ঈমানদারদের মধ্যে সংক্রমিত না হয় সে জন্য আল্লাহ ঈমানদারদের উদ্দেশ্যে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অর্থ : হে মুমিনগণ তোমরা 'আমাদের রাখাল' অর্থে 'রায়িনা' বল না বরং 'আমাদের দিকে লক্ষ্য কর' অর্থে 'উন্যুরনা' বল এবং শুনতে থাক। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (সূরা আল- বাকারা-১০৪)

যে সব বাচাল ব্যক্তি কথার চাতুর্য দেখায়, দম্ভভরে চিবিয়ে বা পেঁচিয়ে কথা বলে, অহেতুক বিতর্কে লিপ্ত হয় এবং মিথ্যা বা বাজে কথা বলে, তারা রাসূলের কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত এবং কিয়ামতের দিন রাসূলের নিকট থেকে অনেক দূরে অবস্থান করবে।

রাসূল ﷺ বলেন,

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ، وَالْمُتَشَدِّقُونَ، وَالْمُتَفَيْهِقُونَ. (وصححه الألباني في صحيح الترمذي)

অর্থ : তোমাদের মধ্যে আমার সব'চে প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন আমার সব'চে নিকটবর্তী অবস্থানের অধিকারী হবে তারা, যারা তোমাদের মধ্যে সব'চে উত্তম আচরণের অধিকারী। আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সব'চে বেশি ঘৃণিত এবং কিয়ামতের দিন আমার থেকে সব'চে দূরে অবস্থান করবে তারা, যারা বেশি কথা বলে (বাচাল) যারা কথা বলে জিতে যেতে চায় এবং যারা বাজে কথা বলে ও অহংকার করে। (তিরমিজি, হাদিসটি হাসান)

১৭. একদেশদর্শী, একচোখা ও পক্ষপাতদুষ্ট:

হিংসুক অন্য কারো ভালো দেখতে না পারার কারণে এবং পরশ্রীকাতর হওয়ার কারণে নিজের স্বার্থের বাইরে কিছু কল্পনাই করতে পারে না। নিজ স্বার্থ লোভে এবং অন্যকে দমিয়ে নিজে অগ্রসর হয়ে যাওয়ার জন্য অন্যের স্বার্থে বিবেকহীন আঘাত করতেও দ্বিধাবোধ করে না। সে বোঝে শুধু নিজেকে, চিনে শুধু নিজেকেই। তাই হিংসুক হয় একদেশদর্শী, একচোখা ও পক্ষপাতদুষ্ট এবং তার স্বার্থের অনুকূলে একচেটিয়া কানকথায় প্রভাবিত।

হিংসুকের কিছু নিদর্শন

১. কারও মুখে প্রতিপক্ষের প্রশংসা শুনে বিরক্ত হবে।

২. কাউকে প্রতিপক্ষের বদনাম করতে দেখলে খুব আনন্দিত হবে।

৩. কখনো প্রতিপক্ষের প্রশংসা করলেও কথার শেষে তার সমস্যাগুলোর প্রতি ইঙ্গিত দেবে। যেমন বলা হলো, অমুককে আমি খুব খোদাভীরু মনে করি। কিন্তু তার ভেতরটা মূর্খতায় ভরা। ইলমহীন ফতোয়া দেয় সে। ফজর সালাত না পড়েই ঘুমিয়ে থাকে।

৪. কোনো মজলিসে প্রতিপক্ষের অনুপস্থিতি তাকে খুব আনন্দ দেয়। কারণ প্রতিপক্ষ না থাকায় এককভাবে সভাপতিত্বের আসন তার দখলে থাকবে।

৫. প্রতিপক্ষের ভুলের অপেক্ষায় থাকবে। প্রতিপক্ষের কোনো ভুল প্রকাশ না হতেই সেটার প্রচার করে বেড়াবে। সুখের ডানা মেলে উড়বে। বড় বড় মজলিসে তার দোষচর্চা করবে।

৬. সর্বদায় প্রতিপক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করবে।

৭. প্রতিপক্ষের মনের কথা বের করার চেষ্টা করবে। মাঝে মাঝে তাকে এই বলে অপবাদ দেবে যে, সে তো আসলে ইলমদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে। অথবা তার অন্তর তো প্রবৃত্তি পূজায় অসুস্থ।

৮. হিংসা করা হারাম, এ কথা জেনেও কোনো ভ্রূক্ষেপ করবে না সে। এটাই তার দুর্বল ঈমানের দলিল। শয়তানের ধোঁকায় পতিত হওয়ার আলামত।

হিংসুকের প্রাপ্তি/অর্জন:

১. নেক আমল বিনষ্ট:

হিংসা-বিদ্বেষ নেক ও পুণ্য সমূলে বিনষ্ট করে। হিংসা আগুন সদৃশ। আগুন যেমন কাঠকে খেয়ে ফেলে বা পুড়িয়ে ফেলে তেমনি হিংসাও হিংসুকের নেক আমল খেয়ে ফেলে বা পুড়িয়ে ভস্ম করে সমূলে বিনাশ করে দেয়।

আর হিংসার এ ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য আল কুরআন প্রত্যেক মুসলমানকে নির্দেশ দিয়েছে। আল কুরআন বলছে :

وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

অর্থ : এবং (আমি আশ্রয় চাই) হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে। (সূরা ফালাক-৫)

হিংসার কারণে হিংসুক অর্জিত নেকগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে আপন আমলনামাকে নেকীশূন্য করতে সক্ষম হন। অথচ তিনি মনে করেন হিংসা করে অন্যকে পরাজিত করে ফেলেছেন। তিনি জিতে গিয়েছেন কিংবা উপরে উঠে গিয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি নিজেই নিজেকে হারিয়ে দিয়েছেন বা পরাজিত করেছেন।

২. অস্থিরতা সৃষ্টি:

হিংসা-বিদ্বেষ বিদ্বেষকারীর চিত্তকে অস্থির করে তোলে। অস্থির ব্যক্তি কোনো কাজ সুনিপুণ ও নির্ভুলভাবে করতে পারে না। দায়সারা ও ভুলে ভরা কাজ করে, যার মাশুল এক সময়ে তাকে দিতে হয়। আপনা আপনিই তাকে লাঞ্ছনা ও অবমাননাকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। তার ঘুমে সমস্যা হয়, খাওয়া-দাওয়ায় অরুচি জন্মে, চেহারা মলিন হয়ে যায়, মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে পড়ে, রগচটা ও বদ মেজাজী হয়ে পড়ে, বিষন্নতা লেগে থাকে এবং নৈতিক শক্তি হারিয়ে ফেলে। নৈতিক শক্তি হারানোর ফলে গলার স্বর উঁচু হয়ে যায়। যুক্তি, বিবেক-বিবেচনার পরিবর্তে গালাগালি, অশ্লীল কথা, শোরগোল, চিৎকার-চেঁচামেচি ও পেশি শক্তি দিয়ে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে।

এ অবস্থায় খুব স্বল্প সময়ের জন্য এবং স্বল্প পরিসরে পরিবেশের উপর কিছুটা প্রভাব ফেলতে পারলেও দীর্ঘ সময় ও বৃহত্তর পরিসরে মানুষের কাছে অবাঞ্ছিত ও অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়ে।

৩. অসংলগ্ন আচরণের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব নষ্ট ও পরকালে লাঞ্ছনার শিকার:

গালাগালি, চেঁচামেচি, শোরগোল, চিৎকার, তিরিক্ষি মেজাজ, রগচটা আচরণ ও বদ মেজাজ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে। মানুষের কাছে ভদ্রলোক হিসেবে তার মূল্যায়ন থাকে না। অশ্লীলতা, কটুভাষা, হেয় প্রতিপন্ন করা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হিংসুক ব্যক্তির চরিত্রের অলঙ্কার ও শক্তি। যা পরকালের জন্য তা ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনবে।

পৃথিবীতে আত্মপ্রাসাদে ও আত্মতুষ্টিতে সাময়িক আস্ফালন করার সুযোগ পেলেও আখেরাতে নিকৃষ্টতম লাঞ্ছনাকর পরিস্থিতির শিকার হবে। একজন মু'মিনের জন্য উক্ত দোষে দুষ্ট হওয়া কখনোই উচিত হতে পারে না। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদিসগুলো উল্লেখযোগ্য:

عَنْ جَابِرٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ

অর্থ : জাবির (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘কিয়ামতের দিন আমার দৃষ্টিতে সব’চে অভিশপ্ত এবং আমার থেকে সব’চে দূরে অবস্থান করবে বাচাল, অশ্লীলভাষী এবং ইলমের মিথ্যা দাবীদার ও অহঙ্কারী ব্যক্তিগণ। (তিরমিজি)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُسْتَهْزِئِينَ بِالنَّاسِ يُفْتَحُ لِأَحَدِهِمْ فِي الْآخِرَةِ بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ هَلُمَّ فَيَجِيءُ بِكَرْبِهِ وَغَمِّهِ فَإِذَا جَاءَهُ أُغْلِقَ دُونَهُ ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ آخَرُ فَيُقَالُ لَهُ هَلُمَّ فَيَجِيءُ بِكَرْبِهِ فَإِذَا جَاءَهُ أُغْلِقَ دُونَهُ فَمَا يَزَالُ كَذَٰلِكَ حَتَّىٰ أَنَّ أَحَدَهُمْ لَيُفْتَحُ لَهُ الْبَابُ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ هَلُمَّ فَمَا يَأْتِيهِ مِنَ الْإِيَاسِ . (بيهقى(

অর্থ : লোকদের প্রতি বিদ্রূপ প্রদর্শনকারী ব্যক্তির জন্য কিয়ামতের দিন জান্নাতের একটি দরজা খোলা হবে এবং তাকে বলা হবে, ‘ভেতরে আসুন’। সে কষ্ট করে সে দিকে আসবে এবং দরজা পর্যন্ত পৌঁছাতেই তার সামনে দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। অতঃপর দ্বিতীয় দরজা খুলে বলা হবে, ‘ভেতরে আসুন’। সে আবার কষ্ট করে আসবে, যেইমাত্র সে দরজার কাছাকাছি আসবে অমনি দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। এভাবে চলতে থাকবে এমনকি এক সময় তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে যখন বলা হবে ‘আসুন’। তখন সে নৈরাশ্যের কারণে সে দিকে যেতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে সাহসই করবে না। (বায়হাকী)

عَنْ حَارِثِ ابْنِ الْوَهَّابِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ (ابو دود، بيهقى(

অর্থ : হারেস বিন ওয়াহাব (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, কোনো কটুভাষী ও বদ-স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (আবু দাউদ, বায়হাকী)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا بِاللَّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيءِ (ترمذى(

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল ﷺ বলেছেন, মু'মিন না বিদ্রূপকারী হয়, না লা'নতকারী, না অশ্লীলভাষী আর না বাচাল হয়। (তিরমিজি)

হে আল্লাহ! আমাদেরকে উপর্যুক্ত বদ স্বভাবসমূহ থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

৪. অতৃপ্তি, অশান্তি ও অতৃপ্তির জন্ম:

হিংসা মানুষের মনে অতৃপ্তি, অশান্তি ও অতৃপ্তির জন্ম দেয়। কোনো কিছুই হিংসুককে তৃপ্তি, প্রশান্তি ও তুষ্টিদান করতে পারে না। কাঙ্ক্ষিত বস্তু পাওয়ার পরও সে তৃপ্ত ও তুষ্ট হতে পারে না। সে মনে করে, সে মনে হয় কমই চেয়েছে, আরো বেশি কিছু চাইলে বেশি লাভ করতে পারত।

ফলে তার অন্তরের প্রশান্তি নষ্ট হয়। আরো বেশি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তার থেকে যার বেশি আছে তার প্রতি হিংসা হয়। অন্যের বেশি থাকাকে তার কাছে অসহ্য মনে হয়। সে কামনা করে অন্যেরটা না থাকুক এবং সে নিজেই সেটার অধিকারী হোক। এভাবে তার কামনার সমাপ্তিও কখনো ঘটে না। অন্তরে তৃপ্তি, প্রশান্তি ও তুষ্টিও কখনো আসে না। অতৃপ্ত, অশান্ত ও অতুষ্ট অবস্থায়ই এক সময় তার জীবন অবসান ঘটে। অন্তরের প্রশান্তির সাথে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার সৌভাগ্যও তার হয় না। এমন জীবনটাকে ব্যর্থ জীবনই বলতে হবে।

পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের উপর (অল্প-বিস্তার যা-ই হোক না কেন) সন্তুষ্ট থাকে তারাই সফলকাম। রাসূল ﷺ বলেছেন,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ (مسلم(

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তাকে তার প্রয়োজন পরিমাণ

রিযক দান করা হয়েছে আর আল্লাহ তাকে যা কিছু দিয়েছেন তার উপরই সে তুষ্ট আছেন। (মুসলিম)

হিংসুক অন্তরের দিক থেকে দরিদ্র তথা মুখাপেক্ষী হওয়ার কারণেই কখনো পরিতৃপ্ত, প্রশান্ত ও তুষ্ট হতে পারে না। ফলে অপূর্ণতা, হাহাকার ও অস্থিরতাই তার জীবনের অর্জনে পরিণত হয়। হিংসার কারণে সৃষ্ট অন্তরের দারিদ্রতা ও সংকীর্ণতা থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। আমীন।

৫. দ্বীনি চেতনার বিলুপ্তি

হিংসা দ্বীনকে কামিয়ে ফেলে। অর্থাৎ জীবন থেকে দ্বীনি চেতনাকে মুণ্ডন করে ফেলে দেয়। এটি এমন একটি ভয়ংকর ব্যাধি, যা দ্বীনের ক্ষেত্রে ক্ষুরের ভূমিকা পালন করে। রাসূল ﷺ বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ (مسلم، احمد، ترمذى، بيهقى(

অর্থ : তোমাদের আগেকার জাতির অসুখ তোমাদের দিকে চুপিসারে ধেয়ে আসছে। অসুখ দুটি হলো হিংসা ও শত্রুতা। যা ক্ষুর সদৃশ। এ ক্ষুর চুল কাটে না। দ্বীনকে কামিয়ে ফেলে। যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না মু'মিন হও আর একে অপরকে ভালো না বাসা পর্যন্ত তোমরা মু'মিন হতে পারবে না। যা করলে তোমরা একে অপরকে ভালোবাসবে সেটা বলব? নিজেদের মধ্যে সালাম ছড়িয়ে দাও। (মুসলিম, আহমদ, তিরমিযি, বায়হাকী)

দ্বীনি চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তি হিংসা করতে পারে না। হিংসুকের মধ্যে দ্বীনি চেতনাবোধ থাকতে পারে না। দ্বীনি চেতনার অভাবে হিংসুক অর্জন করে অনৈতিকতা, বিভ্রান্তি, অপরের অধিকার হরণ করার প্রেরণা, বেসামাল ও আক্রমণাত্মক আচরণের যোগ্যতা, নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও সাধু প্রমাণ করার জন্য অপরকে অবজ্ঞা করা, হেয় প্রতিপন্ন করা, নিন্দা করা, মিথ্যা বলা, গালি দেওয়া, অশ্লীল ভাষা ব্যবহারসহ যে কোনো উপায় অবলম্বন করার মানসিকতা। যা একজন হিংসুককে বর্বর, অনৈতিকজীব ও অশ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত করে।

৬. পৃথিবীতে দুর্ব্যবহারকারী ও পরকালে নিঃস্ব হওয়া:

হিংসুক পৃথিবীতে দুর্ব্যবহারকারী ও পরকালে নিঃস্ব গরীবদের মধ্যে শামিল হবে। হিংসার আগুনে ভর করার কারণে হিংসুক ব্যক্তি কাউকে গালি দেয়া, অপবাদ দেয়া, কারো সম্পদ ভক্ষণ করা, রক্তপাত করা এবং অন্যায়ভাবে কাউকে মারধোর করার যে চরিত্র অর্জন করে তার বিনিময়ে পরকালে সে হবে সব'চে দরিদ্র ও নিঃস্ব। যদিও সে সালাত, সাওম ও যাকাত দানের মত গুরুত্বপূর্ণ আমল নিয়েও উপস্থিত হবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত একটি হাদিসে মহানবি ﷺ সাহাবিদের লক্ষ্য করে বিষয়টি এভাবে বলেন,

أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا : الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ ، فَقَالَ : إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ (مسلم(

অর্থ : তোমরা কি জান, দরিদ্রতা কী? সাহাবীগণ (সাধারণ প্রচলিত অর্থের দৃষ্টিতে) বললেন, যে ব্যক্তির অর্থ ও মাল-সম্পদ নেই, সে-ই দরিদ্র। রাসূল ﷺ বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে আসল দরিদ্র হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন সালাত, সিয়াম ও যাকাতের ন্যায় আমল নিয়ে আসবে এবং সে সঙ্গে গালি দেয়া, কারোর উপর অপবাদ দেয়া, কারো সম্পদ ভক্ষণ করা, কারো রক্তপাত করা এবং কাউকে মারধোর করার আমলও নিয়ে আসবে। অতঃপর (যাদের সাথে সে উপর্যুক্ত দুর্ব্যবহারগুলো করেছে তাদের) একজনকে (মজলুম) তার নেকী দিয়ে দেয়া হবে। তারপর তার নেকী দেয়া হবে দ্বিতীয় মজলুমকে। এভাবে চূড়ান্ত ফয়সালার আগে তার নেকী যদি নিঃশেষ হয়ে যায় হকদারদের (মজলুমদের) পাপ এনে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে এবং তারপর তাকে (তার সালাত, সিয়াম ও যাকাতসহ) আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম শরীফ)

রাসূল ﷺ বলেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ (بخارى(

অর্থ : যদি কারো জিম্মায় অন্য কারো প্রতি কোনো জুলুম জনিত হক থেকে থাকে, তা সম্মান নষ্ট করার কারণে বা অন্য যে কোনো কারণে, তবে সে যেন আজই তার থেকে

বিমুক্ত হয়, সে দিন আসার আগেই যে দিন কোনো টাকা-পয়সা, দিনার, দিরহাম থাকবে না। যদি তার কোনো নেক আমল থাকে তবে তা থেকে তার জুলুম বা অন্যায় অনুসারে গ্রহণ করা হবে। আর যদি তার নেক আমল না থাকে তবে তার সঙ্গির (ক্ষতিগ্রস্তের বা যার জুলুম করা হয়েছে) পাপরাশি নিয়ে তার উপর চাপানো হবে। (বুখারী- ২/৮৬৫, ৫/২৩৯৪)১

হিংসার বশবর্তী হয়ে কাউকে কোনো ধরণের কষ্ট দিলে চূড়ান্ত ক্ষতিটি হিংসুকেরাই হয়ে থাকে। আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে এক সময় পৃথিবীতে তার সহযোগী, তোষামদকারী ও অন্যদের নিকট ব্যক্তিত্বহীন ঘৃণার পাত্রে পরিণত হন এবং পরকালে নেক আমল সব হারিয়ে জাহান্নামের উপযুক্ত হন। পৃথিবীর একান্ত আপনজন ও সহযোগীদের পক্ষ থেকে কোনো সহযোগিতা না পেয়ে পরকালের ভয়াবহ দিনে কলঙ্কময় ধূলামলিন চেহারায় কাফের ও পাপিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত হবে।
আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ
অর্থ : আর কিছু চেহারা সে দিন ধূলোমলিন থাকবে। থাকবে কলঙ্ক কালিমায় ঢাকা। এরাই কাফের ও দুষ্কৃতকারী পাপী। (আবাসা: ৪০-৪২)

৭. ক্ষমার তালিকা থেকে বাদ:

হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করেন না, এমনকি ক্ষমার বিশেষ মুহূর্তগুলোতেও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী ও পরস্পর শত্রুতা পোষণকারীদেরকে ক্ষমা থেকে বাদ দেয়া হয়।

রাসূল ﷺ বলেন,
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا أَوْ ارْكُوهُمَا حَتَّى يَفِيئَا (مسلم(

অর্থ : মানুষের আমল সপ্তাহে দুবার পেশ করা হয়। প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার। তখন সকল মু'মিন বান্দাকে ক্ষমা করা হয়, কেবল মাত্র যে বান্দার সাথে তার ভাইয়ের হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা আছে সে ব্যক্তি বাদে। বলে দেয়া হয় এরা যতক্ষণ না ফিরে আসে ততক্ষণ এদেরকে বাদ দাও। (মুসলিম- ৪/১৯৮৮)

রাসূল ﷺ অন্য একটি হাদিসে বলেন,

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ (ابن ماجه، المسند، السنة، طبرانى، معجم الكبير، بيهقى) ذكر في خطبة الاسلام

অর্থ : ‘আল্লাহ তা'আলা মধ্য শাবানের রাতে তার সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ পোষণকারী বাদে সকলকে ক্ষমা করে দেন।’ (ইবনু মাজাহ ১/৪৪৫)

অন্তরকে হিংসা-বিদ্বেষ মুক্ত করতে হলে নিজের অপরাধ ও গুনাহের চিন্তায় এবং আল্লাহর স্মরণমূলক কথা ও কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে। অন্যে কী অপরাধ করল বা কী পাপ করল সে চিন্তা থেকে বিরত থাকতে হবে। এতে আমাদের হৃদয়গুলি বিদ্বেষ মুক্ত হবে। কোনো একজন মু'মিনের বিরুদ্ধেও যেন মনের মধ্যে বিদ্বেষ না থাকে সে জন্য আল্লাহর শেখানো ভাষায় দোয়া করতে হবে।

সূরা হাশর, ১০ নং আয়াতে দোয়াটি আল্লাহ তা'আলা শিখিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

অর্থ : “হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের ক্ষমা করুন এবং ঈমানের দিক দিয়ে অগ্রগামী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন। আর আপনি আমাদের অন্তরে মু'মিনগণের বিরুদ্ধে কোনো হিংসা, বিদ্বেষ বা অমঙ্গল ইচ্ছা রাখবেন না। হে আমাদের প্রভু, নিশ্চয়ই আপনি মহা করুণাময় ও পরম দয়ালু। (সূরা হাশর -১০)

৮. চির অভাবে নিমজ্জিত:

হিংসুকের অভাব দূর হয় না। হিংসার কারণে সে আত্ম প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকে। অন্যের ক্ষতি কামনা করতেই সে ব্যস্ত। নিজের উন্নতিতে সচেষ্ট না হয়ে অন্যের ধ্বংস কামনা ও ক্ষতি করতে সময় ব্যয় করে। নিজে উপার্জনের চেষ্টা না করে অন্যের উপার্জনে কীভাবে বাঁধা সৃষ্টি করা যায় সে চিন্তায়ই সে মশগুল থাকে। ফলে তার নিজের অভাব ঘুচে না কখনোই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাহ্যিকভাবে অভাব দেখা না গেলেও মানসিকভাবে কিন্তু সে অভাব ও অতৃপ্তিতেই ভোগে।

৯. অশ্রদ্ধা ও ঘৃণার পাত্রে পরিণত:

হিংসুকের হিংসার বিষয়টি গোপন থাকে না। এক সময় প্রকাশ হয়ে পড়ে তার নিজের আচরণেই। আর তখন যার সাথে বা যাদের সাথে হিংসা করে তাদের কাছে এবং নিজের সহযোগী ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছেও ব্যক্তিত্বহীন, অশ্রদ্ধেয়, অসম্মানিত, স্বার্থান্ধ ও খলস্বভাবের ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। নিজস্ব ভদ্রতার কারণে লোকেরা বাহ্যিকভাবে কৃত্রিম সম্মান-শ্রদ্ধা জানানোর অভিনয় করলেও মনে মনে তাকে ঘৃণাই করে থাকে। অশ্রদ্ধা ও ঘৃণার পাত্রে পরিণত হওয়ার জন্য হিংসা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১০. অনবরত জ্বলতে থাকা:

হিংসা এমন এক জিনিস, যা হিংসুকের অন্তরকে কুড়ে কুড়ে খায়। এক দণ্ডও হিংসুককে শান্তি দেয় না। হিংসার আগুনে তার অন্তর অনবরত জ্বলতে থাকে। আপন সমালোচনা সে সহ্য করতে পারে না। অন্যের সমালোচনা যার অভ্যাস নিজের সমালোচনা শোনা তার অসহ্য। তাই কেউ তার সমালোচনা করলে সে জ্বালাতন হয়ে ওঠে। জ্বালা-যন্ত্রণাই তার নিত্যসঙ্গি হয়ে থাকে। জ্বলতে জ্বলতে এক সময় সে নিষ্প্রভ হয়ে যায়। নিক্ষিপ্ত হয় ছাই ফেলার ভাগাড়ে।

১১. অপরিণামদর্শী হওয়া:

হিংসা হিংসুককে অপরিণামদর্শী করে তোলে। নিজের পরিণাম-পরিণতি নিয়ে সে ভাবে না, ভাবার সুযোগ পায় না। সব সময় অপরকে নিয়ে ভাবে। অপরের ভালো কিংবা উন্নতি তার চক্ষূশূল। অপরের সুখ তার অসহ্য। অপর কেউ সুখে থাকবে, ভালো থাকবে তা সে মেনে নিতে পারে না।

তাই অপরের সুখ ও উন্নতি বিনাশে মানসিকভাবে পেরেশান হয়ে পড়ে। আর এই পেরেশানী থেকে শুরু হয় মানসিক অস্থিরতা। মানসিক অস্থিরতা তাকে অপরিণামদর্শী কাজ করতে বাধ্য করে। গর্তে পড়েও সে অন্যকে দায়ী করে অথচ এ গর্ত সে নিজেই করেছিল। নিজের করা গর্তে পতিত হওয়াই হিংসুকের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

১২. অস্থির ও দুর্বিষহ জীবন:

হিংসুক ব্যক্তি মানুষের ঘৃণা, অভক্তি ও অশ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হন। হিংসার মাধ্যমে তার হীন, নীচু ও সংকীর্ণ মানসিকতা ফুটে ওঠে। যা, তার প্রতি মানুষের ন্যূনতম আকর্ষণ বিনষ্ট করে দেয়। অপরের সুখ-শান্তি, মান-মর্যাদা, ধন-সম্পদ ও ভালো অবস্থানের প্রতি হিংসাত্মক ঘৃণ্য মনোভাব পোষণই তাকে ঘৃণিত ব্যক্তিতে পরিণত করে। মানুষের ঘৃণা, অভক্তি এবং ঘৃণাজনিত উপেক্ষা হিংসুককে আরো বেশি বেপরোয়া করে তোলে। মানুষের ঘৃণা কুড়াতে কুড়াতে তার দুর্বিষহ জীবন চলতে থাকে। হিংসুক নিজেকে হিরো, ক্ষমতাদর্পী ও অন্যকে জব্দকারী বিজয়ী মনে করলেও মজলুম ব্যক্তির তথা হিংসার আক্রমণের শিকার ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত মনের অব্যক্ত ও অপ্রকাশিত অভিসম্পাতের অধিকারী হন হিংসুক ব্যক্তি।

দম্ভভরে কথা বলে আত্মতুষ্টি ও আত্মপ্রশান্তির ব্যর্থ প্রয়াস চালালেও মানসিক প্রশান্তিতো দূরের কথা কখনোই হিংসুক অস্থিরতা মুক্ত হতে পারে না। অস্থিরতা এক সময় তাকে সীমালংঘন করিয়ে ছাড়ে। আর সীমালংঘন করার অর্থই হচ্ছে গর্তে পড়ে যাওয়া। একবার গর্তে পড়ে গেলে সেখান থেকে উদ্ধার হওয়া সহজ কোন বিষয় নয়।

১৩. প্রাকৃতিক প্রতিশোধের শিকার:

হিংসুক তার কপটতা ও ধূর্ততার কারণেই এক সময় মুখ থুবড়ে পড়ে এবং প্রাকৃতিক প্রতিশোধের সম্মুখীন হন। হিংসুক তার হিংসার বিষয়টি আনুষ্ঠানিং ভাবে লুকানোর চেষ্টা করে। বাহ্যিকভাবে বা উপর দিয়ে ফ্রেশ বোঝানোর চেষ্টা করেন। সে জন্য কপটতা ও ধূর্ততার আশ্রয় নেন। কপটতা ও ধূর্ততার আড়ালে সাময়িকভাবে আসল চরিত্র লুকাতে পারলেও অল্প সময়ের ব্যবধানে তার প্রকৃত হিংসুটে ও কপট স্বভাব মানুষের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

ফলে যারা এক সময়ে তার গুণমুগ্ধ ছিল তারাই তাকে ঘৃণা করতে থাকেন। এমনকি তাদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হন। প্রত্যেক কপটচারী, ধূর্ত বিশ্বাসঘাতক, প্রকৃত চরিত্র গোপন করে যারা অন্যকে ধোঁকা দিয়ে স্বার্থ উদ্ধার করেন, প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করার কারণে এক সময় তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রাকৃতিক প্রতিশোধের সম্মুখীন হন এবং বিপর্যস্ত হন। কিন্তু তারা কখনোই দায় ও অপরাধের অংশীদারিত্ব স্বীকার করে না। বরং মুখের উপর বলে দেয় এ অবস্থার জন্য আমি অথবা আমরা দায়ী নই তুমিই দায়ী। অপরাধে অংশগ্রহণ করে পরবর্তীতে অস্বীকার করে বলে, আমি বা আমরা ঐ অপরাধের

সাথে ছিলাম না। আর তখন হিংসুক তথা অন্যের কুমন্ত্রণায় উদ্বুদ্ধ অপরাধী সঙ্গীহীন হয়ে অন্তরে সীমাহীন কষ্টের বোঝা বহন করে বিপদ সাগরে হাবুডুবু খেয়ে শাস্তির যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে। প্রতিকারের আর কোনো অবলম্বনই তার সামনে থাকে না। অপরাধের পৃষ্ঠপোষক কুমন্ত্রণাদানকারী শয়তান ও তার অনুসারীদের চরিত্র উন্মোচন করে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۖ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

অর্থ : যখন শয়তান তাদের কার্যকলাপকে তাদের চোখে সুশোভিত করে দেখিয়েছিল এবং বলেছিল, আজ তোমাদের উপর কোনো মানুষই বিজয়ী হতে পারবে না আর আমি তোমাদের সাথে আছি। কিন্তু যখন উভয় বাহিনীর সামনাসামনি মোকাবেলা শুরু হলো তখন সে পেছনের দিকে ফিরে গেল এবং বলতে লাগল, তোমাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নাই। আমি এমন কিছু দেখছি, যা তোমরা দেখছ না। আমি আল্লাহকে ভয় পাচ্ছি। আল্লাহ বড় কঠোর শাস্তিদাতা।

(সূরা আল আনফাল- ৪৮)

১৪. চূড়ান্ত পর্যায়ে সঙ্গিহীন:

হিংসুকের পৃষ্ঠপোষক, চাটুকার, সঙ্গি-সাথী ও উদ্বুদ্ধকারী চূড়ান্ত পরিণতির সময় হিংসুকের সঙ্গ ত্যাগ করে তার থেকে সটকে পড়ে। অপরাধের কোনো দায়ই তারা নিতে রাজি হয় না। হিংসুক যখন বিপদ ও শাস্তির সম্মুখীন হন তখন সে কুমন্ত্রণাদানকারী, উৎসাহদানকারী, সুবিধাভোগী সঙ্গি-সাথী ও পৃষ্ঠপোষকদের দায়ী করেন।

কিন্তু তারা কখনোই দায় ও অপরাধের অংশীদারিত্ব স্বীকার করে না। বরং মুখের উপর বলে দেয় এ অবস্থার জন্য আমি অথবা আমরা দায়ী নই তুমিই দায়ী। অপরাধে অংশগ্রহণ করে পরবর্তীতে অস্বীকার করে বলে, আমি বা আমরা ঐ অপরাধের সাথে ছিলাম না।

আর তখন হিংসুক তথা অন্যের কুমন্ত্রণায় উদ্বুদ্ধ অপরাধী সঙ্গীহীন হয়ে অন্তরে সীমাহীন কষ্টের বোঝা বহন করে বিপদ সাগরে হাবুডুবু খেয়ে শাস্তির যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকেন। প্রতিকারের আর কোনো অবলম্বনই তার সামনে থাকে না। অপরাধের

পৃষ্ঠপোষক কুমন্ত্রণাদানকারী শয়তান ও তার অনুসারীদের চরিত্র উন্মোচন করে মহান আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۖ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

অর্থ : যখন শয়তান তাদের কার্যকলাপকে তাদের চোখে সুশোভিত করে দেখিয়েছিল এবং বলেছিল, আজ তোমাদের উপর কোনো মানুষই বিজয়ী হতে পারবে না আর আমি তোমাদের সাথে আছি। কিন্তু যখন উভয় বাহিনীর সামনাসামনি মোকাবেলা শুরু হলো তখন সে পেছনের দিকে ফিরে গেল এবং বলতে লাগল, তোমাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নাই। আমি এমন কিছু দেখছি, যা তোমরা দেখছ না। আমি আল্লাহকে ভয় পাচ্ছি। আল্লাহ বড় কঠোর শাস্তিদাতা।

(সূরা আল আনফাল- ৪৮)।

যুগে যুগে অপরাধের প্রতি প্রলুব্ধকারী, পৃষ্ঠপোষক ও কুমন্ত্রণাদানকারী সঙ্গী-সাথীদের অবস্থা শয়তানের মতই হয়ে থাকে। কিন্তু প্রতারিত ব্যক্তিরা তা যথা সময়ে উপলব্ধি করতে পারে না। যখন উপলব্ধি করে তখন কিছুই করার থাকে না। মহান আল্লাহ তা‘আলা অপর একটি আয়াতে অনুসারী ও প্রতারিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে শয়তানের সিটকে পড়া প্রসঙ্গে বলেন,

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

অর্থ : তারা শয়তানের মতো। যে মানুষকে কাফের হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয়, তখন শয়তান বলে, তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্ব পালনকর্তা আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় করি। (সূরা আল হাশর- ১৬)

যারা শয়তানের অনুসারী যদিও তারা মনে করে তাদের অপরাধের জন্য যার অনুসরণ করছে সেই দায়ী কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা নয়। বরং শয়তান কুমন্ত্রণাদাতা, পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদানকারী হিসেবে মানুষকে বিপথে প্ররোচিত করলেও মানুষ নিজেদের গোমরাহীর জন্য নিজেরাই দায়ী। প্ররোচনাদানকারীকে অনুসরণ করে তাকে দায়ী করলে নিজেই ক্ষতির সম্মুখীন হবে। প্ররোচনাদানকারী তার কোনো দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করার নজির পৃথিবীতেও নেই আখেরাতেও থাকবে না।

কুরআনের আলোকে হিংসা-বিদ্বেষ

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে হিংসা-বিদ্বেষের অনেক উদাহরণ পেশ করেছেন। যেমন আদম আলাইহিস সালাম-এর দুই পুত্র হাবিল কাবিলের ঘটনা। তাদের একজন অপরজনকে হিংসার কারণে হত্যা করেছে। কারণ তার কুরবানি আল্লাহ কবুল করেছেন। এই হিংসা নিজ ভাইকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

আপনি তাদেরকে আদমের দুই পুত্রের বাস্তব অবস্থা পাঠ করে শোনান। যখন তারা উভয়েই কিছু উৎসর্গ নিবেদন করেছিল, তখন তাদের একজনের উৎসর্গ গৃহীত হয়েছিল এবং অপরজনের গৃহীত হয়নি। সে বলল, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। সে বলল, আল্লাহ ধর্মভীরুদের পক্ষ থেকেই তো গ্রহণ করেন। (সূরা মায়িদাহ:২৭)

একই ঘটনা দেখা যায় ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর সহোদরদের ক্ষেত্রে। তাদের কথা আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেন,

لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا

"নিশ্চয় ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের পিতার নিকট আমাদের চেয়ে অধিক প্রিয়।" (সূরা ইউসুফ: ৮)

এই প্রতিহিংসার কারণে ইউসুফের ভাইয়েরা ইউসুফ এবং তার বাবার মাঝে বিচ্ছেদের ভয়াবহ ষড়যন্ত্র চালায়। ইউসুফকে কূপে নিক্ষেপের হৃদয়বিদারক কাণ্ড ঘটিয়েছে তারা। এ ছাড়াও রয়েছে মুনাফিকদের ঘটনা। আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে বলেন,

إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ

যদি তোমাদেরকে কোনো কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন তাদের কষ্ট হয়। (সূরা আলে ইমরান: ১২০)

এই হিংসার কারণেই মুনাফিকরা মুমিনদেরকে কল্যাণমূলক কাজ করা থেকে দূরে সরানোর জন্য ষড়যন্ত্রের বিভিন্ন জাল বুনেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না এমন সব বিষয়ে, যাতে আল্লাহ তাআলা তোমাদের একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। (সূরা নিসা:৩২)

এই নিষিদ্ধ আকাঙ্ক্ষাটা কখনো কখনো তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি হিংসার কারণে হয়ে থাকে।

সূরা বাকারাহ এর ১০৯নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم

"আহলে কিতাবের অনেকেই চায়, যদি তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর কাফের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে পারত! সত্য স্পষ্ট হওয়ার পর তাদের পক্ষ থেকে হিংসাবশত।"

আয়াতটিতে রয়েছে ঈমানদেরকে কুফরির দিকে প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টাকারী ইহুদিদের ব্যাপারে মুমিনদের প্রতি সতর্কবার্তা। তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনীত ধর্মের প্রতি বিদ্বেষের কারণে এমনটি করত। মুমিনদেরকে ঈমানের কারণে হিংসা করত। তাদেরকে পুনরায় কুফরিতে লিপ্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাত। কিন্তু তাদের কাছে তো হকের আলো স্পষ্ট হয়েছে। তাই তারা সেটাকে আঁকড়ে ধরেছে। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

না-কি যা কিছু আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন, সে বিষয়ের জন্য মানুষকে হিংসা করে। (সূরা নিসা: ৩০)

তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার নবুয়তপ্রাপ্তির কারণে চরম হিংসা করত। লোকদেরকে তাঁর কথা বিশ্বাস করতে বারণ করত। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে। (সূরা ফালাক:০৫)

হিংসুক সর্বদা প্রতিপক্ষের নেয়ামত ধ্বংস হওয়া কামনা করে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে, সকল শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা আল্লাহর কাছে। তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে তা দান করেন। তিনিই সকল শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। এজন্য ব্যক্তির উচিত, আল্লাহর কাছেই একমাত্র সম্মান কামনা করা। কোনো সম্মানিত ব্যক্তিকে হিংসা করে নয়।

হাদিসের আলোকে হিংসা-বিদ্বেষ

১. হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

তোমরা হিংসা হতে বেঁচে থাকো। কেননা হিংসা সৎকর্মসমূহকে খেয়ে ফেলে, যেমনিভাবে কাঠখণ্ডকে আগুন খায়। (সুনানে আবু দাউদ: ৪৯০৩)

২. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَالصَّلَاةُ نُورُ الْمُؤْمِنِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ

হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা নেক আমলসমূহ খেয়ে ফেলে, যেমন আগুন জ্বালানি কাঠ খেয়ে ফেলে। দান-খয়রাত গুনাহসমূহ বিলীন করে দেয়, যেমন পানি আগুনকে বিলীন করে (নিভিয়ে) দেয়। সালাত মুমিনের নূর (আলো) এবং রোজা জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষার ঢাল। (সুনানু ইবনি মাজাহ:৪২১০)

৩. হযরত হারেসা ইবনু নোমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

ثَلَاثٌ لَازِمَاتٌ لِأُمَّتِي: الطِّيَرَةُ، وَالْحَسَدُ، وَسُوءُ الظَّنِّ، فَقَالَ رَجُلٌ: فَمَا يُذْهِبُهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِمَّنْ كُنَّ فِيهِ؟ قَالَ: إِذَا حَسَدْتَ فَاسْتَغْفِرْ، وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تُحَقِّقْ، وَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَأَمْضِهِ

তিনটি জিনিস এই উম্মতের জন্য আবশ্যক। অশুভ লক্ষণ, হিংসা, কুধারণা। তখন ইয়া রাসুলাল্লাহ বলে এক ব্যক্তি জানতে চাইল, কারও মাঝে এগুলো থাকলে কীভাবে তা দূর করা হবে? নবিজি বলেন, যখন তুমি কাউকে হিংসা করবে, ইস্তেগফার পাঠ করবে। যখন অন্তরে কুধারণা আসবে, তা বাস্তবায়ন থেকে দূরে থাকবে। যখন কোনো অশুভ লক্ষ্মণ দেখবে, তা অতিবাহিত করে ফেলবে। (শুআবুল ইমান, বাইহাকি ১১৭২)

৪. হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَ الْبَغْضَاءُ وَ الْبَغْضَاءُ هِيَ الْخَالِقَةُ لَا أَقُولُ خَالِقَةُ الشَّعْرِ وَ لَكِنْ خَالِقَةُ الدِّينِ وَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَ لَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِمَا يُثَبِّتُ ذَلِكَ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُ

পূর্ববর্তী জাতিসমূহের রোগব্যাধি তোমাদের কাছেও এসে পৌঁছেছে। তা হলো হিংসা ও বিদ্বেষ। এ হলো মুণ্ডনকারী। আমি বলি না যে, তা চুল মুণ্ডন করে বরং তা দ্বীনকে মুণ্ডন (ধ্বংস) করে দেয়। যাঁর হাতে প্রাণ সে সত্তার কসম! তোমরা মুমিন না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে দাখেল হতে পারবে না। আর তোমরা মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না পরস্পরকে ভালোবেসেছ। এই ভালোবাসা কেমন করে সুদৃঢ় হয়, তা তোমাদের বলব কি? তা হলো পরস্পর সালামের প্রসার ঘটাও। (সুনানুত তিরমিযি:২৫১০)

৫. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْراً وَ كَادَ الْحَسَدُ أَنْ يَغْلِبَ الْقَدَرَ

দারিদ্র্য মানুষকে কুফরির নিকটবর্তী করে দেয়। আর হিংসা ভাগ্যকে পরাজিত করার উপক্রম করে দেয়। (হিলয়াতুল আউলিয়া, আবু নুয়াইম:৩/৫৩)

৬. হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَيْسَ مِنْ خُلُقِ الْمُؤْمِنِ التَّمَلُّقُ وَالْحَسَدُ إِلَّا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ

হিংসা আর চাটুকারিতা মুমিনের স্বভাব হতে পারে না। তবে ইলম অন্বেষণের ব্যাপারে হলে ভিন্ন কথা। (শুআবুল ইমান, বাইহাকি ৪৮৬৩)

৭. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

তোমরা একজন অন্যজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো না, পরস্পরে শত্রুতা পোষণ করো না, পরস্পর হিংসা করো না, পরস্পরকে ঘৃণা করো না, বরং আল্লাহ তাআলার বান্দাগণ পরস্পর ভাই হয়ে থেকো। (সহিহ বুখারী: ৫৭২৬, সহিহ মুসলিম: ২৫৫৯)

৮. হযরত যমরাহ ইবনু সালাবাহ সূত্রে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَحَاسَدُوا

মানুষ সর্বদা কল্যাণের মাঝে থাকে, যতক্ষণ তারা পরস্পরকে হিংসা করা থেকে বিরত থাকে। (আল-মুজামুল কাবির লিত-তাবারানি: ৮১৫৭)

৯. হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,
أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ
অনুবাদ: জিবরাইল আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আগমন করে বললেন, হে মুহাম্মদ, আপনি কি অসুস্থতা বোধ করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি (জিবরাইল) বললেন, আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি—এমন জিনিস হতে, যা আপনাকে কষ্ট দেয়, সব আত্মার অনিষ্ট হতে অথবা হিংসুকের কুদৃষ্টি হতে আল্লাহ আপনাকে মুক্তি দিন, আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি।" (সহিহ মুসলিম: ২১৮৬; সুনানুত তিরমিযি: ৯৭২)

১০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,
قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ قَالُوا صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ قَالَ هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ
অনুবাদ: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হলো, কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি বললেন: প্রত্যেক বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী সত্যভাষী ব্যক্তি। তাঁরা বলেন, সত্যভাষীকে তো আমরা চিনি, কিন্তু বিশুদ্ধ অন্তরের ব্যক্তি কে? তিনি বলেন: সে হলো পুত-পবিত্র নিষ্কলুষ চরিত্রের মানুষ, যার কোনো গুনাহ নাই, নাই কোনো দুশমনি, হিংসা-বিদ্বেষ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কপটতা।"

মুফাসসিগণের বক্তব্যে হিংসা-বিদ্বেষ:

১. সাইয়্যেদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ বলেন, হিংসা হলো কোনো বান্দার উপর আল্লাহর নেয়ামতের ধ্বংস কামনা করা। এই ক্রোধ আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের প্রতি একপ্রকার মনস্তাত্বিক ক্রোধ, যার ফলে সে নেয়ামত নষ্টের চেষ্টায় লিপ্ত থাকে, কখনো-বা আল্লাহর আচরণের নেয়ামত বাড়ে। কিন্তু উভয় অবস্থাতেই এই ক্রোধ চারিত্রিকতায় সীমাবদ্ধ থাকে। হিংসুক নিজেই নিজের অনিষ্ট ডেকে আনে। (তাফসিরুন ফি জিলালিল কুরআন, শহিদ সাইয়্যিদ কুতুব: ৬/৪০০৮)

২. বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসি রহিমাহুল্লাহ বলেন, যে সকল কারণ ইখলাসে ঘাটতি সৃষ্টি করে, আমলের বিশুদ্ধতা নষ্ট করে দেয় এবং মানুষকে লোকদেখানো আমলের পথে ঠেলে দেয়, তার অন্যতম হলো বস্তুগত লোভ থেকে উদ্ভূত হিংসা। এটি ধীরে ধীরে আমল থেকে ইখলাস ছিনিয়ে নেয় এবং তার পবিত্র ফলকে বিনষ্ট করে দেয়। (আল-লামআত, বদিউজ্জামান সাইদ নুরসি: ২০তম লামআ)

আমাদের জীবনের সর্বাধিক বিপজ্জনক দিক হলো হিংসা। যদি কোনো কাজে ইখলাস না থাকে, তবে সেখানে হিংসা প্রবেশ করে কাজকে নষ্ট করে ফেলে। যেমন, এক হাত অন্য হাতকে হিংসা করে না, চোখ কানকে হিংসা করে না, হৃদয় তার বুদ্ধির প্রতি ঈর্ষান্বিত হয় না— তেমনি মানুষও একে অপরের অঙ্গের মতো। কাজেই আমাদের কর্তব্য হলো কাউকে হিংসা না করা; বরং কারও ভালো দেখে আনন্দিত হওয়া ও গর্ব করা।

৩. আল্লামা তবারি রহিমাহুল্লাহ বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সকল হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এটিই সবচেয়ে সঠিক কথা। কারণ আল্লাহর তায়ালা বলেছেন, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ অর্থাৎ, যখন সে হিংসা করে তখন হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো। এখানে নির্দিষ্ট কোনো হিংসুককে নয়, বরং সব হিংসুককেই বোঝানো হয়েছে। (তাফসিরুত তবারি: ৩০/২২৮)

৪. কুরতুবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, হিংসুক ব্যক্তি কোনো মজলিসে সম্মান পায় না, ফেরেশতাদের কাছে লানত ছাড়া কিছু অর্জন করে না। সে একাকী দুঃখ ও বেদনার ছায়ায় আচ্ছন্ন থাকে। পরকালে তার অংশ হবে কেবল হতাশা ও গ্লানি। একরাশ ঘৃণা ও অবজ্ঞা নিয়ে সে আল্লাহর নৈকট্য থেকে দূরে সরে যাবে।(তাফসিরুল কুরতুবি: ২০/২৬০)

৫. ইবনু উজাইবাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, সকলের কাছেই হিংসা নিন্দনীয়। হিংসুক কখনো নেতৃত্বের যোগ্য হয় না। হিংসার প্রকৃত রূপ হলো, অন্যের মঙ্গলে মনঃক্ষুণ্ণ হওয়া, তার মঙ্গল বিলোপ কামনা করা এবং নেয়ামতের ধ্বংস প্রত্যাশা করা। তবে যদি অন্যের কল্যাণ অক্ষুণ্ণ রেখে নিজের জন্যও অনুরূপ নেয়ামতের আশা করা হয়, তবে তা হবে ঈর্ষা। আর ভালো কাজে এই ঈর্ষা প্রশংসনীয়। যেমন ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে। (আল-বাহরুল মাদিদ, ইবনু উজাইবা: ৮/৫৬০)

৬. মাওয়ারদি রহিমাহুল্লাহ বলেন, হিংসা হলো অন্যের নেয়ামতের ধ্বংস কামনা করা। যদিও তা নিজের জন্য না হয়। আর ঈর্ষা হলো নিজের জন্য অনুরূপ নেয়ামত কামনা করা, কিন্তু অন্যের নেয়ামতের ধ্বংস না চাওয়া। হিংসা নিন্দনীয়, আর ঈর্ষা প্রশংসনীয়। (আন-নুকাতু ওয়াল উয়ুন, মাওয়ারদি: ৪/৪৭৩)

৭. ইবনু কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেন, হিংসার নিন্দনীয় রূপটি হলো, অন্যের নেয়ামত বিনষ্ট করার কামনা করা; তা হিংসুকের জন্য পরবর্তী সময়ে অর্জিত হোক বা না হোক। এটি হিংসার সর্বনিম্ন, সর্বনাশা রূপ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—যখন আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে বিশেষ সম্মান দান করলেন, তখন ইবলিস হিংসার বীজ বপন করে পাপের দরজা খুলে দিয়েছিল। (তাফসিরু ইবনি কাসির: ১/৬৫)

৮. আল্লামা খাযেন রহিমাহুল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই হিংসা নিন্দনীয় এবং ঈর্ষা প্রশংসনীয়। হিংসা বলা হয়, অন্যের নেয়ামতের ধ্বংস কামনা করা; আর ঈর্ষা বলা হয়, অন্যের নেয়ামতের ধ্বংস কামনা না করে নিজের জন্য অনুরূপ নেয়ামতের কামনা করা। (তাফসিরুল খায়েন, আলাউদ্দিন আল-খায়েন: ৩/১৯৭)

৯. আল্লামা রাজি রহিমাহুল্লাহ বলেন, প্রত্যেক হিংসাকারী নিকৃষ্ট নয়; বরং কিছু হিংসা রয়েছে প্রশংসনীয়। যেমন কল্যাণকর কাজে কাউকে ঈর্ষা করা। (মাফাতিহুল গাইব, আল্লা রাজি: ১৭/৩১৬)

১০. হিংসা বলা হয় অন্যের নেয়ামতের ধ্বংস কামনা করা, যদিও হিংসুক নিজে অনুরূপ নেয়ামত না পায়। আর ঈর্ষা হলো, অন্যের নেয়ামতের ধ্বংস কামনা না করে নিজের জন্য অনুরূপ নেয়ামতের আকাঙ্ক্ষা করা। (যাদুল মাসির ফি ইলমিত তাফসির, ইবনুল জওযি: ১/১৩১)

সালাফদের বক্তব্যে হিংসা-বিদ্বেষ

১. উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হিংসুকের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, অন্যের আনন্দে সে ব্যথিত হবে। অন্যের সুখে সে দুঃখ প্রকাশ করবে।
(আল-মুস্তাতরাফ ফি কুল্লি ফন্নিন মুস্তাতরিফ, আশশিহী: ১/৪৫৯)

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমরা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি বিদ্বেষ রেখো না। বলা হলো, কোন ব্যক্তি আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি বিদ্বেষ রাখে? উত্তরে তিনি বলেন, যারা আল্লাহর নেয়ামত প্রাপ্তির কারণে লোকদের হিংসা করে।
কোনো কোনো ঐশী গ্রন্থে আল্লাহ তাআলা বলেন, হিংসুকরা আমার নেয়ামতের শত্রু। আমার ফয়সালায় ক্রুদ্ধ। আমার বণ্টনে অসন্তুষ্ট। (শুআবুল ঈমান, বাইহাকি: ৫/২৭৪)

৩. মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, প্রত্যেক মানুষকেই আল্লাহর নেয়ামত দিয়ে সন্তুষ্ট করা সম্ভব। কেবল হিংসুক ছাড়া, কারণ সে নেয়ামতের ধ্বংস হওয়া ছাড়া কখনো সন্তুষ্ট হবে না। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনু কাসির: ৮/১৪৭)

৫. ফকিহ আবুল লাইস সমরকন্দি রহিমাহুল্লাহ বলেন, হিংসুকের হিংসা প্রতিপক্ষের কাছে পৌঁছার আগেই হিংসুক পাঁচটি শাস্তির সম্মুখীন হবে। এক. ধারাবাহিক পেরেশানি। দুই. বদলাহীন মসিবত। তিন. প্রশংসা বিহীন ভর্ৎসনা। চার. তার প্রতি আল্লাহর ক্রোধ। পাঁচ. তাওফিকের দরজা বন্ধ হওয়া। (আল-মুস্তাতরাফ ফি কুল্লি ফন্নিন মুস্তাতরিফ, আশশিহি: ১/৪৫৯)

৬. ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর নিখুঁত গুণাবলি ও বড়ত্ব সম্পর্কে জানত, তাহলে সে কখনো কোনো বিষয়ে অহংকার করত না এবং কাউকে আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের কারণে হিংসা করত না। কেননা হিংসা হলো মহান রবের সাথে একধরনের শত্রুতা পোষণ করা। কারণ হিংসার হাকিকত হলো আল্লাহ যাকে পছন্দ করে নেয়ামত দিয়েছেন, সেই নেয়ামতকে অপছন্দ করা। এবং তার কাছ থেকে নেয়ামত অপসারণের কামনা করা। অথচ আল্লাহ তা অপছন্দ করেন না। তাই হিংসুক আল্লাহর ফয়সালা, বণ্টন, পছন্দ ও অপছন্দ বিরোধী। (আল-ফওয়ায়েদ, ইবনু কাইয়্যিমিল জাওযিয়্যাহ: ১৫০)

৭. ইবনু সিরিন রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি দুনিয়ার কোনো বিষয়ে কাউকে কখনো হিংসা করিনি। যদি সে জান্নাতিদের মধ্যের কেউ হয়, তাহলে আমি কীভাবে তাকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী অংশ নিয়ে হিংসা করব—কারণ দুনিয়া তো জান্নাতের সামনে তুচ্ছ। আর যদি সে জাহান্নামিদের থেকে হয়, তাহলে আবার কেমন করে তাকে দুনিয়ার বিষয় নিয়ে হিংসা করব; সে তো নিজে জাহান্নামি? (ইহইয়াউ উলুমিদাদিন, গাজালি:৪/৩৩০)

৮. আসমাই রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি এক বেদুইনকে দেখেছি, যার বয়স ছিল **১১০** বছর। জানতে চাইলাম, কোন জিনিস তার বয়সকে এত দীর্ঘায়িত করেছে। সে বলল, আমি হিংসাকে ছেড়ে দিলাম, তাই এত বছর হায়াত পেয়েছি। (উয়ুনুল আখবার, ইবনু কুতাইবা আদ-দিনাওয়ারি: ১/২৪০)

৯. ইবনু হাজার আসকালানি রহিমাহুল্লাহ বলেন, হিংসা হলো নেয়ামতের উপযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে নেয়ামত সরিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা করা। (ফাতহুল বারি, ইবনু হাজার: ১০/৪৯১)

১০. ইমাম নববি রহিমাহুল্লাহ বলেন, হিংসা হলো নেয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তির নেয়ামত ছিনিয়ে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা। নেয়ামতের ধ্বংস কামনা করা। চাই সেটা দুনিয়াবি বিষয়ে হোক অথবা পরকালীন। (রিয়াজুস সালিহিন, ইমাম নববি: ৪৬৬)

১১. ইবনু রজব হাম্বলি রহিমাহুল্লাহ বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি নিজের ভেতরে কারও প্রতি হিংসা অনুভব করে। অতঃপর তা দূর করার চেষ্টা করে। তার হিংসার শিকার ব্যক্তির প্রতি সদয় হয়, তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, তার জন্য প্রার্থনা করে এবং গুণাবলির প্রচার প্রসার করে, তার হিংসাকে ভালোবাসায় রূপান্তরিত করে, তাকে নিজের চেয়েও উত্তম মনে করে, তাহলে তার ঈমান সর্বোচ্চ পর্যায়ের বলে বিবেচিত হবে। সে ওই সকল পূর্ণ ঈমানদারদের মতো হবে, যারা তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। (বাহজাতু কুলুবিল আবরার, আব্দুর রহমান সাদি: ১২৩)

১২. ইবনুল জওযি রহিমাহুল্লাহ বলেন, মানুষের অন্তরের যে বিষয়গুলো সর্বদা থাকে, তার মধ্যে অন্যতম হলো হিংসা, ঈর্ষা, পদমর্যাদার লোভ। যখন তোমাকে কেউ তার সমপর্যায়ের অথবা বড় ভাববে, তাহলে সে অবশ্যই এর দ্বারা প্রভাবিত হবে। কখনো তোমাকে হিংসাও করবে। (সাইদুল খাতির, ইবনুল জওযি: ২২৭)

১৯. প্রখ্যাত ফকিহ আবুল লাইছ সামারকান্দি রহিমাহুল্লাহ বলেন, হিংসার কারণে হিংসাকৃত ব্যক্তির চেয়ে হিংসুকের ক্ষতি বেশি হয়। হিংসুক পাঁচ প্রকার শাস্তিতে পতিত হয়। যথা:

ক) অবিচ্ছিন্ন দুশ্চিন্তায় নিক্ষিপ্ত হয়। এমনকি নিদ্রা নামক নেয়ামত থেকেও অনেকাংশে বঞ্চিত হয়।

খ) বিপদগ্রস্ত হয়। অথচ এই বিপদে তাকে কোনো সওয়াব দেওয়া হয় না। কেননা মুমিন প্রতিটি বিপদ-মুসিবতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সওয়াবপ্রাপ্ত হয়।

গ) তিরস্কৃত হয়। হিংসুক কখনোই সমাজে প্রশংসার পাত্র হতে পারে না।

ঘ) আল্লাহর ক্রোধে পতিত হয়। মানুষের ক্ষতি যার মাথায় সর্বদা থাকে, সে আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করতে পারে না।

ঙ) তাওফিকের দরজা তার জন্য বন্ধ হয়ে যায়। সব ক্ষেত্রে আল্লাহ তাকে তাওফিক থেকে বঞ্চিত করেন।

সমাজে হিংসা-বিদ্বেষের প্রভাব:

নৈতিকতার একটি ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় দিক হলো, হিংসা। নৈতিকতার এই মারাত্মক সমস্যা হিংসার প্রভাব রয়েছে ব্যক্তি ও সমাজজীবনে।
মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে। (সূরা ফালাক:০৫)

এই আয়াতটিই প্রমাণ করে যে, হিংসায় অনিষ্ট ও ক্ষতি রয়েছে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া ছাড়া কেউ নিজেকে তা থেকে রক্ষা করতে পারবে না। হিংসা সমাজের ধ্বংসাত্মক রোগগুলোর মধ্যে একটি। যা হিংসাকারীকে তাকওয়া থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। হিংসা হিংসুকের হৃদয়কে সংকুচিত করে দেয়। কোনো মুসলিম ভাইয়ের নেয়ামত দেখলে হিংসুকের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। সহচর, সহোদর ও প্রতিবেশীদের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষের পরিমাণ বেশি দেখা যায়। ফলে পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা, ঘৃণা ও শত্রুতা জন্ম নেয়। দুই ভাই বা দুই প্রতিবেশী একে অপরের গোপনীয়তা অনুসন্ধান করতে শুরু করে। দোষত্রুটি প্রকাশে উঠে পড়ে লাগে। একে অপরকে ক্ষতি করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ইসলামি জীবনব্যবস্থায় এটি সবচেয়ে ক্ষতিকারক, কারণ মুসলমানের কর্তব্য হলো, একে অপরকে ভালোবাসা, কল্যাণ ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করা। কাফের ও মুনাফিকদের বিপক্ষে তারা প্রত্যেকেই এ কাজে বদ্ধ থাকে—যেন তারা শক্তিশালী একটি হাত। কিন্তু শয়তান তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষের বীজ বপন করলে, একে অপরের প্রতি ক্ষোভ তৈরি হয় এবং বিভেদ ও বিচ্ছেদের ভয়াবহ দৃশ্য দেখা দেয়। প্রত্যেকেই অপরের দোষচর্চায় জড়িত, একে অপরকে দোষী সাব্যস্ত করতে লিপ্ত। অপরের সদগুণ গোপন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হয়। প্রকৃতপক্ষে তারা মনে করে—নিজের অবস্থানই সঠিক, অপরজনের অবস্থান ভুল। তাদের প্রত্যেকেই অপরের ক্ষতি করতে আগ্রহী। প্রত্যেকেই অন্যকে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা

করে। তাকে দুনিয়াবি সুবিধা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, তার মাঝে এবং কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের মাঝে পার্থক্যের প্রাচীর তৈরি করে—যেমন আর্থিক সুবিধা, ব্যবসায়িক লাভ, উপকারী লেনদেন। এটি সমাজের জন্য অমঙ্গল বয়ে আনে। ফলে মুসলিমদের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে শত্রুরা সুবিধা ভোগ করতে শুরু করে। বড় বড় নেতৃত্বের আসন ও মর্যাদার চেয়ার দখল করে নেয়, আর মুসলিমরা সব দিক থেকে বঞ্চিত হয়। শত্রুরা মুসলিমদের উপর প্রভাব বিস্তার শুরু করে।

হিংসা-বিদ্বেষের স্বীকার হওয়া ব্যক্তির অবস্থান:

যে ব্যক্তি হিংসা-বিদ্বেষের শিকার হন, হিংসুকের হিংসুটে আচরণ ও আক্রমণের শিকার হন, তিনি বিব্রত হন। হিংসার শিকার হওয়ার কোনো কারণ খুঁজে পান না। মূলতঃ হিংসা-বিদ্বেষের শিকার হওয়ার জন্য ব্যক্তি তার নিজ পক্ষ থেকে সরাসরি দায়ী না হলেও তার অবস্থান ও বিশেষ অর্জনগুলোই দায়ী। যে অবস্থান ও অর্জনের জন্য ব্যক্তি অপরাধী নয়। বরং তাকে হিংসা করে হিংসুকই অপরাধী হয়। তাই হিংসা-বিদ্বেষের শিকার হওয়া ব্যক্তির দুঃখ পাওয়ার কোন কারণই নেই। যদিও মানবিক দুর্বলতার কারণে হিংসার শিকার হলে দুঃখ লাগে। হিংসুকের হিংসার শিকার হওয়া ব্যক্তিটি যদি তার অবস্থানের বিষয়টি বুঝতে পারেন, তা হলে হিংসার শিকার হয়েও নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবেন। লাভ-ক্ষতির দিক থেকে হিংসার শিকার হওয়া ব্যক্তির অবস্থান নিচে আলোচনা করা হলো:

১. অনুগ্রহ প্রাপ্ত:

নেয়ামত বান্দার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ। হিংসুকের হিংসার কারণে যার হিংসা করা হয় তার নেয়ামত চলে যায় না। যদিও হিংসুক চায় ঐ ব্যক্তি যে নেয়ামতের অধিকারী হয়েছে তা ধ্বংস হয়ে যাক। কোনো হিংসুক হিংসার বশবর্তী হয়ে, অন্তরের সংকীর্ণতার কারণে কারো নিয়ামতের ধ্বংস কামনা করলেই আল্লাহ তার সাথে একমত হয়ে বান্দার নেয়ামত ছিনিয়ে নিবেন না। কারণ হিংসুকের চাহিদা কল্যাণ কামনা নয় বরং অকল্যাণ কামনা। আর আল্লাহ অকল্যাণ কামনাকে সমর্থন করে না।

কল্যাণ কামনার মূল কথা হচ্ছে, "নিজের জন্য যা পছন্দ করবে, অপর ভাই-বোনের জন্য ঠিক তাই পছন্দ করবে।" কিন্তু হিংসুক নিজের জন্য যা পছন্দ করে অপরের জন্য তা অপছন্দ করে। রাসূল ﷺ বলেছেন,

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

অর্থ : 'যার হাতে আমার প্রাণ সে মহান সত্তার কসম! কোনো বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করবে তার ভাইয়ের জন্যও তাই পছন্দ করবে।' (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

২. আল্লাহর পক্ষভুক্ত হওয়া:

হিংসা-বিদ্বেষের শিকার হওয়া ব্যক্তি হিংসুকের রোষানলে পড়ার জন্য দায়ী নয়। ব্যক্তির প্রাপ্ত নেয়ামতই মূলতঃ হিংসুকের হিংসার কারণ। নেয়ামত প্রাপ্তি ও লাভের কারণে ব্যক্তিকে তো দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। নেয়ামততো আল্লাহই দান করেছেন। হিংসুক ব্যক্তি নেয়ামতে ভূষিত ব্যক্তিকে হিংসার মাধ্যমে মূলতঃ নেয়ামতদাতা আল্লাহরই বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে এবং যাকে হিংসা করা হয় তাকে আল্লাহর পক্ষভুক্ত করে দেয়। ফলে হিংসুক হয়ে যায় আল্লাহর বিপক্ষে অবস্থানকারী, আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির শিকার। আর হিংসার শিকার হওয়া ব্যক্তিটি হয়ে যায় আল্লাহর অনুগ্রহ, ক্ষমা ও সন্তুষ্টির উপযুক্ত। আল্লাহর আশ্রয়ে আশ্রিত ভাগ্যবানদের একজন। হিংসুক যার নাগাল ইহ ও পরজগতের কোথাও কখনো পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

৩. মর্যাদা প্রাপ্তি:

হিংসা-বিদ্বেষের শিকার হওয়াই ব্যক্তির গুরুত্ব, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় বহন করে। যিনি হিংসার শিকার হন এর মানে তার এমন কিছু রয়েছে যা, হিংসুকের নেই। হিংসুক তা দেখে নিজে তা না পাওয়ার ব্যর্থতায় অন্তর্জ্বালা অনুভব করে এবং যে কোনো উপায়ে পাওয়ার জন্য কাতর হয় এবং হীন পথ অবলম্বন করে। হিংসুক নীচতা, হীনতা, ব্যর্থতা ও পরশ্রীকাতরতার প্রতীক। প্রত্যেক রুচিশীল ভদ্র ব্যক্তি যাকে ঘৃণা করে।

অপর দিকে হিংসার শিকার হওয়া ব্যক্তি হিংসার শিকার হয়ে গুরুত্ব ও মর্যাদার আসনে অবস্থান করে। তার এ অবস্থানের কারণে আল্লাহর শুকরিয়া তথা কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিত। কারণ, হিংসাস্থানীয় ও ঈর্ষণীয় অবস্থানে থাকাটাও আল্লাহর নেয়ামত। আল্লাহ অনুগ্রহ করে তাকে এ নিয়ামতের অধিকারী বানিয়েছেন।

৪. হিংসা-বিদ্বেষের শিকার হওয়া ব্যক্তি মহা ভাগ্যবান:

হিংসার শিকার হয়ে কেউ যদি দুর্ব্যবহার, কটূক্তি, কূটচাল, গালাগালি, অপমানকর কথা-কাজ এবং বিদ্বেষ জ্বালাতনের শিকার হন এবং উত্তমভাবে তা উপেক্ষা করে চলেন, তা হলে ইহকালে তার মর্যাদা অন্যদের কাছে বৃদ্ধি পাবে এবং হিংসুকের অন্তর্জ্বালা আরো বেড়ে মানসিকভাবে যন্ত্রণা ভোগ করবে আর পরকালে তিনি উপযুক্ত বদলা পাবেন। অর্থাৎ হিংসুকের করা প্রতিটি দুর্ব্যবহারের বিনিময়ে তাকে নেক প্রদান করা হবে হিংসুকের নেক থেকে নিয়েই।

একপর্যায়ে হিংসুকের নেক শেষ হয়ে যাবে কিন্তু দুর্ব্যবহারের বিনিময় দেয়া বাকি থেকে যাবে। তখন হিংসার শিকার হওয়া ব্যক্তির পাপ হিংসুকের মাথায় চাপিয়ে দেয়া হবে। ফলে হিংসুক নেকশূন্য হয়ে পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে চিরস্থায়ী শাস্তির সম্মুখীন হবে আর হিংসার শিকার হওয়া ব্যক্তি পাপশূন্য হয়ে চিরস্থায়ী শান্তির আবাস জান্নাত লাভ করবে। হিংসার শিকার হওয়া ব্যক্তির জন্য এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে? আল্লাহ আমাদেরকে সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন!

৫. সবরের দুর্গে অবস্থান করার মহাসুযোগ লাভ:

হিংসা-বিদ্বেষের শিকার হওয়া ব্যক্তি যদি হিংসুকের হিংসার কারণে উত্ত্যক্ত ও বেসামাল না হয়ে উত্তমভাবে হিংসুকের হিংসাত্মক কার্যক্রম উপেক্ষা করে বা এড়িয়ে চলে নিজেকে সবরের বেষ্টনীতে, সবরের দুর্গে আবদ্ধ রাখতে পারেন; তাহলে তিনি ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার মহাসুযোগ লাভ করবেন।

কারণ, সবর হচ্ছে মানুষের নিরাপত্তা বেষ্টনী। সবরের মাধ্যমে যাবতীয় শয়তানী তৎপরতা রুখে দেয়া যায়। সবরের দুর্গে ধাক্কা খেয়ে হিংসুক তার হিংসাসহ, শয়তান তার শয়তানীসহ মুখ থুবড়ে পড়ে। আর সবর অবলম্বনকারী আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম প্রতিফল ও সন্তুষ্টি লাভ করে থাকেন।

৬. হিংসুকের ইচ্ছা অনুযায়ী ও মর্জি মাফিক হিংসার শিকার হওয়া ব্যক্তির ক্ষতি সাধিত হয় না:

হিংসুক চাইলেই কারো ক্ষতি করতে পারে না। যদিও হিংসুক সবসময় প্রতিপক্ষের ক্ষতি করার ধান্দায় থাকে। হিংসুকের হিংসার কারণে প্রতিপক্ষ চূড়ান্তভাবে ক্ষতির

সম্মুখীন নয় বরং হিংসুকই প্রকারান্তরে হিংসার আগুন দ্বারা অর্জিত ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কারো ক্ষতি করা হিংসুকের সাধ্যাতীত বা সাধ্যের বাইরে। আল্লাহর অনুমোদনের বাইরে কারো কল্যাণ-অকল্যাণ কিংবা লাভ-ক্ষতি করার সাধ্য কারো নেই।

এ বিষয়ে বিদায় হজ্জের সময় রাসূল ﷺ তার চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

يَا غُلَامُ إِنِّي أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَم rangleيَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ (ترمذى، مستدرك حاكم(

অর্থ : হে বালক, আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দিচ্ছি। তুমি আল্লাহকে হেফাজত করবে, তা হলে তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহকে (তোমার অন্তরে সর্বদা জাগরূক) সংরক্ষিত রাখবে, তা হলে তাকে সর্বদা তোমার সামনে পাবে। যখন চাইবে বা প্রার্থনা করবে, তখন শুধু আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। জেনে রেখ, যদি সকল মানুষ তোমার কোনো কল্যাণ করতে সম্মিলিত হয়, তা হলে তারা তোমার শুধু ততটুকুই কল্যাণ করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন। আর যদি তারা সবাই তোমার অকল্যাণ করতে এক জোট হয়, তা হলে তারা তোমার শুধুমাত্র ততটুকুই অকল্যাণ করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার বিরুদ্ধে নির্ধারণ করেছেন। কলমগুলো উঠে গেছে এবং পৃষ্ঠাসমূহ শুকিয়ে গেছে।

ভালো কিংবা মন্দ, ব্যক্তির কর্মফল অনুযায়ী নির্ধারিত। যতটুকু আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয় ততটুকুই আল্লাহর অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়িত হয়। ব্যক্তির তৎপরতার কারণে তার অমঙ্গল নির্ধারিত হলে সে জন্য ব্যক্তিই দায়ী। আল্লাহ তার ইচ্ছার স্বাধীনতা অনুমোদন করেন মাত্র।

অপর কেউ হিংসা করে কারো ক্ষতি করার চেষ্টা করলে আল্লাহর অনুমোদনের বাইরে বাড়তি ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। কিন্তু ক্ষতির চেষ্টা করার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। তাই হিংসুক হিংসার মাধ্যমে কারো ক্ষতি করতে পারে না। বরং নিজেই অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লাভ-ক্ষতি ভালো-মন্দের ব্যাপারে আল কুরআনের বক্তব্য নিম্নরূপ:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ۗ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا

অর্থ : তোমরা যেখানেই থাক, যত মজবুত দুর্গেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই। যখন তারা কল্যাণ লাভ করে তখন তারা বলে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। কিন্তু যখন তারা বিপদগ্রস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন তারা বলে, (হে রাসূল সা.) আপনার কারণেই এটা হয়েছে। (হে রাসূল) আপনি বলে দিন, সব কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। কি ব্যাপার! এদের কি হলো যে, কোনো কথাই এরা বুঝতে চায় না। হে মানুষ, যে কল্যাণই তোমার লাভ হয় তা আল্লাহরই দান। আর তোমার উপর যে মুসিবতই আসে তা তোমার আমলেরই ফল। (হে রাসূল) আপনাকে আমি মানুষের জন্য রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি। এ বিষয়ে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। (আন্-নিসা: ৭৮-৭৯)

সূরা আল আনআমের ১৭নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থ : যদি আল্লাহ আপনার উপর কোনো বিপদ দেন তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই যে, তা থেকে বাঁচাতে পারে। আর যদি তিনি আপনার কোনো কল্যাণ করেন তাহলে তিনিতো সব কিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন। (সূরা আনআম- ১৭)

বিপদে হতাশ না হওয়ার এবং প্রাপ্তিতে অতি আনন্দিত না হওয়ার নসিহত দিয়ে আল্লাহ বলেন,

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

অর্থ : এমন কোনো বিপদ নেই, যা দুনিয়াতে বা তোমাদের নফসের উপর নাজিল হয়, আর তা আমি একে সৃষ্টি করার আগেই এক কিতাবে (তাকদীরে) লিখে রাখিনি। এমনটা করা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ কাজ। (এসব কিছু এ জন্য) যাতে তোমাদের যতটুকু ক্ষতি হয়ে গেছে সে জন্য তোমরা হতাশ না হও এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তাতে তোমরা খুশিতে আত্মহারা না হও। আল্লাহ এমন লোকেদেরকে

পছন্দ করেন না, যারা নিজেদেরকে বড় মনে করে এবং অহংকার করে। (আল- হাদীদ: ২২-২৩)

সূরা 'আত্ তাগাবুন' এর **১১**নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

অর্থ : কোনো মুসিবত কখনো আল্লাহর অনুমতি ছাড়া আসে না। যে আল্লাহর উপর ঈমান রাখে আল্লাহ তার হৃদয়কে হেদায়াত দান করেন। আর আল্লাহ সব বিষয়ে সম্যক অবগত। (আত্ তাগাবুন- **১১**)

৭. আল্লাহর আনুকূল্য লাভ:

হিংসা-বিদ্বেষের শিকার হওয়া ব্যক্তি অপরাধ না করেও হিংসা-বিদ্বেষের শিকার হলে এবং তাতে কষ্ট পেলে তার বোঝা হালকা করে হিংসুককে অপবাদ ও গুনাহের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়। যার কারণে হিংসুক চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর হিংসার শিকার হওয়া ব্যক্তি আল্লাহর আনুকূল্য লাভ করে।

আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

অর্থ : যারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীকে কোনো অপরাধ না করলেও পীড়া দেয়, তারা অপবাদ ও স্পষ্ট গুনাহের বোঝা বহন করল। (আল- আহযাব- ৫৮)

৮. সুবিধাজনক অবস্থান:

হিংসা-বিদ্বেষের শিকার হলে হিংসুকের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা যায়। কারণ হিংসা-বিদ্বেষ, কুমন্ত্রণা শয়তানের পক্ষ থেকে আসে।

সুতরাং হিংসুক শয়তানের ইচ্ছা অনুযায়ী তার অনুগামী হয়ে চলে। হিংসুক শয়তানের শিকারে পরিণত হন আর হিংসার শিকার হওয়া ব্যক্তি হিংসুকের শয়তানি আক্রোশের শিকার হয়ে শয়তান বিরোধী অবস্থানে অবস্থান করেন। যা একজন মু'মিনের কাম্য হওয়া উচিত।

শয়তানের চরিত্র উন্মোচন করে আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

অর্থ : অবশ্যই শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসার জন্ম দিতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর যিকর ও সালাত থেকে ফিরিয়ে রাখতে চায়। অতএব, তোমরা কি এসব থেকে বিরত থাকবে? (আল- মায়িদাহ- ৯১)

৯. হিংসা-বিদ্বেষের শিকার হয়ে কষ্ট পেলে বা কেউ কষ্ট ভোগ করলে গুনাহ্ মাফ হয় ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়:

মু'মিনের কোনো কষ্টই বৃথা যায় না। শারীরিক কিংবা মানসিক। হিংসার শিকার হলে নিশ্চয়ই মানসিক কষ্ট অনুভব করে সে। যে কোনো ধরণের কষ্টই অনুভব করুক না কেন এর বিনিময়ে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করেন ও মর্যাদা উঁচু করেন।

এব্যাপারে মহানবি ﷺ বলেন,

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ ، مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ ، وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا ، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ (بخارى ومسلم(

অর্থ : "মুসলিম ব্যক্তির উপর যে মানসিক ও শারীরিক কষ্ট, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানি আসে, এমনকি যে কাটা তার দেহে ফুটে, এ সবের মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।"

প্রায় সমঅর্থে ইবনে আবিদ্দুনিয়া ও তারগীবে উল্লেখ আছে, 'মুমিনের মাথা ব্যথা এবং কাটা বেঁধা অথবা অন্য কোনো জিনিস যা তাকে কষ্ট দেয়, এগুলোর দরুন কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার মর্যাদার স্তর উঁচু করবেন এবং এ কষ্টের কারণে তার গুনাহ মাফ করে দেবেন।

হিংসা-বিদ্বেষের চিকিৎসা

ক) ইলম দ্বারা চিকিৎসা:

বদিউজ্জামান সাইদ নুরসি রহিমাউল্লাহ বলেন, যাদের অন্তর তাদের ঈমানদার ভাইদের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতায় ভরা, তারা প্রথমে নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছে। তারপর তার ভাইদের উপর। পাশাপাশি তারা আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছে। কারণ ঘৃণা ও শত্রুতার মাধ্যমে সে নিজেকে একটি বেদনাদায়ক আজাবে নিক্ষেপ করেছে। যখনই সে তার প্রতিপক্ষের নেয়ামত দেখবে, তখনই সে কঠিন আজাব ভোগ করতে থাকে। হিংসুকের শাস্তি হিংসার শিকার ব্যক্তির শাস্তি থেকে মারাত্মক। কারণ হিংসার আগুন হিংসাকারীকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়। অথচ তার হিংসা হিংসার শিকার ব্যক্তির কোনো ক্ষতি করতে পারে না। করলেও সেটা অল্প। হিংসা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হলো, হিংসুক হিংসার পরিণাম নিয়ে চিন্তা করবে। গভীর পর্যবেক্ষণ করবে। যেন সে বুঝতে পারে, যাকে সে হিংসা করছে তার ধনসম্পদ, অর্থকড়ি, পদমর্যাদা কোনো কিছুই স্থায়ী নয়। নশ্বর এ পৃথিবীতে সবই একদিন বিনাশ হবে। সুতরাং এসবের উপকারের চেয়ে ক্ষতির দিকটাই বেশি। আর পরকালীন বিষয়ে তো হিংসার কোনো কারণ নেই। যদি পরকালীন বিষয়ে কারও প্রতি কেউ হিংসা-বিদ্বেষ রাখে, তাহলে সে দুনিয়ায় তার সকল নেক আমল ধ্বংস করবে। হিংসুক ব্যক্তি হিংসার মাধ্যমে আল্লাহর ফয়সালার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। নিয়তির প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে। কারণ যাকে সে হিংসা করছে, তার উপর আল্লাহর দয়া, অনুগ্রহ দেখে বিষন্নতায় ভুগছে। তার উপর কোনো মুসিবত নেমে আসলে সুখ অনুভব করছে। যেন সে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যের সমালোচনা করছে। আল্লাহর প্রশস্ত রহমতের উপর আপত্তি তুলছে। তাকদিরের সমালোচনা করা মানে, পাহাড়কে ধাক্কা দেওয়া। আল্লাহর রহমত নিয়ে আপত্তি করা মানে, নিজেই রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া।

হিংসার শিকার ব্যক্তির উচিত হবে হিংসুকের প্রতি কোনো রাগ ক্ষোভ না রাখা। সবকিছু ভুলে আপন ভাইয়ের মতো কাছে টেনে নেওয়া।

এটা কি ন্যায়বিচার হবে! সামান্য তুচ্ছ হিংসাকে কেন্দ্র করে একজন মুমিন তার ভাইয়ের প্রতি সারা বছর রাগ ও ক্ষোভ পুষে রাখবে। অথচ এই তুচ্ছ বিষয়ে এক দিনের জন্যও

শত্রুতা রাখা উচিত নয়। আপনার মুমিন ভাইয়ের হিংসার কারণে যে অনিষ্ট আপনাকে স্পর্শ করেছে, এ বিষয়ে এককভাবে তাকে দায়ী করা যাবে না। কারণ,

এক. এখানে নিয়তিরও দখল রয়েছে।

দ্বিতীয়: এখানে শয়তান এবং প্ররোচক আত্মারও বড় অংশ রয়েছে। আপনি যদি এই দুটি বিষয় মেনে নেন, তাহলে আপনার মুমিন ভাইয়ের প্রতি শত্রুতার বিপরীতে করুণা প্রদর্শন ছাড়া আর কোনো সুযোগ থাকবে না।

কারণ আপনি তাকে নিজ নফস ও শয়তানের সামনে অসহায় হিসাবে পেয়েছেন। তাই তার কর্মের জন্য তার অনুশোচনার অপেক্ষা করুন। সৎপথে ফিরে আসা কামনা করুন। (আল-মাকতুবাত, বদিউজ্জামান সাইদ নুরসি: ২২ তম মাকতুব)

ইমাম গাজালি রহিমাহুল্লাহ বলেন, হিংসা অন্তরের বড় রোগসমূহের অন্যতম। প্রত্যেক আন্তরিক রোগের চিকিৎসা ইলম ও আমল দ্বারা হয়ে থাকে। হিংসা রোগের জন্য যে ইলম উপকারী, তা এ কথা নিশ্চিতরূপে জানা যে, হিংসা হিংসাকারীর জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে আদি-অন্ত ক্ষতিকর এবং যার সাথে হিংসা করা হয়, তার দুনিয়া ও আখেরাতের কিছুই ক্ষতি হয় না; বরং উপকারই উপকার হয়। এ কথা জানার পর যদি কেউ নিজের দুশমন না হয়, তবে অবশ্যই হিংসা ত্যাগ করবে। হিংসার কারণে হিংসাকারীর যে ধর্মীয় ক্ষতি হয়, তা হলো, সে আল্লাহর বিধানে সন্তুষ্ট থাকে না এবং যে নেয়ামত তিনি আপন বান্দাদের মধ্যে বণ্টন করেছেন, তাকে খারাপ মনে করে। বলা বাহুল্য, আল্লাহর তাকদিরে রাজি না থাকার চেয়ে বড় গুনাহ ধর্মে আর কী হবে? তদুপরি হিংসা করার কারণে হিংসাকারী একজন মুসলমানের সাথে শুভেচ্ছা-মূলক ব্যবহার করে না। ফলে সে নবী-অলিগণের কাতার থেকে খারিজ হয়ে যায়। কেননা, তাঁরা আল্লাহর বান্দাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকেন। শয়তান, ইবলিস ও কাফেররা মুমিনদের অকল্যাণ কামনা করে। হিংসাকারী ব্যক্তিও অনুরূপ কাজ করার কারণে তাদের দলভুক্ত হয়ে যায়। এ সকল বিষয় হচ্ছে অন্তরের নোংরামি, যা পুণ্যকর্মকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে, যেমন অগ্নি কাঠকে খেয়ে ফেলে এবং পুণ্যকর্মের চিহ্ন এমনভাবে মিটিয়ে দেয়, যেমন রাত দিনের চিহ্ন মুছে দেয়।

দুনিয়াতে হিংসাকারীর ক্ষতি হচ্ছে, সে সর্বদা দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা ও যন্ত্রণার মধ্যে থাকে। তার শত্রুদের প্রতি যতই আল্লাহর নেয়ামত বর্ধিত হতে থাকে, ততই তার অন্তর জ্বলে-

পুড়ে ছাই হয়ে যায়। শত্রুদের নেয়ামত যতই চলতে থাকে, ততই উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা তাকে গ্রাস করতে থাকে। সে বিমর্ষ ও ব্যথিত সেজে চলাফেরা করে। তার শত্রুর জন্য যে বিষয়টি কামনা করে, তাতে নিজেই পতিত হয়। অথচ যার সাথে হিংসা, তার নেয়ামতও বিনষ্ট হয় না। বুদ্ধিমানের জন্য বুদ্ধিমনতার দাবি এটাই যে, সে হিংসা থেকে বেঁচে থাকুক। আখেরাতের আজাবের প্রতি বিশ্বাস থাকলে তো হিংসা থেকে বেঁচে থাকা আরও উত্তমরূপে সিদ্ধ হয়।

যে ব্যক্তির সাথে হিংসা করা হয়, তার দ্বীন ও দুনিয়াতে হিংসার কারণে কোনো ক্ষতি হয় না, তা বলাই বাহুল্য। কেননা, হিংসার কারণে তার নেয়ামত বিলুপ্ত হয় না, হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা কারও জন্য যে নেয়ামত নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবশ্যই থাকবে। একে প্রতিহত করার উপায় নেই।

মোটকথা, যখন হিংসার কারণে নেয়ামত দূর হয় না, তখন যার হিংসা করা হয়, তার দুনিয়াতে আর কী ক্ষতি হবে এবং আখেরাতেই তার কী গুনাহ হবে? যদি হিংসার কারণেই নেয়ামত দূর হয়ে যেত, তবে দুনিয়াতে কারও কাছে আল্লাহর তায়ালার নেয়ামত থাকত না; ঈমানের নেয়ামতও কেউ লাভ করতে পারত না। কেননা, কাফেররা তো ঈমানের উপরই মুসলমানদের সাথে হিংসা করে। যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে,

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا

গ্রন্থধারীদের মধ্যে অনেকেরই বাসনা—যদি তারা তোমাদেরকে ঈমানের পরে কাফের বানিয়ে দিতে পারে! এটা তাদের তরফ থেকে হিংসার কারণে। (সূরা বাকারা: ১০৯)

সুতরাং যদি কেউ কামনা করে, তার হিংসার কারণে অপরের নেয়ামত বিলুপ্ত হোক, তবে সে যেন এটা চায়, কাফেরদের হিংসার কারণে তার ঈমানরূপী নেয়ামত বিলুপ্ত হোক। অন্যান্য নেয়ামতের বেলায়ও এরূপ বোঝা দরকার।

খ) আমল দ্বারা চিকিৎসা:

হিংসা যা দাবি করে, কথায় কাজে তার খেলাফ করতে হবে। উদাহরণত:

•হিংসা যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিন্দা বর্ণনা করার দাবি করে, তবে মনের উপর জোর দিয়ে মুখে তার প্রশংসা করবে।

•আর যদি হিংসার কারণে অহংকার করতে মনে চায়, তবে জোরপূর্বক বিনীত ও নম্র ব্যবহার করবে।

•যদি হিংসা দান না করতে প্ররোচিত করে, তবে পূর্বে যেরূপ দান করা হতো, তার চেয়ে বেশি পরিমাণে দেওয়ার অভ্যাস করবে।

যখন মনের উপর জোর দিয়ে চেষ্টা সহকারে এসব কাজ করবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জানবে, তখন সে খুশি হয়ে যাবে এবং মহব্বত করতে শুরু করবে। তার পক্ষ থেকে মহব্বত হলে হিংসাকারী ও মহব্বত করতে বাধ্য হবে। পারস্পরিক এই ঐক্য ও মহব্বতের কারণে হিংসার বীজ সমূলে উৎপাটন হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে শয়তান হিংসাকারীকে এই বলে ধোঁকা দেয় যে, তুমি বিনয় ও প্রশংসা করলে প্রতিপক্ষের দৃষ্টিতে অক্ষম হবে, বিপজ্জনক অথবা কপট প্রতিপন্ন হবে। মানুষের উচিত শয়তানের এহেন প্রতারণায় না পড়া। বরং পরস্পরের সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ উভয়পক্ষের শত্রুতা নির্মূল করে দেয়, হিংসার দাঁত ভেঙে যায় এবং অন্তর সম্প্রীতি ও মহব্বতের দিকে ফিরে আসে। হিংসার এই চিকিৎসাটি খুবই উপকারী। কারণ, এটা অত্যাধিক তিক্ত। যে ব্যক্তি ওষুধের তিক্ততায় সবর করে না, সে আরোগ্য লাভের মিষ্টতা আস্বাদন করে না।

কষ্টদাতার প্রতি স্বাভাবিকভাবেই মানুষের ক্রোধ হয়। উদাহরণত: যদি কেউ কষ্ট দেয়, তবে তার প্রতি শত্রুতা না রাখা, অথবা সে কোনো নেয়ামতপ্রাপ্ত হলে তা খারাপ মনে না করা সম্ভব হবে না। তার ভালো-মন্দ উভয় অবস্থায় অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই হবে। এদিকে শয়তানও সর্বদা হিংসার প্রতি আকৃষ্ট করতে থাকবে। যদি হিংসার প্রেরণা প্রবল হয়ে যায় এবং ইচ্ছাকৃত কথা ও কাজে তা প্রকাশ পেতে থাকে, তবে হিংসাকারী ও পাপী সাব্যস্ত হতে হবে। আর যদি বাহ্যিক অবস্থাকে এসব বিষয় থেকে বিরত রাখ, কিন্তু অন্তরে তার নেয়ামত বিলুপ্তির আকাঙ্ক্ষা পোষণ কর এবং একে খারাপও মনে না কর, তবুও হিংসাকারী ও গুনাহগার হবে। কেননা, হিংসা অন্তরের একটি অবস্থাকে বলা হয়। হিংসার কারণে যেসব কাজ প্রকাশ পায়, যেমন গিবত, মিথ্যাচার ইত্যাদি, সেগুলো সাক্ষাৎ হিংসা নয়।

হিংসার স্থান অন্তরই, বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নয়। হ্যাঁ পার্থক্য হচ্ছে, যে হিংসা কেবল অন্তরেই থাকে এবং বাহ্যিক কথাবার্তা ও ক্রিয়াকর্মে প্রকাশ পায় না, তাতে বান্দার কোনো হক থাকে না যে, ক্ষমা করিয়ে নেওয়া ওয়াজিব হবে; বরং এই প্রকার হিংসার

কারণে হিংসাকারী ব্যক্তি শুধু আল্লাহর কাছে গুনাহগার সাব্যস্ত হয়। হিংসার কার্যাদি যেখানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ফুটে ওঠে, সেখানেই কেবল মাফ করিয়ে নেওয়া ওয়াজিব হয়।

এখন যদি কেউ বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বিরত রাখার পর অন্তর দিয়ে নেয়ামতের বিলুপ্তি কামনাও খারাপ মনে করে, তবে এটা বিবেকের পক্ষ থেকে হবে; অর্থাৎ স্বভাবের দিক থেকে নেয়ামত বিলুপ্তির যে খাহেশ পাওয়া যাবে, বিবেক তা বদলে দেবে। মানুষ দুনিয়ার আনন্দজালে জড়িত থাকলে স্বভাবকে এভাবে বদলে দেওয়া অসম্ভব।

হ্যাঁ, যদি কেউ আল্লাহ তাআলার মহব্বতে নিমজ্জিত থাকে এবং তাঁর ইশকের নেশায় মাতোয়ারা হয়ে যায়, তবে এটা সম্ভব।

এমতাবস্থায় সে মানুষের পৃথক পৃথক অবস্থার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না। সবাইকে একই দৃষ্টিতে দেখবে। সকলকে আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাদের ক্রিয়াকর্মকে আল্লাহর ক্রিয়াকর্ম মনে করবে। এ অবস্থা কারও অর্জিত হলেও সার্বক্ষণিক হয় না। বিদ্যুতের মতো এসে মুহূর্তের মধ্যে উবে যায়। এরপর অন্তর আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। অভিশপ্ত শায়তান পুনরায় তার মনে কুমন্ত্রণা নিক্ষেপ করতে থাকে। যদি কেউ এই বিতাড়িত শয়তানের মোকাবিলায় বিবেকের জোরে তার কথা অপছন্দ করে, তবে সে নিজের উপর ওয়াজিব কর্তব্য সম্পাদন করে ফেলল।

কেউ কেউ বলেন: বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হিংসা প্রকাশ না পেলে গুনাহ হয় না। হজরত হাসানকে কেউ হিংসা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন: হিংসা গোপন রাখা উচিত। এতে কোনো ক্ষতি হবে না। নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতটি হজরত হাসান থেকে 'মওকুফ' (তাঁর উক্তি) এবং 'মরফু' (রাসুলুল্লাহর উক্তি) উভয় প্রকারে বর্ণিত আছে, তিনটি বিষয় থেকে কোনো মুমিন মুক্ত হয় না; কিন্তু তার জন্য নিষ্কৃতির পথ আছে। হিংসা থেকে নিষ্কৃতির পথ হচ্ছে সীমালঙ্ঘন না করা।

কিন্তু এর অর্থ তা-ই নেওয়া উত্তম, যা আমরা উপরে বর্ণনা করেছি; অর্থাৎ অন্তরে হিংসা থাকা অবস্থায় তা খারাপ মনে করতে হবে এবং এ কারণেই বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে।

সারকথা, মানুষ যদি কেবল অন্তর দ্বারা হিংসা করে এবং বাইরে তার কোনো প্রভাব না থাকে, তবে এ ধরনের হিংসা যে গুনাহ তাতে মতভেদ আছে। আয়াত ও হাদিস দ্বারা তা-ই জানা যায়, যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা গেল, শত্রুর সাথে মানুষের অবস্থা তিন প্রকার হয়ে থাকে:

১. স্বভাবের দাবি অনুযায়ী শত্রুর অমঙ্গল চাওয়া, কিন্তু বিবেক দ্বারা এই অমঙ্গল চাওয়াকে খারাপ মনে করা এবং নিজের প্রতি রাগ করা। এই প্রকার হিংসা নিশ্চিতরূপেই মাফ। কেননা মানুষের ক্ষমতায় এর বেশি কিছু নেই।
২. অন্তরে শত্রুর নেয়ামত বিলুপ্ত হওয়ার বাসনা রাখা এবং তার অকল্যাণের ক্ষেত্রে মুখে অথবা অন্য কোনো অঙ্গ দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করা। এই প্রকার হিংসা নিশ্চিতরূপেই নিষিদ্ধ।
৩. কেবল অন্তর দ্বারা হিংসা করা, বাহ্যিক অঙ্গে তা প্রকাশ না পাওয়া; কিন্তু একে খারাপ মনে না করা। এই প্রকার হিংসার বৈধতায় মতভেদ আছে। (ইয়াহউয়াউ উলুমিদ্দিন, ইমাম গাজালি: ২/৩৭৭)

ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওজিয়া রহিমাউল্লাহ বলেন, হিংসার শিকার ব্যক্তি থেকে

হিংসুকের অনিষ্ট দূর করার দশটি পদ্ধতি:

১. আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। এবং তার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।
২. অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখা। তার আদেশ-নিষেধ পালন করা। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তাকে সকল মসিবত থেকে রক্ষা করবে। অন্যের হাতে কখনো তাকে তুলে দেবে না।
৩. ধৈর্যধারণ করবে। আল্লাহর উপর ভরসা রাখবে। আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে অভিযোগ করবে না। হিংসুকের বিপক্ষে ধৈর্য এবং আল্লাহর উপর ভরসা সবচেয়ে বড় সাহায্য।
৪. আল্লাহর উপর ভরসা করা। যে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। তার উপর ভরসাই মাখলুকের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র শক্তিশালী হাতিয়ার। যার জন্য আল্লাহ নিজেই যথেষ্ট হয়ে যান। শত্রু তার কোনো ক্ষতিই সাধন করতে পারবে না।
৫. হিংসুককে নিয়ে মোটেও চিন্তা করবে না। তার প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করবে না। তাকে নিয়ে মোটেও ভাববে না। তার প্রতি বিন্দুমাত্র ভয় লালন করবে না।
৬. আল্লাহর দিকে ফিরে আসা। তার প্রতি আন্তরিক হওয়া। আল্লাহর ভালোবাসা অন্তরে লালন করা। তাহলে হিংসুকের হিংসা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। নিজের

অন্তরকে সর্বদা আল্লাহর জিকিরে ব্যস্ত রাখতে পারবে। অন্যকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার সুযোগ পাবে না।

৭. গুনাহ থেকে তাওবা করা। ইস্তিগফার পাঠ করা। পাপের কারণেই বান্দার উপর বিপদ-আপদ আসতে থাকে। পাপ থেকে তাওবা করাই বিপদ দূর করতে পারে।

৮. বেশি বেশি সদকাহ করবে। সদকাহ বিপর্যয়কে প্রতিহত করার অন্যতম মাধ্যম। সদকাহকারীকে খুব কমই বিপদাপদ গ্রাস করতে পারে।

৯. হিংসাকারী, সীমালঙ্ঘনকারী ও অত্যাচারীর অনিষ্টের আগুনকে তাদের প্রতি অনুগ্রহের মাধ্যমে দূর করা। যখনই তারা তাদের অনিষ্টের মাত্রা বৃদ্ধি করবে, তখনই তুমি তাদের প্রতি দয়া, অনুগ্রহের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে। তাহলেই তারা নীরব হয়ে যাবে। (বাদাইউল ফাওয়াইদ, ইবনু কাইয়্যিম জাওযিয়্যা: ২৩৮/২৪৪)

হাকিমুল উম্মত হজরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহিমাউল্লাহকে এক ব্যক্তি হিংসার প্রতিকার চেয়ে প্রশ্ন করলে, উত্তরে তিনি বলেন, নিম্নোক্ত কাজগুলো তিন সপ্তাহ পর্যন্ত পালন করে চলুন। অতঃপর আমাকে অবহিত করুন।

১. যার প্রতি আপনার হিংসা হয়, তার জন্য দুআ করুন। দেখা হলে সালাম দিন।

২. নিজের বৈঠকসমূহে তার প্রশংসা করুন।

৩. সফরে যাওয়ার পূর্বে তার সাথে সাক্ষাৎ করে যান এবং আসার সময় তার জন্য কিছু না কিছু উপহার নিয়ে আসুন।

৪. মাঝে মাঝে তাকে দাওয়াত করে খানা বা চা-নাশত করান।

৫. সময়-সময় তার জন্য হাদিয়া তোহফা প্রেরণ করুন।

হিংসা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ ও পরিহারের উপায় (হিংসামুক্ত আত্না গঠন):

আজকের সমাজে আমরা প্রায়ই অন্য মানুষের জীবনের প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ করি। কেমন করে সে টাকা উপার্জন করছে; কোথা থেকে অর্থ আসে; কীভাবে বাড়ি তৈরি করছে বা গাড়ি কিনছে—এইসব বিষয়ে সমীক্ষা নেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। আর এর পরিণতি হয় হিংসা। যদি এমন কিছু সামনে আসে, যা সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক, কিন্তু নিজের জীবনে তা না থাকে, তাহলে হিংসা ছাড়া আর কী সম্ভব? এজন্য দুনিয়ার বিষয়ে সব সময় নিজের থেকে নিচের মানুষকে দেখবে। আর দ্বীনের বিষয়ে সব সময় নিজের থেকে উপরের মানুষকে দেখবে।

আবার, হিংসা যেহেতু হিংসুককে কুড়ে কুড়ে খায়, হিংসুকের অপরিমিত ক্ষতি সাধন করে, নেক আমল ধ্বংস করে দেয়, সেহেতু, হিংসুকের জন্য হিংসা পরিত্যাগ ও পরিহার করা একান্ত কর্তব্য। কী উপায় অবলম্বন করলে হিংসা পরিত্যাগ ও পরিহার করা যায় তা জানার ও মানার চেষ্টা করলে নিজেকে সমূহ ক্ষতি থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। হিংসামুক্ত আত্মা গঠনে নিম্নোক্ত উপায়গুলো অবলম্বন করা যেতে পারে:

১. লোভ সংবরণ:

বৈষয়িক উপকরণ বেশি বেশি পাওয়ার লোভ সংবরণ করা। বেশি পাওয়ার লোভ থেকে যার বেশি আছে তার প্রতি হিংসা সৃষ্টি হয়। নিজেও বেশি অর্জন করার জন্য অসম অনৈতিক পথ অবলম্বন করে এবং যার বেশি আছে তার অনিষ্ট কামনা করে ও তাকে হিংসা করে। অপরের থেকে বেশি পাওয়ার লোভ ও ধান্দা মানুষকে বিভ্রান্তি ও ভুলের মধ্যে নিক্ষেপ করে। বিভ্রান্তি একপর্যায়ে তাকে খারাপ তথা নিকৃষ্ট পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। আল কুরআনের সূরা "আত তাকাছুর" সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। আল্লাহ তা'আলা বলছেন,

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ(ُ)

حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ(َ)

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ(َ

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ(َ)

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ(ِ)

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ(َ)

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ(ِ)

﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾

অর্থ : একজন অপরজন থেকে বেশি পাওয়ার ধান্দা তোমাদেরকে ভুল-ভ্রান্তিতে ফেলে রেখেছে।

এমনকি (দুনিয়ার উপকরণ লাভের এ চিন্তা-ধান্দা নিয়েই) তোমরা কবরে পৌঁছে যাও।

কখনো নয়! শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। আবার (শোনো) কখনো নয়! শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।

কখনো নয়! যদি তোমরা বিশ্বাসযোগ্য ইলমের ভিত্তিতে (তোমাদের এ চাল-চলনের কুফল) জানতে পারতে (তাহলে তোমরা এভাবে চলতে পারতে না)।

অবশ্যই তোমরা দোযখ দেখতে পাবে। আবার (শোনো) তোমরা তা এমনভাবে দেখবে, যা চাক্ষুষ ইয়াকীণে পরিণত হবে।

তারপর সে দিন (দুনিয়ার) সব নিয়ামত সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

(সূরা আত্-তাকাছুর: ১-৮)

ইমাম বুখারী ও ইবনে জারির (রহ:) উবাই ইবনে কা'ব (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন—

لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ لَتَمَنَّى وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ

অর্থ : "যদি আদম সন্তানের কারো দুটি উপত্যকা থাকে তা হলে সে তৃতীয় উপত্যকার আকাঙ্ক্ষা করবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছুতে ভর্তি হবে না।"

অর্থাৎ কবরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সে পরিতৃপ্ত হবে না। এ কথা সাধারণভাবে সকল আদম সন্তানের জন্য প্রযোজ্য হলেও হিংসুক এক্ষেত্রে বেশি অগ্রসর, কারণ বেশি পাওয়ার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাই হিংসার দিকে ধাবিত করে। লম্বা লম্বা আশা ও দুনিয়ার মোহ দুর্ভাগাদের বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে, নৈতিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তি এবং ঈমানদার ব্যক্তি অতি লাভের আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত এবং আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعَةٌ مِنَ الشَّقَاءِ: جُمُودُ الْعَيْنِ، وَقَسْوَةُ الْقَلْبِ، وَطُولُ الْأَمَلِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الدُّنْيَا.

অর্থ : বিশিষ্ট সাহাবী আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, চারটি জিনিস দুর্ভাগ্যের অন্তর্ভুক্ত। দূর-দৃষ্টি তথা গভীর উপলব্ধি না থাকা, অন্তরে কাঠিন্যতা তথা পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হওয়া, লম্বা লম্বা আশা বা অতি আশা করা এবং দুনিয়ার প্রতি মোহাবিষ্ট হওয়া।”

লোভীর লোভের কারণে রিযক তাড়াতাড়ি আসে না। আবার আল্লাহ তা‘আলা যা বরাদ্দ করেছেন তা অপছন্দ করলেও ফিরিয়ে নেয়া হয় না। আল্লাহর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। সুতরাং আল্লাহ যা দিয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। রাসূল ﷺ বলেছেন:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تُرْضِيَنَّ أَحَدًا بِسَخَطِ اللَّهِ، وَلَا تَحْمَدَنَّ أَحَدًا عَلَى فَضْلِ اللَّهِ، وَلَا تَذُمَّنَّ أَحَدًا عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ، فَإِنَّ رِزْقَ اللَّهِ لَا يَسُوقُهُ إِلَيْكَ حِرْصُ حَرِيصٍ، وَلَا يَرُدُّهُ عَنْكَ كَرَاهِيَةُ كَارِهٍ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِقِسْطِهِ وَعَدْلِهِ جَعَلَ الرَّوْحَ وَالْفَرَحَ فِي الرِّضَا وَالْيَقِينِ، وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ فِي السَّخَطِ. (الطبراني(

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করো না। আল্লাহ তোমাকে যা দেননি, তার জন্য কারো নিন্দা করো না। কেননা, কারো লোভের কারণে জীবিকা আগমন ত্বরান্বিত হয় না। কারো অপছন্দের কারণে তা প্রত্যাহার করা হয় না। আল্লাহ তা‘আলা নিজ ন্যায় বিচারের গুণেই দৃঢ় প্রত্যয় ও সন্তোষের ভেতরে তার রহমত ও শান্তি নিহিত রেখেছেন এবং অসন্তোষের মধ্যে দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা নিহিত রেখেছেন। (তাবারানী)

বেশি পাওয়ার লোভ না থাকলে এবং আল্লাহ যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকলে অন্যের প্রাচুর্য ও সম্মান-মর্যাদাকে হিংসা না করে হিংসামুক্ত আত্মা গঠনে সক্ষম হবে।

২. কল্যাণকামী মানসিকতার অধিকারী হওয়া:

হিংসা পরিত্যাগ ও পরিহার করার আরেকটি উপায় হচ্ছে- আগ্রাসী ও আধিপত্যবাদী মানসিকতা পরিহার করে সহযোগী, হিতাকাঙ্ক্ষী, কল্যাণকামী ও সহযাত্রী বা সহগামী হওয়ার মানসিকতা পোষণ করা। অপরের উপর নিজের প্রাধান্যের লিপ্সা না করে অপরকে নিজের উপর প্রাধান্য দেয়া।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) নিজের প্রয়োজনকে তুচ্ছ ও গৌণ মনে করে অপর ভাইয়ের প্রয়োজনকে মুখ্য মনে করতেন এবং নিজের উপর অপরকে প্রাধান্য দিতেন। নিজে পাওয়ার জন্য আগ্রাসীতো হতেনই না বরং নিজের অধিকারটুকু পর্যন্ত ছেড়ে দিতেন। তাদের প্রশংসা করে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
অর্থ : তাদের নিজেদের যত অভাবই থাকুক তারা নিজেদের তুলনায় অপরকে প্রাধান্য দেয়। যারা মনের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত আসলে তারাই সফলকাম। (সূরা হাশর- ৯)

অপর ভাইকে হিংসা না করে বরং অপরের কল্যাণে কাজ করলে যেমনি হিংসামুক্ত আত্ম গঠন করা যায় ঠিক তেমনি লাভ করা যায় দুনিয়া আখিরাতের প্রভূত কল্যাণ। এব্যাপারে মহানবি ﷺ এর নিম্নোক্ত হাদিসটি প্রণিধানযোগ্য।

سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ". (رواه مسلم وترمذى(
অর্থ : হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবি করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের পার্থিব কষ্টসমূহের মধ্য থেকে একটি কষ্ট দূর করে দিবে, মহান আল্লাহ তার কিয়ামতের দিনের কষ্টসমূহের মধ্য হতে একটি কষ্ট দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন অভাবির অভাব লাঘব করে দিবে মহান আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার অভাব লাঘব করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, মহান আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। বান্দা যতক্ষণ তার অপর মুসলিম ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকবে, আল্লাহও ততক্ষণ তার সাহায্য-সহায়তা করতে থাকবেন। যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করার উদ্দেশ্যে কোন পথ অবলম্বন করে, মহান আল্লাহ এর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতের দিকের একটি পথ সহজ করে দিবেন। যখন কোনো একদল লোক আল্লাহ তা'আলার ঘরসমূহের কোনো একটি ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করতে থাকে এবং পরস্পর আলোচনা করতে থাকে, তখন তাদের উপর শান্তি ও স্বস্তি নাযিল হতে থাকে। রহমত তাদেরকে ঢেকে দেয়, ফেরেশতাগণ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখে এবং মহান আল্লাহ তার নিকটস্থদের (ফেরেশতাদের) নিকট তাদের আলোচনা করেন। যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয় তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারে না। (মুসলিম ও তিরমিজি)

৩. হৃদ্যতা-ভালোবাসার অধিকারী হওয়া:

অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, সম্মানবোধ ও মমত্ববোধ হিংসাত্মক মনোভাব দূর করে। সম্মান-শ্রদ্ধা ও মমতা অন্যের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করে। ভালোবাসা ও হৃদ্যতা সৃষ্টি করে। হৃদ্যতা-ভালোবাসা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নেয়ামত। যার অন্তরে মমতা-ভালোবাসা নেই সে আল্লাহর এ বিশেষ নেয়ামত থেকে বঞ্চিত। যে মু'মিনের অন্তরে ভালোবাসা নেই তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। রাসূল ﷺ বলেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ مُؤْلَفٌ وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ (مسند احمد و بيهقى)

অর্থ : হযরত আবু হোরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল ﷺ বলেছেন, মু'মিন ভালোবাসা হৃদ্যতার আধার। তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই যে কাউকে ভালোবাসে না এবং তাকেও কেউ ভালোবাসে না। (মুসনাদ আহমদ, বায়হাকী)

ভালোবাসা যে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নেয়ামত এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ

অর্থ : তিনি সেই সত্তা যিনি আপনাকে এবং মু'মিনদেরকে নিজ থেকে সাহায্য করেছেন এবং তাদের অন্তরে পরস্পরের প্রতি মমত্ববোধ-ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন। আপনি যদি পৃথিবীর সকল সম্পদ ব্যয় করতেন, তাহলেও তাদের অন্তরে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করতে পারতেন না। কিন্তু আল্লাহই তাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (সূরা আল আনফাল- ৬৩)

হৃদয় থেকে যখন মমতা-ভালোবাসা, সম্মান-শ্রদ্ধাবোধ উঠে যায় তখন সে হৃদয়ে হিংসা জায়গা করে নেয়। আর হিংসুক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।

৪. অহংকার ও জাত্যাভিমান পরিহার করা:

অহংকার তথা জাত্যাভিমান হচ্ছে- নিজেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা, অন্যের তুলনায় নিজেকে সাধু হিসেবে উপস্থাপন করার লিপ্সা, নিজে ছাড়া অন্য কাউকে কৃতিত্বের ভাগ দিতে না চাওয়া অথবা অন্যের কৃতিত্ব স্বীকার করার মতো উদারতা না থাকা; কিংবা অন্যের কৃতিত্বকে নিজের কৃতিত্বের ভাণ্ডারে নিয়ে গর্ব করা। সর্বোপরি অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করে নিজেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করাই হচ্ছে জাত্যাভিমান তথা অহংকার। এ অহংকার ও

জাত্যাভিমান পরিহার করতে পারলে হিংসা থেকে দূরে থাকা যায়। পৃথিবীতে অহংকার বশত দম্ভভরে না চলার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

অর্থ : পৃথিবীতে দম্ভভরে চলাফেরা করিও না। নিশ্চয়ই কখনো তুমি জমিন বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং কখনো লম্বা হয়ে পাহাড় ধরতে পারবে না। (বনি ইসরাইল- ৩৭)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

অর্থ : মানুষের দিক থেকে তোমার চেহারা ফিরিয়ে কথা বলো না এবং পৃথিবীতে অহংকারের সাথে চলো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো অহংকারী-দাম্ভিক ব্যক্তিদের পছন্দ করেন না। (লুকমান- ১৮)

যে অহংকার করে সে নীচু, হীন ও অধম ব্যক্তিতে পরিণত হয়। শয়তান অহংকার করার কারণে আল্লাহ শয়তানকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ

অর্থ : তুই এখান থেকে নেমে যা। এখানে তোর বড়াই করার কোনো অধিকার নেই। বের হয়ে যা। নিশ্চয়ই তুই হীন, নীচু ও অপমানিতদের অন্তর্ভুক্ত। (আল আরাফ- ১৩)

অহংকার শয়তানী চরিত্রের নাম। আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

অর্থ : তারপর আমি যখন ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিলাম, 'আদমের সামনে নত হও' তখন ইবলিস ছাড়া সবাই নত হলো। সে অস্বীকার করল ও অহংকার প্রকাশ করল এবং কাফেরদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল। (সূরা বাকারা- ৩৪)

অহংকারীদের জন্য রয়েছে কঠিন ও কঠোর শাস্তি। আল্লাহ বলেন,

وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

অর্থ : আর যারা দাসত্ব করতে সংকোচ করে এবং অহংকার করে, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে। (নিসা- ১৭৩)

মহান আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

অর্থ : যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয় এবং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তারাই দোযখের অধিবাসী। তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। (সূরা আরাফ- ৩৬)

অহংকারীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ

অর্থ : নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করেছে এবং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে তাদের জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে না। তাদের জান্নাতে যাওয়া তেমনি অসম্ভব, যেমন সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে উটের ঢুকে যাওয়া অসম্ভব। অপরাধীদের আমি এমন বদলাই দিয়ে থাকি। (সূরা আরাফ- ৪০)

মহানবি ﷺ এর বাণীতেও আমরা অহংকার এর কুফল ও খারাপ পরিণতি সম্পর্কে জানতে পারি। মহানবি ﷺ বলেছেন,

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: فِيَّ الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: فِيَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ. فَقَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا: إِنَّكِ الْجَنَّةُ رَحْمَتِي، أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي، أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا (رواه مسلم(

অর্থ : আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবি করিম ﷺ বলেন, বেহেশত ও দোযখের মধ্যে বিতর্ক হলো। দোযখ বলল, অহংকারী ও উদ্ধত যারা তারাই আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। বেহেশত বলল, আমার মধ্যে ঐসব লোক প্রবেশ করবে, যারা দুর্বল, মিসকীন ও অসহায়। আল্লাহ উভয়ের মাঝে ফয়সালা করে দিলেন, জান্নাত! তুমি আমার রহমত। যার প্রতি রহম করার ইচ্ছা আমার হবে তোমাকে দিয়ে আমি তার প্রতি রহম করব। আর জাহান্নাম! তুমি আমার শাস্তি। যাকে আমি ইচ্ছা করব, তোমার দ্বারা তাকে শাস্তি দিব। তোমাদের উভয়কে পূর্ণ করা আমার দায়িত্ব। (মুসলিম শরীফ)

অপর একটি হাদিসে অহংকারের প্রকৃতি এবং অহংকারী যে, জান্নাতে যেতে পারবে না সে ঘোষণা দিয়ে রাসূল ﷺ বলেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ

ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ (رواه مسلم(

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এক

ব্যক্তি বললেন, কেউ যদি লেবাস-পোশাক ও জুতা সুন্দর হওয়া পছন্দ করে? (সেটা কি অহংকার হবে?) রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ অবশ্যই সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। অহংকার হলো সত্য উপেক্ষা করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। (মুসলিম)

৫. সমসুখী ও সমব্যথী হওয়ার মানসিকতা তৈরি:

অপরের সুখে সুখী এবং অপরের দুঃখে দুঃখী হওয়ার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। কারো সুখে ব্যথিত হওয়া এবং কারো দুঃখে উল্লসিত হওয়া বা খুশি হওয়া মু'মিন-মুসলিমের বৈশিষ্ট্য নয়। বরং অপরের সুখ-দুঃখে অংশীদার হওয়াই ঈমান, ইসলাম ও মানবতার দাবী। এক মুসলিমের কর্তব্য হচ্ছে অপর মুসলিমের সুখ-দুঃখে অংশ গ্রহণ করা।

হাদিসে রাসূলে যেটিকে এভাবে বলা হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ، قِيلَ: مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ, وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ, وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ (رواه مسلم(

অর্থ : হযরত আবু হোরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, মুসলমানদের একের উপর অন্যের ছয়টি হক রয়েছে। জিজ্ঞেস করা হলো হে আল্লাহর রাসূল ﷺ সেগুলো কী? রাসূল ﷺ বললেন, যখন তুমি কোনো মুসলমানের সাক্ষাৎ লাভ করবে তখন তুমি সালাম দিবে। যখন তোমাকে কেউ দাওয়াত দেয়, তার দাওয়াত কবুল করবে। কেউ উপদেশ চাইলে উপদেশ দিবে। হাঁচি দিয়ে যখন কেউ 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবে তুমি তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে। কেউ অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাবে আর কেউ মরে গেলে তার সালাতুল জানাযা ও দাফনে অংশগ্রহণ করবে। (মুসলিম, ১. হাদিসের আলোকে মানব জীবন ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৭৪)

আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণিত আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে—

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ (متفق عليه(

অর্থ : এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের পাঁচটি অধিকার রয়েছে। সালামের উত্তর দেয়া, অসুস্থকে দেখতে যাওয়া, জানাযার পেছনে যাওয়া ও হাঁচির জবাব দেয়া। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নিলে অন্তরে হিংসা জমাট বাঁধতে পারে না। কারো সুখে আনন্দ প্রকাশ করে শুকরিয়া আদায় করা উচিত এবং কারো দুঃখ প্রশমিত করার জন্য বা কমানোর জন্য চেষ্টা করা উচিত। রাসূল ﷺ বলেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً
فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". (البخارى ওالمسلم)

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, মুসলমান পরস্পরের ভাই, সুতরাং সে তার উপর কোনো রকম জুলুমও করতে পারে না এবং তাকে অসহায় অবস্থায়ও ফেলতে পারে না। আর যে তার মুসলিম ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, আল্লাহ তার অভাব পূরণ করবেন। অনুরূপভাবে, যে কোনো মুসলিমের দুঃখ দূর করে দিবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দুঃখ দূর করে দিবেন। আর যে কোনো মুসলিমের দোষ গোপন করে রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষও গোপন করে রাখবেন। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ) (১. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৭৬)

মু'মিনগণ পরস্পর অখণ্ড দেহের মতোই সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ভালো-মন্দ অনুভব করে। মহানবি ﷺ একটি চমৎকার উপমার সাহায্যে তা বর্ণনা করেছেন। রাসূল ﷺ বলেন,

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى". (بخارى ও مسلم)

অর্থ : হযরত নুমান ইবনে বশীর (রা.) রাসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেন 'তোমরা মু'মিনদেরকে পারস্পরিক সহায়তা, বন্ধুত্ব-ভালোবাসা এবং পারস্পরিক দুঃখ-কষ্টের অনুভূতিতে এমনি দেখতে পাবে, যেন একটি দেহ। যদি তার একটি অঙ্গ রোগাক্রান্ত হয়, তবে তার সাথে গোটা দেহ জ্বর ও রাত্রি জাগরণের মাধ্যমে তাতে

অংশগ্রহণ করে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ) (খুররম মুরাদ, পারস্পরিক সম্পর্ক, পৃষ্ঠা: ৬৭)

মহানবি ﷺ মু'মিনদের একে অপরের প্রতি সহায়তাকে অখণ্ড বিল্ডিংয়ের সাথে তুলনা করেছেন, বিল্ডিংয়ের একটি ইট অপরটির সহায়ক ও সাহায্যকারী এবং এর ভিত্তিতেই পরস্পর জড়াজড়ি করে টিকে থাকে। কোনো ইট খারাপ বা দুর্বল হলে, এক সময়ে তা অন্যান্য ইটগুলোর জন্য ক্ষতিকর হবে। বন্ধন ছুটে গিয়ে গোটা বিল্ডিংই ঝুঁকির মধ্যে পড়বে, যদি তা মেরামত বা সংস্কার করা না হয়। মহানবি ﷺ বলেন,

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ (بخارى و مسلم(

অর্থ : হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, এক মু'মিন আরেক মু'মিনের জন্য বিল্ডিং স্বরূপ, যার একাংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে। এরপর রাসূল ﷺ এক হাতের আঙ্গুলিকে অপর হাতের আঙ্গুলের মধ্যে স্থাপন করলেন। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

উপর্যুক্ত হাদিসসমূহের আলোকে কোনো মুসলিম যদি তার অপর ভাইয়ের কল্যাণকামী হয়, তার সুখে আনন্দ অনুভব করে, তার সম্মানে নিজেকেও সম্মানিতবোধ করে, কেউ তার প্রশংসা করলে নিজের কাছে তৃপ্তি অনুভব হয়, কেউ অসুস্থ হলে কিংবা কোনো বেদনায় নিপতিত হলে মনের মধ্যে কষ্ট অনুভব করে এবং তা লাঘবে সচেষ্ট হয় তাহলে তার মধ্যে অপর ভাইয়ের প্রতি হিংসা সৃষ্টি হতে পারে না। হিংসা পরিত্যাগ করে হিংসামুক্ত জীবন গড়তে সক্ষম হয়।

পক্ষান্তরে, কেউ যদি অপর ভাইয়ের ক্ষতি কামনা করেন, অপরের সম্মান দেখে কাতর হয়ে পড়েন, কেউ অপরের প্রশংসা করলে অসহ্য জ্বালাতন হয়ে ওঠেন এবং কেউ বিপদে পড়লে খুশি হন তাহলে বুঝতে হবে তার অন্তর হিংসায় পরিপূর্ণ। তার নেক আমলসমূহ হিংসার আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে তিনি অপরিহার্য ক্ষতির সম্মুখীন। হে আল্লাহ, আমাদেরকে হিংসুক এবং হিংসার আগুন থেকে হেফাজত করুন। আমিন!

৬. বেশি বেশি দান করার অভ্যাস গড়ে তোলা:

দান করার মাধ্যমে মানুষের আত্মা প্রশস্ত হয়। পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বর্জন করে দেয়ার অভ্যাস গড়ে তুললে হৃদয়ের সংকীর্ণতা দূরীভূত হয়ে হৃদয়ে প্রশস্ততা ও দয়া সৃষ্টি হয়। আর দয়া-দাক্ষিণ্য ও বদান্যতা মানুষকে হিংসুক হতে বাঁধা দেয়। কারণ দান, দয়া-দাক্ষিণ্য মানুষের হৃদয়কে প্রশস্ত করে আর হিংসার জন্ম হয় সংকীর্ণতা থেকে।

হৃদয় প্রশস্ত থাকলে সেখানে হিংসা স্থান পায় না। সংকীর্ণ, হীন ও অপ্রশস্ত হৃদয়ই হিংসার উৎসস্থল। তাই দান করার মাধ্যমে অন্তরকে প্রশস্ত করে হিংসা থেকে মুক্ত থাকা যায়। দান করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা ও ফজিলতের বিষয়ে অসংখ্য আয়াত ও হাদিস রয়েছে। নিচে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

অর্থ : যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ হলো, যেমন একটি বীজ বপন করা হলো এবং তা থেকে সাতটি ছড়া বের হলো; যার প্রত্যেকটিতে একশটি শস্যদানা রয়েছে। আল্লাহ যাকে চান বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ হচ্ছেন উদারহস্ত ও সর্বজ্ঞ। (সূরা আল বাকারা: ২৬১)

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অর্থ : যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর যা ব্যয় করেছে তার অনুগ্রহের কথা বলে বেড়ায় না আর কাউকে কষ্টও দেয় না। তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে প্রতিদান। তাদের কোনো ভয়, মর্মবেদনা ও দুঃখ থাকবে না। (আল বাকারা: ২৬২)

وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

অর্থ : ব্যয় করতে থাক; তোমাদের জন্যই তা কল্যাণকর। যারা নিজেদের আত্মাকে কৃপণতা ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত রেখেছে, তারাই সফল ও কৃতকার্য। (আত্-তাগাবুন: ১৬)

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

অর্থ : শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং অশ্লীল ও নির্লজ্জতার ব্যাপারে প্রলুব্ধ করে কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে তার ক্ষমা ও অনুগ্রহের আশ্বাস দেন। আল্লাহ উদারহস্ত ও মহাজ্ঞানী। (সূরা আল বাকারা: ২৬৮)

সময়-সুযোগ থাকতে আল্লাহর পথে ব্যয় করে পুণ্যময় জীবন গড়ার তাগিদ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ
وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

অর্থ : আমি তোমাদেরকে যে রিযক দিয়েছি, তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই তা থেকে তোমরা খরচ কর। কারণ, মৃত্যুর সময় সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে কেন আরেকটু সময় দিলে না? তাহলে আমি দান করতাম ও নেক লোকদের মধ্যে শামিল হতাম। অথচ, যখন কারো সময় পূর্ণ হয়ে যায় তখন আল্লাহ কখনো কোনো লোককে আর সময় দেন না। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তার খবর রাখেন। (সূরা আল মুনাফিকুন: ১০-১১)

দান করার ব্যাপারে মহানবি ﷺ এর অসংখ্য হাদিস রয়েছে। তার মাঝ থেকে নিচে কয়েকটি উল্লেখ করলাম-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, হে আদম সন্তান! তুমি দান কর, আমিও তোমাকে দান করবো। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

وَعَنْ أَبِي يَحْيَى خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ"

অর্থ : হযরত আবু ইয়াহইয়া খুরীম ইবনে ফাতিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে আল্লাহর পথে একটি জিনিস দান করল, তার জন্য শতগুণ সাওয়াব লেখা হবে। (তিরমিযি)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا (بخارى ও مسلم(

অর্থ : হযরত আবু হোরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, যখন আল্লাহর বান্দারা প্রত্যুষে জাগে তখন দুইজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়। তাদের একজন বলতে থাকেন, 'হে আল্লাহ! তুমি দাতা ব্যক্তিকে প্রতিদান দাও।' আর অন্যজন বলতে থাকেন, 'হে আল্লাহ! কৃপণ ব্যক্তিকে লোকসান দাও।' (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

৭. আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীর তথা ভাগ্য বিধানে সন্তুষ্ট থাকা:

তাকদীরের লিখন অবধারিত। যা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত ও বন্টিত। আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বন্টিত ভাগ্য বিধানে সন্তুষ্ট থাকলে অন্যের ভালো দেখে নিজ হৃদয়ে হাহাকার ও হতাশা সৃষ্টি হবে না এবং হিংসাও জন্মাবে না। আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থেকে সর্বদা তাকেই স্মরণ করবে, তার কাছেই চাইবে। ফলে অন্তরে হেদায়াতের আলো জ্বলে উঠবে এবং অন্তর প্রশস্ত ও প্রশান্তময় হবে। ফলে সে হিংসার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবে।

৮. অল্পে তুষ্টি লাভ করা:

অল্প পেয়ে খুশি হতে না পারলে হৃদয়ের মধ্যে আরো বেশি পাওয়ার হাহাকার সৃষ্টি হয় আর ঐ হাহাকার থেকে সৃষ্টি হয় অপরের প্রাপ্ত বা অর্জিত জিনিসের প্রতি লোভ বা হিংসা; যা ব্যক্তিকে অতৃপ্ত, তৃষ্ণার্ত, অসহিষ্ণু ও অস্থির করে তোলে এবং যা ব্যক্তির মনের শান্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে দেয়। তাই তার থেকে বেশি প্রাপ্ত ব্যক্তিকে হিংসা করে সে প্রশান্তি লাভ করার চেষ্টা করে। কিন্তু হিংসার মাধ্যমে কখনো অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয় না। বরং তার অন্তর আরো সংকীর্ণ ও অশান্ত হয়ে যায় এবং ভালো কাজগুলোর গুণাগুণও নষ্ট হয়ে যায়। অতএব, হিংসা হতে মুক্তি লাভ করতে হলে অল্পে তুষ্ট থাকতে হবে। রাসূল ﷺ বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِي)

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেন, সম্পদের প্রাচুর্য মানুষকে ধনী বানায় না। প্রকৃতপক্ষে সেই ধনী যে অন্তরের দিক থেকে প্রশস্ত, অর্থাৎ যে উদার হৃদয়ের অধিকারী। (হাদিসের আলোকে মানব জীবন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮)

৯. আত্মপ্রীতি, আত্মতৃপ্তি ও আত্মতুষ্টি পরিহার:

হিংসুক আত্মপ্রীতি, আত্মতৃপ্তি ও আত্মতুষ্টিতে ভোগেন। তিনি নিজের গুণে নিজেই মুগ্ধ। নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে তিনি পছন্দ করেন না। অন্য কারো সৌন্দর্য তিনি দেখেন না। অন্য কারো ভালো গুণ তার অসহ্য। নিজের ছাড়া অন্য কারো প্রশংসা কিংবা কৃতিত্ব শুনলে তার মেজাজ বিগড়ে যায়। নিজেকে দুর্বলতা ও ত্রুটির উর্ধ্বে মনে করেন। নিজের কোনো দোষ তিনি দেখেন না বা খুঁজে পান না। যার কারণে তিনি সর্বদা পরসমালোচনা ও পরনিন্দায় মুখর থাকেন। আত্ম-সমালোচনার চিন্তা বাদ দিয়ে অন্যকে ছোট, হীন ও হেয় করার চিন্তায় অন্যের দোষ ধরতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আত্মতৃপ্ত ও আত্মতুষ্ট ব্যক্তি সংশোধন ও উন্নত হওয়ার সুযোগ পান না। কারণ, তিনি নিজ প্রেমেই আত্মহারা। তিনি কাউকে নিজের চেয়ে ভালো মনে করেন না বলে তার ভালো হওয়ার ও উন্নত হওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তার উন্নতির পথে তিনি নিজেই বাঁধা। অথচ, তিনি এর জন্য অন্যকে দায়ী করেন। কেউ যখন তার উপর প্রাধান্য লাভ করে, তখন তিনি মনে করেন, তার মতো ভালো ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে অন্যকে কেন প্রাধান্য দেয়া হলো কিংবা অন্যে কেন প্রাধান্য পেলেন? আর এ চিন্তা থেকেই প্রাধান্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তিনি হিংসা করেন। অথচ এ প্রাধান্য প্রাপ্তির জন্য ঐ ব্যক্তি দায়ী নয়। আত্মতৃপ্ত, আত্মপ্রীতি ও আত্মতুষ্ট হিংসুকের মনের সংকীর্ণতাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত ঐ ব্যক্তিকে হিংসা করতে প্রলুব্ধ করেছে। সুতরাং হিংসা পরিহার করতে চাইলে আত্মপ্রীতি, আত্মতৃপ্তি ও আত্মতুষ্টির মতো মানসিক সংকীর্ণতা জনিত বদ গুণ বর্জন করতে হবে।

১০. হীনমন্যতা, কৃপণতা, সংকীর্ণতা ও নীচু মানসিকতা পরিহার:

নিজে ছাড়া অন্য কারো স্বার্থ না বোঝা, অন্যের ভালো কিছুর স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠাবোধ করা, অপরকে সহ্য না করা, তাকে বঞ্চিত করে নিজে পেতে চাওয়া, অপরের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করা, কারো অকল্যাণ কামনা করা, কারো দোষ কিংবা খুঁত বের করতে সচেষ্ট থাকা এবং অপরিহার্য ও প্রয়োজনীয় কাজে খরচ না করার প্রবণতা ইত্যাদি হচ্ছে হীনমন্যতা, কৃপণতা, সংকীর্ণতা ও নিচু মানসিকতার পরিচায়ক।

এ ধরণের মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে খুব সহজেই হিংসা জন্ম নেয়। কারণ, হিংসার জন্মস্থান ও উৎসস্থল হলো নীচু মন ও সংকীর্ণ হৃদয়। অন্তরকে হিংসামুক্ত করতে হলে এ ধরণের নীচুতা, হীনতা, কৃপণতা ও সংকীর্ণতা মুক্ত হতে হবে। অন্তরকে প্রশস্ত ও উদার করতে হবে। নিজের অন্তরে অপরকে জায়গা করে দিতে হবে। অপরের

সম্মান-মর্যাদায় আঘাত করা থেকে বিরত থাকতে হবে। সামনে, পিছনে নিন্দা করার মতো নির্লজ্জ আচরণ পরিহার করতে হবে। হীনমন্য ও কৃপণ লোকেরাই তা করে থাকে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَيۡلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٖ لُّمَزَةٍ
ٱلَّذِي جَمَعَ مَالٗا وَعَدَّدَهُۥ

অর্থ : ধ্বংস এমন প্রতিটি লোকের জন্য যে সামনাসামনি ও পেছনে নিন্দা করে বেড়ায়। যে সম্পদ জমা করে ও গুনে গুনে রাখে। (হুমায়াহ: ১-২)

এ আয়াত দুটিতে সংকীর্ণ ও নীচু প্রকৃতির মানুষ এবং কৃপণ লোকদের আচরণ প্রকাশ পেয়েছে। তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথাও বলা হয়েছে। অন্তরের সংকীর্ণতা পরিহার করার জন্য মহানবি ﷺ বলেছেন,

عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ " خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا"

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, সাবধান! সংকীর্ণতা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, অন্তরের সংকীর্ণতা তোমাদের পূর্ববর্তী অনেককে ধ্বংস করেছে। তাদেরকে কৃপণতা করতে বলেছে, তারা তাই করেছে। তাদেরকে তাদের মানুষের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করতে বলেছে, তারা তাই করেছে। তাদেরকে পাপাচারে জড়াতে বলেছে, তারা তাই করেছে। (মুসনাদ আহমাদ- ২/১৬০ ও ১৯৭, সুনানে আবু দাউদ- ১৬৯৮)

হিংসার শিকার হওয়া থেকে বেঁচে থাকার উপায়:

হিংসুকের হিংসার শিকার হওয়া থেকে বেঁচে থাকার বা মুক্ত থাকার সেরকম কোনো উপায় নেই। কারণ, যে কারণে বা যে বিষয়ে তাকে হিংসা করা হয় তা বর্জন করা ব্যক্তির পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। ব্যক্তির কোনো গুণ, যোগ্যতা বা প্রাপ্ত কোনো নেয়ামতের কারণেই তাকে হিংসা করা হয়; যা হিংসুকের নেই। যে যত বেশি গুণী, উন্নত, সমৃদ্ধ ও নেয়ামত প্রাপ্ত তিনি তত বেশি হিংসার শিকার হবেন। হিংসার শিকার হওয়া থেকে বেঁচে থাকা বা মুক্ত থাকতে চাওয়ার মানে হচ্ছে, হিংসুক যে কারণে হিংসা করে তা বর্জন করা। আর তা হচ্ছে তার গুণাবলী, উন্নতি, যোগ্যতা ও প্রাপ্ত নেয়ামতসমূহ বর্জন

করা। অর্থাৎ এগুলো থেকে মুক্ত হয়ে আপন ইচ্ছায় অধঃপতনের দিকে চলে যাওয়া। যা কোনো মানুষের পক্ষেই স্বাভাবিক নয়। কেউ চায় না উন্নতির সোপান থেকে অনুন্নতির সোপানে নেমে আসতে। চায় না ভালো গুণাবলি, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও নেয়ামত বিসর্জন দিয়ে ধ্বংসের গর্তে পা ফেলতে। কারণ, এসব কিছু করুণা করে আল্লাহ তা'আলাই তাকে দান করেছেন। এসব বিসর্জন দিয়ে হিংসুককে সন্তুষ্ট করার মধ্যে সামান্যতম কল্যাণও নেই। নিজের প্রাপ্ত নেয়ামতের ধ্বংস কামনা করা ও বিসর্জন দেয়া কোনোভাবেই স্বাভাবিক ও বৈধ নয়। আর এসবের অধিকারী হওয়ার জন্যতো ব্যক্তি দায়ী নয়। ব্যক্তি তা বিসর্জন দিবে কোন যুক্তিতে? সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তির কাছে হিংসাযোগ্য কোনো গুণাবলি কিংবা নেয়ামত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি অবশ্যই হিংসুকের হিংসার শিকার হবেন। হিংসুককে রোধ করার কোনো উপায় তার থাকবে না। নবী-রাসূলগণও হিংসার শিকার হওয়া থেকে বাঁচতে পারেননি। তবে হিংসার শিকার হওয়ার পর মানসিক যে নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা থেকে উত্তরণের জন্য এবং হিংসার কুপ্রভাব, অস্বস্তি ও প্রকোপ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে:

১. মানসিক দৃঢ়তা অবলম্বন:

হিংসা-বিদ্বেষের শিকার হওয়ার কারণে মানসিক দুর্বলতা আসতে পারে। এ ক্ষেত্রে মানসিক শক্তি অর্জন করে দৃঢ়তার পরিচয় দিতে হবে। মনে শক্তি সঞ্চয় করে হিংসার আক্রমণ মোকাবেলা করতে হবে। একজন ঈমানদার ব্যক্তি দৃঢ়তা অবলম্বন করার গুণ অর্জন করে থাকে। ঈমানই তাকে দৃঢ়তা ও মনোবলের অধিকারী বানায়, ঈমানই তাকে অন্যায় আক্রমণ, অপবাদ, অপ-প্রচার ও শত্রুতার মোকাবেলায় মানসিকভাবে ভেঙে না পড়ে দৃঢ় থাকতে শেখায়। ঈমানদারদের দৃঢ়তার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَ لَا تَحْزَنُوْا وَ اَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ

অর্থ : নিশ্চয় যারা ঘোষণা করেছে, আল্লাহ আমাদের রব, অতঃপর তার উপর দৃঢ় ও স্থির থেকেছে, নিশ্চিত তাদের কাছে ফেরেশতারা আসে এবং তাদের বলে, ভীত হয়ো না দুঃখ করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ শুনে খুশি হও, তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। (ফুসসিলাত : ৩০)

আল্লাহই আমাদের রব। তিনি যে নেয়ামত দিয়েছেন তার কারণে যদি কেউ হিংসার শিকার হয় তা হলে দুঃখ না করে আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপরই দৃঢ় ও স্থির থাকতে হবে

এবং তার উপরই ভরসা করতে হবে। আল্লাহর উপর ঈমান ও তার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে দৃঢ় থাকার তাগিদ দিয়ে রাসূল ﷺ বলেছেন,

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ ؛ قَالَ : "قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ، ثُمَّ اسْتَقِمْ". (رواه مسلم)

অর্থ : হযরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ আস্ সাকাফী (রা.) বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে ইসলামের এমন বিষয় সম্পর্কে বলুন, যে ব্যাপারে আপনার পরে আর কাউকে জিজ্ঞেস করব না। তখন রাসূল ﷺ বললেন, বল! আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি অতঃপর একথার উপর অটল, অবিচল ও সুদৃঢ় থাক। (মুসলিম)

২. হিংসাকে গায়ে না মাখা:

কেউ হিংসা করলে মনে কষ্ট আসে বৈকি। তা সত্ত্বেও স্বাভাবিক ও টেনশনমুক্ত থাকার জন্য মনে করতে হবে তার হিংসা আমার গায়ে লাগেনি। হিংসাকে গায়ে না মাখা। কেউ হিংসা করলে তাতে প্রভাবিত না হলে হিংসার শিকার হয়েও তার কুপ্রভাব ও প্রতিক্রিয়া থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা সম্ভব হবে। পক্ষান্তরে, হিংসার আঘাত বা আক্রমণ গা পেতে নিলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে এবং পরিণতিতে দ্বন্দ্ব-কলহ ও শত্রুতা বৃদ্ধি পেয়ে পরিবেশের অবনতি ঘটবে, যা সুস্থ পরিবেশের জন্য কাম্য নয়। অতএব, হিংসার আক্রমণ গায়ে না মাখাই শ্রেয়। এ পদ্ধতিতে আত্মরক্ষাও সম্ভব হয়, পরিবেশও কিছুটা ভালো থাকে।

৩. হিংসুককে সুন্দর উপায়ে উপেক্ষা করে চলা:

হিংসুকের হিংসার জালে জড়িয়ে না পড়ে তাকে সুন্দর উপায়ে এড়িয়ে চলার কৌশল গ্রহণ করতে হবে। কোনোভাবেই তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হওয়া যাবে না। কারণ তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হলে হিংসার আগুন আরো বেশি প্রজ্বলিত হবে। উত্তাপ ছড়াবে চতুর্দিকে। তাই আগুন কীভাবে কম জ্বলবে এবং উত্তাপ কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে সে কৌশল গ্রহণ করতে হবে। হিংসুকের হিংসার প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য তার কথা ও আচরণ না শোনা ও না দেখার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। হিংসুক স্বার্থান্ধ, বেহায়া ও জ্বলন্ত হৃদয় হওয়ার কারণে অনেক সময় গায়ে পড়ে ঝামেলা পাকিয়ে হিংসার আগুন নেভাতে চায়। অপমানজনক আচরণ, মিথ্যা অপবাদ এবং বিভিন্ন উপায়ে উত্ত্যক্ত করার

মাধ্যমে জিঘাংসা চরিতার্থ করতে চায়। উপেক্ষা করা, এড়িয়ে চলা, না শোনা ও না দেখার ভান করার কৌশলও অনেক সময় ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায়, শেষ চিকিৎসা হিসেবে তাকে বয়কট করাই বাঞ্ছনীয়। গায়ে পড়ে ঝামেলা বাঁধানোর সুযোগ না দিয়ে তাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে। তার থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। সর্বোপরি আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে, তিনি যেন হিংসুকের অন্তর্জালা নিভিয়ে দেন, তার অন্তরকে প্রশান্তময় করে দেন। তার কল্যাণ কামনা করে এবং আল্লাহর কাছে হেদায়েত চেয়ে দোয়া করতে হবে। তা হলে তার হিংসার উত্তাপ থেকে নিজেকে নিরাপদ করা যাবে। হিংসার শিকার হয়েও নিজেকে সামলিয়ে রাখা যাবে এবং আশা করা যায় হিংসার প্রকোপ থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা পাওয়া যাবে।

৪. দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, হতাশাগ্রস্ত, মানসিক কষ্ট অনুভব ও দুঃখিত না হওয়ার চেষ্টা করা:

হিংসুকের অযাচিত হিংসা, মূর্খতাসুলভ আচরণে মনে দুশ্চিন্তা, হতাশা ও দুঃখ-কষ্ট আসা স্বাভাবিক। কিন্তু চেষ্টা করতে হবে দুশ্চিন্তা, হতাশা ও দুঃখ-কষ্ট যেন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত না করে বসে। এ সব কিছুকে উপেক্ষা করে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করলে হিংসার কুপ্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। হিংসুকের হিংসা একপর্যায়ে হিংসুককেই বিপর্যস্ত করে ছাড়বে। তার হঠকারী ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের জবাব প্রাকৃতিকভাবেই সে পেয়ে যাবে। হঠকারী ও বিব্রতকারী ব্যক্তিদের আচরণের কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও দুঃখিত না হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা তার নবীদেরকেও উপদেশ দিয়েছেন।

বনী ইসরাঈল যখন আল্লাহ তা'আলা ও নবি মুসা (আ.) এর নির্দেশ অমান্য করে বলেছিল, আপনি এবং আপনার রব গিয়ে আমালেকা সম্প্রদায়ের সাথে লড়াই করুন, আমরা এখানে বসে থাকলাম। তখন মুসা (আ.) খুবই দুঃখিত হয়ে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছেন। জবাবে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলদেরকে শাস্তি দেয়ার পাশাপাশি মুসা (আ.) কেও সান্ত্বনা দিয়ে দুঃখিত না হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। এ ঘটনার উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا ۖ فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ
قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ۖ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ
قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ۛ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۛ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

অর্থ : (মুসা (আ.) এর অনুসারীরা) বলল, হে মুসা! যতক্ষণ তারা (আমালেকা সম্প্রদায়) সেখানে অবস্থান করবে আমরা ততক্ষণ কোনো ক্রমেই সেখানে প্রবেশ করব না। কাজেই তুমি ও তোমার রব সেখানে যাও এবং দুজনে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। আমরা এখানেই বসে থাকলাম।

একথা শুনে মুসা (আ.) বললেন, হে আমার রব! আমি ও আমার ভাই ছাড়া আর কারো উপর আমার নিয়ন্ত্রণ নেই। কাজেই তুমি এ নাফরমান-বিশৃঙ্খল লোকদের থেকে আমাদেরকে আলাদা করে দাও।

আল্লাহ জবাব দিলেন, ঠিক আছে, তা হলে ঐ দেশটি চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো। তারা পৃথিবীতে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াবে। সুতরাং এ নাফরমান জাতির উপর দুঃখ-বেদনা ও হতাশা প্রকাশ করো না। (সূরা মায়েদা: ২৪-২৬)

কাফেরদের হিংসাত্মক ও বিদ্রোহাত্মক আচরণের কারণে শেষ নবি মহানবি ﷺ কেও আল্লাহ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হওয়ার জন্য সান্ত্বনা দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ

অর্থ : হে মুহাম্মাদ! এ কথা অবশ্যই জানি, এরা যেসব কথা তৈরি করে, তা তোমাকে কষ্ট দেয় কিন্তু এরা তোমাকে মিথ্যা বলে না, বরং এ জালেমরা আসলে আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করছে। তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে মিথ্যা বলা হয়েছে। তাদেরকে যে মিথ্যা বলা হয়েছে এবং কষ্ট দেয়া হয়েছে, তাতে তারা সবর করেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে গেছে। আল্লাহর কথাগুলোর পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারোর নেই। এবং আগের রাসূলদের সাথে যা কিছু ঘটে গেছে তার সংবাদ তো তোমার কাছে এসেছেই। (সূরা আল-আন'আম: ৩৩-৩৪)

এসব আয়াতসমূহ থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই, তা হচ্ছে, কারো অসৌজন্যমূলক, উদ্ধত ও মূর্খতাসুলভ আচরণ ও মিথ্যা অপবাদের মোকাবেলায় চরম ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। হতাশ ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয়ে আল্লাহর আশ্রয়ে নিজেকে সোপর্দ করতে হবে। নিজেকে এ বলে সান্ত্বনা দিতে হবে যে, তারা যা বলে, আমিতো তা নই। সুতরাং তা

আমার গায়ে লাগছে না। দুঃখিত না হয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহই উত্তম সাহায্যকারী ও হিংসুকদের শাস্তিদানকারী।

৫. উদার চিত্তের অধিকারী হওয়া:

উদার চিত্ত তথা প্রশস্ত চিত্তের অধিকারী হতে পারলে হিংসার আক্রমণ সহ্য করা যায় এবং প্রতিহত করা যায়। সকল প্রকার গালাগালি, দুর্ব্যবহার, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, মূর্খতাসুলভ আচরণ তারাই সহ্য করতে পারেন, যারা উদার চিত্তের অধিকারী। তাদের উদারতা ও সহনশীলতার কাছে দুর্ব্যবহারকারী হিংসুক পরাজিত হয়। তার হিংসার আগুনে অন্যকে জ্বালাতে না পেরে নিজের হিংসার আগুনে নিজেই আরো বেশি করে জ্বলতে থাকে। অতএব, হিংসার আগুন থেকে আত্মরক্ষার জন্য সমৃদ্ধ আত্মা, উদার চিত্ত ও প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। অন্তরের সংকীর্ণতা দূর করে প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা বিশ্বনবি মুহাম্মাদ ﷺ কে উপদেশ দিয়েছেন। আবার আপন ইচ্ছায় মহানবি ﷺ কে উদার চিত্তের অধিকারী বানিয়েছেন। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ

অর্থ : (হে রাসূল) আমি কি আপনার কল্যাণে আপনার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দিইনি? আর আপনার উপর থেকে আপনার ঐ ভারী বোঝা নামিয়ে দিয়েছি, যা আপনার পিঠ ভেঙে দিচ্ছিল। (সূরা আলাম নাশরাহ্: ১-৩)

বক্ষ উন্মুক্ত করে দেয়ার অর্থ দ্বিধা ও সন্দেহ দূর করে সাহস ও দৃঢ়তা অবলম্বনের মাধ্যমে আত্মাকে সমৃদ্ধ করে সত্যের উপর অটল-অবিচল থাকার প্রেরণা লাভ করা। কোনো সমালোচনাকারীর সমালোচনার পরোয়া না করা। কোনো উৎপীড়নকারীর উৎপীড়নে উৎপীড়িত ও অসহিষ্ণু না হওয়া।

অন্তরের সংকীর্ণতা দূর করে সমৃদ্ধ আত্মার অধিকারী হওয়ার মাধ্যমে অন্যের উপর প্রভাব সৃষ্টি করা এবং হেদায়াতের পথে থেকে সফলতা অর্জন করার পথ সুগম হয়। সমৃদ্ধ আত্মার সুফল ও সংকীর্ণ আত্মার কুফল নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ থেকে অনুধাবন করা যায়। মহানবি ﷺ কে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

অর্থ : (হে রাসূল) এটা একখানা কিতাব, যা আপনার প্রতি নাজিল করা হয়েছে। সুতরাং আপনার অন্তরে কোনো রকম সংকোচ-সংকীর্ণতা যেন না থাকে। যাতে আপনি এর

মাধ্যমে (কাফেরদের) সতর্ক করেন এবং তা মু'মিনদের জন্য নসিহত হয়। (সূরা আরাফ: ২)

وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
অর্থ : যারাই অন্তরের সংকীর্ণতা থেকে বেঁচে আছে তারাই সফলকাম। (সূরা আত-তাগাবুন: ১৬)

فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
অর্থ : আল্লাহ যাকে হেদায়াত করতে চান, তিনি তার অন্তর ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান তার অন্তর এমনভাবে ছোট ও সংকীর্ণ করে দেন যে, (ইসলামের কথা শুনলেই) তার এমন মনে হয় যে, তার রূহ যেন আসমানের দিকে উড়ে যাচ্ছে। এভাবেই যারা ঈমান আনে না আল্লাহ তাদের পঙ্কিলতা (সত্য বিমুখ হওয়ার) তাদের উপর চাপিয়ে দেন। (আন'আম: ১২৫)

আবার, সূরা যুমার: ২২নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন-
أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
অর্থ : আল্লাহ যার অন্তর ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং সে তার রবের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত আলোতে অবস্থান করছে। ধ্বংস ঐ লোকদের জন্য যাদের অন্তর আল্লাহর নসিহত শুনে আরো বেশি শক্ত হয়ে গেছে। এরা ঐ সব লোক যারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছে।

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
অর্থ : আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যেমনভাবে করা উচিত। তিনি তোমাদের (নিজের কাজের জন্য) বাছাই করে নিয়েছেন। দ্বীনের মধ্যে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি। (অর্থাৎ দ্বীন অনুযায়ী চললে কোনো সংকীর্ণতা থাকবে না।) (সূরা হাজ্জ: ৭৮)

৬. সম্ভব হলে হিংসুকের জন্য খরচ করা, তাকে উপহার দেয়া:

হিংসুকের প্রতি সদয় হওয়া কঠিন মহানুভবতার কাজ। যে কারো পক্ষে তা সম্ভব হয় না। তারপরও হিংসার খারাপ প্রভাব থেকে পরিত্রাণের জন্য হিংসুকের হিংসার দিকটি বিবেচনা না করে সম্ভব হলে সুযোগ মতো তার জন্য খরচ করা উচিত। এতে তার প্রতি ইহসান করা হবে। আর এ ইহসানের মাধ্যমে নিজে মানসিকভাবে কিছুটা হালকা হবে। মাঝে মধ্যে উপহার প্রদান করলেও হিংসার আক্রমণের তীব্রতা কমে আসতে পারে। ফলে কিছুটা হলেও হিংসাজনিত অস্বস্তি কমবে।

৭. স্থিরতা অবলম্বন:

হিংসার উত্তাপ থেকে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। এ কারণে হিংসুক অস্থির চিত্তের অধিকারী হয়। অস্থির চিত্ত হিংসুকের হিংসার উত্তাপ মোকাবেলা করার জন্য স্থির চিত্তের অধিকারী হতে হবে। শান্ত থেকে ঠান্ডা মাথায় তার মোকাবেলা করতে হবে। হিংসুক যত বেশি অস্থির হবে এবং উৎপীড়ন করবে, নিজেকে তত বেশি স্থির, শান্ত ও গভীর হতে হবে। অস্থিরতা, উৎপীড়ন ও হঠকারীদের মোকাবেলা সফলভাবে তিনিই করতে পারবেন, যিনি প্রশান্ত হৃদয় ও স্থির চিত্তের অধিকারী।

৮. সলজ্জ থাকা:

হিংসুকের কাছে তার স্বার্থটাই বড় হওয়ার কারণে স্বার্থ হাসিলে সে নির্লজ্জ ও বেহায়া হতে দ্বিধা করে না। নির্লজ্জ ও বেহায়া ব্যক্তি যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। নির্লজ্জতার জবাব নির্লজ্জতা দিয়ে হয় না। সলজ্জ থেকে নির্লজ্জতার জবাব দিতে হবে।

তাই হিংসার শিকার হওয়া ব্যক্তি সলজ্জতার ঢাল ব্যবহার করে আত্মরক্ষা করবেন। বেহায়ার সাথে বেহায়া হলে পরিবেশ আরো দূষিত হয়। বেহায়াকে সন্তর্পণে এড়িয়ে চলতে হবে। তার নির্লজ্জতাকে উপেক্ষা করতে হবে। বিভিন্ন কৌশলে আত্মসম্ভ্রমবোধ জাগানোর চেষ্টা করতে হবে। তার মধ্যে যদি কোনো এক সময় আত্মসম্ভ্রমবোধ ও লজ্জাশীলতার উদ্রেক হয় তা হলে হিংসার উত্তাপ কিছুটা হলেও কমবে।

৯. সংযত ও মিতভাষী হওয়া:

হিংসা-বিদ্বেষের কুপ্রভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্য সংযত ও মিতভাষী হতে হবে। কারণ, হিংসার উত্তাপে হিংসুকের ভাষা মাঝে-মধ্যে লাগামহীন হয়ে যায়। গলা চড়া হয়ে যায়। অযৌক্তিক চিৎকার করতে থাকে। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। হিংসুক যখন মনে

করে অপরের প্রাপ্ত ধন-সম্পদ, সম্মান-মর্যাদা ও কর্তৃত্ব-নেতৃত্ব তারই পাওয়ার দরকার ছিল কিংবা তার অধিকার ছিল বলে মনে করে কিন্তু তিনি তা পাননি বা তাকে দেয়া হয়নি, তখন তিনি হতাশ হন। আর আশাহত হলে কিংবা নিরাশ হলে গলা চড়া হয়, ভাষা অসংযত ও লাগামহীন হয়ে যায়। আরবিতে একটি প্রবাদ আছে-

إِذَا أَيِسَ الْإِنْسَانُ طَالَ لِسَانُهُ

অর্থ : 'যখন মানুষ আশাহত হয়, তখন তার জিহ্বা লম্বা হয়ে যায়।'

অর্থাৎ তার ভাষা লাগামহীন হয়ে যায়, শোর-চিৎকার বেড়ে যায়, অসংযত ভাষায় ও চড়া গলায় কথা বলে। সে মনে করে এ প্রক্রিয়ায় নিজে জিতবে বা অন্যকে ঘায়েল করতে পারবে। পাশাপাশি নিজের দুর্বলতা ঢাকতে পারবে। তার পাতা ফাঁদে পা দিয়ে কেউ যদি তার মত অসংযত ও লাগামহীন ভাষা ব্যবহার করে তাহলে তার দুর্বলতা ঢাকার সুযোগ হয়েও যেতে পারে এবং হিংসার উত্তাপে কিছুটা বাতাসও লাগতে পারে। তাই হিংসুকের হিংসা এবং অসংযত ও লাগামহীন ভাষা থেকে আত্মরক্ষার জন্য কিংবা হিংসার আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সংযত ও মিতভাষী হতে হবে। অসংযত ও লাগামহীন আচরণ ও ভাষার মোকাবেলা শান্ত মাথায় সংযত, নিয়ন্ত্রিত ও মিতভাষার মাধ্যমেই করতে হবে। অসংযত ও লাগামহীনভাবে করতে গেলে হিংসুক তাৎক্ষণিকভাবে জব্দ হবে ঠিকই; কিন্তু তার হিংসা ধূমায়িত হয়ে আরো বাড়তে থাকবে, যা সমাজ ও পরিবেশের জন্য মোটেই কল্যাণকর নয়। তাই হিংসার উত্তাপ ও কুপ্রভাব কমাতে সংযতভাষী ও মিতভাষী হওয়াই শ্রেয়।

১০. আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায়:

হিংসার শিকার হওয়ার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, ব্যক্তি এমন নেয়ামতে ভূষিত, যে নেয়ামত তার কাছে থাকুক তা হিংসুক চায় না। অথচ এ নেয়ামত আল্লাহই দান করেছেন। আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের কারণেই তিনি আজ হিংসার শিকার। আর আল্লাহ তার প্রতি করুণা করেই এ নিয়ামত দান করেছেন। সুতরাং আল্লাহর দেয়া এ নিয়ামতের কারণে হিংসার শিকার হওয়াটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। কারণ, যার কিছু নেই তাকে কেউ হিংসা করে না। যাকে হিংসা করা হয় বুঝতে হবে তার কিছু আছে। আর তার কাছে যা আছে সবই আল্লাহর দান।

অতএব, হিংসার শিকার হলে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে। বলতে হবে আলহামদুলিল্লাহ। হিংসার শিকার হয়ে কেউ যদি আলহামদুলিল্লাহ বলতে পারে তাহলে হিংসার শিকার হওয়ার কষ্টটা লাঘব হবে। হিংসার শিকার হয়েও নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হবে। হিংসার কুপ্রভাব থেকে আত্মরক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

উপসংহার:

"সুস্থ থাকার জন্য হলেও হিংসা পরিত্যাগ কর কারণ হিংসা মানুষকে ভিতর হতে গলিয়ে দেয়।"

-হযরত আলী (রা.)

মানব জীবনের এক নিন্দনীয় দিক হিংসা-বিদ্বেষ । এটি মানুষের অন্তরের অশান্তি ও অসন্তুষ্টির প্রতিফলন। মানুষ স্বভাবতই এগিয়ে যেতে চায়, কিন্তু এই প্রতিযোগিতা যখন লাগামহীন হয়, তখন তা হিংসায় রূপ নেয়। হিংসুক অন্যের সাফল্যে দুঃখ পায়, তার অন্তর জ্বলে। এতে সে পরকালীন চিন্তা ভুলে যায়, দুনিয়ার লোভে মগ্ন থাকে। হিংসা-বিদ্বেষ মানুষকে অস্থির করে তোলে, সুখ কেড়ে নেয়, সমাজে ঘৃণার জন্ম দেয়।

অযোগ্য, কপর্দকহীন, সম্পদহীন, নিঃস্ব, বঞ্চিত এবং মর্যাদাহীন লোকদেরকে কেউ হিংসা করে না। তারা হিংসার শিকার হওয়ার বা হিংসার পাত্র হওয়ার যোগ্য নন।

যোগ্য, অভিজ্ঞ, সম্পদের অধিকারী, কোনো না কোনো বিশেষ নেয়ামতের অধিকারী সম্মানিত ব্যক্তিরাই হিংসার শিকার হন। তাদের বিশেষ প্রাপ্তি যাদের সহ্য হয় না তারাই তাদেরকে হিংসা করে। কুরআনে হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে, কারণ এটি ভয়াবহ বিষের মতো সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। হিংসা-বিদ্বেষ আল্লাহর বণ্টনে অসন্তুষ্টির নাম, যা ঈমানকে নষ্ট করে। অন্তরের সংকীর্ণতা হিংসার উৎস স্থল হওয়ার কারণে হিংসুকের অন্তর্জ্বালাই তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। যাকে হিংসা করে প্রকৃত অর্থে তার কোনো ক্ষতি হয় না। হিংসা করা অন্যায় ও কঠিন গুনাহ্। হিংসা করে হিংসুকের ন্যূনতম কোনো লাভ হয় না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঈমান ও হিংসা একসাথে থাকতে পারে না। ইবলিশও হিংসার কারণেই অভিশপ্ত হয়েছিল। তাই মুমিন হতে চাইলে হিংসার অন্ধকার থেকে মুক্ত হতে হবে। হিংসার শিকার হলে মন খারাপ না করে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। হিংসুককে উত্তম উপায়ে উপেক্ষা

করে চলা, তাও সম্ভব না হলে তাকে বর্জন করে আপন কর্তব্যে মনোনিবেশ করে এগিয়ে যাওয়া উচিত। হিংসুকের হিংসা যেন চলার পথে বাঁধার সৃষ্টি করতে না পারে সে দিকে সতর্ক থাকা উচিত।

আল্লাহর কাছে মর্যাদা পেতে হলে হিংসা-বিদ্বেষ ত্যাগ করে তাকওয়ার পথে অটল থাকতে হবে। প্রকৃত বিজয়ী সে-ই, যে অন্যের কল্যাণে আনন্দিত হয়, আল্লাহর জন্য অন্তরকে ঈর্ষামুক্ত রাখে এবং তাকওয়ার আলোয় নিজের জীবনকে শোভিত করে। আল্লাহ আমাদের সকলকে হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন। আমীন।